পবনবিজয়স্বরোদয়ঃ।

দেবদেব মহাদেব তত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর !
কথয়স্ব প্রভো জ্ঞানং কৃপাং কৃত্বা মমোপরি ॥ ১ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব তত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর প্রভো! আমার প্রতি কৃপা করিয়া জ্ঞানকাণ্ড বিবৃত করুন ॥ ১ ॥

কথং ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং কথং বা পরিবর্ত্ততে।
কথং বিলীয়তে দেব বদ ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয়ম্ ॥ ২ ॥

হে দেব! কেমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল? কিরূপেই বা পরিবর্ত্তিত হয়? এবং কিপ্রকারে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে? ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ড-নির্ণয় বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ। তত্ত্বাদ্ ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং তত্ত্বেন পরিবর্ত্ততে। তত্ত্বেন লীয়তে দেবি তত্ত্বাদ্ ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয়ঃ ॥ ৩ ॥

মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! তত্ত্বহইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, তত্ত্বদ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় এবং তত্ত্বেই বিলীন হইয়া থাকে; অতএব তত্ত্বই ব্রহ্মাণ্ডবিনির্ণয়ের মূল ॥ ৩ ॥

দেব্যুবাচ। তত্ত্বমেব পরং মূলং নিশ্চিতং তত্ত্ববেদিভিঃ। তত্ত্বস্বরূপং কিং দেব তত্ত্বমেব প্রকাশয় ॥ ৪ ॥

দেবী বলিলেন,—তত্ত্বই প্রধান মূল, ইহা তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ নির্ণীত করিয়াছেন। হে দেব! তত্ত্বের স্বরূপ কি? তাহা আপনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৪ ॥

ঈশ্বর উবাচ। নিরঞ্জনো নিরাকার একদেবো মহেশ্বরঃ। আদাকাশমুৎপন্নং আকাশাদ্বায়ুসম্ভবঃ। বায়োস্তেজস্ততশ্চাপস্ততঃ পৃথ্বীসমুদ্ভবঃ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—এক মহেশ্বরহইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি নিরঞ্জন এবং আকার শূন্য। আকাশহইতে বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে, বায়ুহইতে তেজ, তেজহইতে জল, জলহইতে পৃথিবী সমুদ্ভূতা হয় ॥ ৫ ॥

এতানি পঞ্চতত্ত্বানি বিস্তীর্ণানি চ পঞ্চধা। তেভ্যো ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং তৈরেব পরিবর্ত্ততে। বিলীয়তে চ তত্রৈব তত্রৈব রমতে পুনঃ ॥ ৬ ॥

ইহাদের নাম পঞ্চতত্ত্ব, এই পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চপ্রকারে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। ঐ সকল তত্ত্বহইতেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, এই সকলের দ্বারাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাদিগের দ্বারাই বিলীন হইয়া থাকে এবং এই সকলেতেই ব্রহ্মাণ্ড পরিরমিত হয় ॥ ৬ ॥

পঞ্চতত্ত্বময়ে দেহে পঞ্চতত্ত্বানি সুন্দরি।
সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তন্তে জ্ঞায়ন্তে তত্ত্বযোগিভিঃ ॥ ৭ ॥

সুন্দরি! পঞ্চতত্ত্বময় শরীরে এই পাঁচটি তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে, ইহা তত্ত্বজ্ঞানীরা জানিতেছেন ॥ ৭ ॥

অতএব প্রবক্ষ্যামি শরীরস্থং স্বরোদয়ম্।—
হংসচারস্বরূপেণ ভবেৎ জ্ঞানং ত্রিকালগম্ ॥ ৮ ॥

অধুনা শরীরস্থ স্বরোদয় বলিব। "হংস" এই প্রকারে সর্ব্বদা জীবের শরীরে শ্বাসবহন হইতেছে; তাহাদ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং সারমুপকারপ্রকাশকম্। ইদং স্বরোদয়ং জ্ঞানং জ্ঞানিনাং মস্তকোমণিঃ ॥ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং জ্ঞানং সুবোধং সত্যপ্রত্যয়ম্। আশ্চর্য্যং নাস্তিকে লোকে আধারং নাস্তিকে জনে ॥ ৯ ॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র জ্ঞানিগণের মস্তকভূষণ মণি-স্বরূপ; ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, সূক্ষ্মহইতে সূক্ষ্মতর এবং সত্যপ্রত্যয়জনক, এই স্বরশাস্ত্র নাস্তিক লোকের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক; আস্তিক জন জ্ঞানের আধার বিবেচনা করেন ॥ ৯ ॥

শান্তে শুদ্ধে সদাচারে গুরুভক্তৈকমানসে।
দৃঢ়চিত্তে কৃতজ্ঞে চ দেয়ঞ্চৈব স্বরোদয়ম্ ॥ ১০ ॥

শান্ত, শুদ্ধ, সদাচারী, গুরুভক্ত-একমনা, দৃঢ়চিত্ত ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই স্বরোদয়শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া বিধেয় ॥ ১০ ॥

শঠে চ দুর্জ্জনে শূদ্রে অশান্তে গুরুলোপকে।
হীনসত্ত্বে দুরাচারে স্বরোদয়ং ন দীয়তে ॥ ১১ ॥

শঠ, দুর্জ্জন, শূদ্র, অশান্ত, গুরুনামলোপী অর্থাৎ যাহারা গুরু স্বীকার করে না, হীনবুদ্ধি ও দুরাচারী জনকে স্বরজ্ঞান শিক্ষাদান করিবে না ॥ ১১ ॥

শৃণু ত্বং কথিতং দেবি দেহস্থ জ্ঞানমুত্তমম্।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে ॥ ১২ ॥

দেবি! তুমি শ্রবণ কর—আমি শরীরজ্ঞান উত্তমরূপে বিবৃত করিতেছি। ইহার জ্ঞানমাত্রেই সর্ব্বজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

স্বরে বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি স্বরে গান্ধর্ব্বমুত্তমম্ ।
স্বরে সর্ব্বঞ্চ ত্রৈলোক্যং স্বরে আত্মস্বরূপকঃ ॥ ১৩ ॥

স্বরশাস্ত্রহইতেই বেদ, গান্ধর্ব্ববিদ্যা (সঙ্গীতবিজ্ঞান) ও অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বরেই ত্রিভুবন বর্ত্তমান আছে। স্বরশাস্ত্র হইতেই আত্মার স্বরূপ বিদিত হওয়া যায় ॥ ১৩ ॥

স্বরহীনোঽথ দৈবজ্ঞো নাথহীনো যথা গৃহম্ ।
শাস্ত্রহীনো যথা বক্তা শিরোহীনঞ্চ যদ্বপুঃ ॥ ১৪ ॥

স্বরহীন দৈবজ্ঞ, কর্ত্তাবিহীন বাটী, শাস্ত্রহীন বক্তা, মস্তকহীন দেহ এবং নাড়ীহীন প্রাণ যেরূপ, স্বরতত্ত্বহীন মনুষ্যও সেইরূপ ॥ ১৪ ॥

নাড়ীভেদং যথা প্রাণং তত্ত্বভেদং তথৈব চ ।
সুষুম্নামিশ্রভেদঞ্চ যো জানাতি স মুক্তিগঃ ॥ ১৫ ॥

সুষুম্নাদি নাড়ীর বিষয় যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনিই মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ১৫ ॥

সাকারে বা নিরাকারে শুভবায়ুবলে কৃতে। কথয়ন্তি শুভং কেচিৎ স্বরজ্ঞানং বরাননে ॥ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডপিণ্ডাদ্যং স্বরেণৈব হি নির্ম্মিতম্ । সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা চ স্বরঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ ॥১৬-১৭॥

খণ্ডপিণ্ডাদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বরদ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে। সৃষ্টিসংহারকারী মহেশ্বর সাক্ষাৎ স্বরস্বরূপ ॥ ১৬—১৭ ॥

স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং স্বরজ্ঞানাৎ পরং ধনম্ ।
স্বরজ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং ন বা দৃষ্টং ন বা শ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥

স্বরজ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ধন বা গোপনীয় বিষয় কিছুই কখনও দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় নাই ॥ ১৮ ॥

শত্রুং হন্যাৎ স্বরবলৈস্তথা মিত্রসমাগমঃ । লক্ষ্মীপ্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ কীর্ত্তিঃ স্বরবলৈস্তথা ॥ কন্যাপ্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ স্বরবলৈ রাজদর্শনম্ । স্বরবলৈর্দ্দেবতাসিদ্ধিঃ স্বরবলৈঃ ক্ষিতিপো বশঃ। স্বরবলৈর্গম্যতে দেশে ভোজ্যং স্বরবলৈস্তথা । লঘু দীর্ঘং স্বরবলৈর্ম্মলঞ্চৈব নিবারয়েৎ ॥ সর্ব্বশাস্ত্রপুরাণাদি স্মৃতিবেদাঙ্গপূর্ব্বকম্ । স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং নাস্তি কিঞ্চিদ্বরাননে ॥ ১৯ ॥

শত্রুবিনাশ, বন্ধুসমাগম, লক্ষ্মীপ্রাপ্তি, কীর্ত্তিসঞ্চয়, কন্যালাভ, রাজদর্শন ও বশীকরণ, দেবতাসিদ্ধি, লঘু ও দীর্ঘ হওয়া, দেশভ্রমণ, খাদ্যাহরণ, মলনিবারণ, ইত্যাদি সকল কার্য্যই স্বরবিজ্ঞানবলে সুসিদ্ধ হয়। স্বর হইতে পুরাণ, স্মৃতি, বেদাঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। সুন্দরি! স্বরজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মিত্র জগতে আর কিছুই নাই ॥ ১৯ ॥

নামরূপাদিকাঃ সর্ব্বে মিথ্যা সর্ব্বেকবিভ্রমাঃ ।
অজ্ঞানমোহিতা মূঢ়া যাবত্তত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥ ২০ ॥

নাম রূপাদি যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, সকলই মিথ্যা এবং ভ্রান্তিসঙ্কুল। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত স্বরতত্ত্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত অজ্ঞানী ও মূর্খ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ইদং স্বরোদয়ং শাস্ত্রং সর্ব্বশাস্ত্রোত্তমোত্তমম্ ।
আত্মঘটপ্রকাশার্থং প্রদীপকলিকোপমম্ ॥ ২১ ॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা উত্তম ; গৃহ আলোকিত করি[illegible] নিমিত্ত প্রদীপশিখা যেরূপ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আত্মপ্র[illegible]নের স্বরোদয়শাস্ত্রের জ্ঞান অতি আবশ্যক ॥ ২১ ॥

যস্মৈ কস্মৈ পরস্মৈ বা ন প্রোক্তং প্রশ্নহেতবে ।
তস্মাদেতৎ স্বরং জ্ঞেয়মাত্মনৈবাত্মনাত্মনি ॥ ২২ ॥

এই শাস্ত্র কোন সাধারণ লোকের নিকট বলিবে না ; এই বিষ[য়] পরিজ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন বারগ্রহদেবতা । ন বিষ্টির্ন ব্যতীপাতো বিরুদ্ধ্যাদ্যাস্তথৈব চ ॥ কুযোগো নৈব দেবেশি প্রভবন্তি কদাচন । প্রাপ্তে স্বরবলে সিদ্ধিং সর্ব্বমেব ফলং শুভম্ ॥ ২৩ ॥

স্বর অবলম্বনে যাত্রাদি কোন কার্য্য করিলে, তাহাতে তিথি, বার নক্ষত্র, গ্রহ, দেবতা, বিষ্টি, ব্যতীপাত ও অন্যান্য বিরুদ্ধ যোগ বিবেচনা করিবে না। স্বরজ্ঞানবলেই সমস্ত কার্য্যসিদ্ধি হয়, কোনপ্রকার বি[ঘ্ন] তাহার বাধা জন্মাইতে পারে না ॥ ২৩ ॥

দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ সবিস্তরাঃ ।
জ্ঞাতব্যাশ্চ বুধৈর্নিত্যং স্বদেহজ্ঞানহেতবে ॥ ২৪ ॥

শরীরের অভ্যন্তরে অনেকপ্রকার সুবিস্তৃত নাড়ী আছে। শরীরবিজ্ঞানের নিমিত্ত সেই সকল নাড়ী পণ্ডিতবর্গের জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ২৪ ॥

নাভিস্থানককন্দোর্দ্ধমঙ্কুরাদেব নির্ম্মিতাঃ ।
দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥

নাভির নিম্নে ও মূলাধারের ঊর্দ্ধহইতে উৎপন্ন হইয়া বাহাত্তর হাজার নাড়ী সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে ॥ ২৫ ॥

নাড়ীস্থা কুণ্ডলী শক্তির্ভুজঙ্গাকারশায়িনী। ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশৈবাধঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ দেহে তির্য্যগ্‌গতা নাড্যশ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া। প্রধানা দশনাড্যস্তু দশবায়ুপ্রবাহকাঃ ॥ ২৬ ॥

নাড়ীস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে আছে। ইহাদের মধ্যে দশটী নাড়ী ঊর্দ্ধদিকে এবং অপর দশটী অধোদিকে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্য চতুর্ব্বিংশতি নাড়ী তির্য্যগ্‌ভাবে শরীরের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দশ নাড়ীহইতে দশপ্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাদ্বা বায়ুর্দ্দেহসমন্বিতঃ ।
চক্রবত্তু স্থিতা দেহে সর্ব্বাঃ প্রাণসমাশ্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

দেহমধ্যে সমস্ত বায়ুপ্রবাহক নাড়ী তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে অবস্থিত হইয়া চক্রাকারে প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥

তাসাং মধ্যে দশ শ্রেষ্ঠা দশানাং ত্রিস্র উত্তমাঃ। ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা । গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পুষা চৈব যশস্বিনী । অলম্বুষা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা ॥ ২৮ ॥

এই সকল নাড়ীর মধ্যে দশটী প্রধান, এই দশটীর মধ্যে তিনটী উত্তম।

এই তিনটী নাড়ীর নাম,—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। উক্ত দশটী প্রধানা নাড়ীর মধ্যে অপর সাতটীর নাম,—গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ এবং শঙ্খিনী ॥ ২৮ ॥

ইড়া বামে স্থিতা ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা। সুষুম্না মধ্যদেশে তু গান্ধারী বামচক্ষুষি। দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পুষা কর্ণে চ দক্ষিণে। যশস্বিনী বামকর্ণে আননে চাপ্যলম্বুষা। কুহূশ্চ লিঙ্গদেশে তু মূলস্থানে চ শঙ্খিনী। এবং দ্বারং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দশনাড়িকাঃ ॥ ২৯ ॥

বামদিকে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা, মধ্যদেশে সুষুম্না বামচক্ষুতে গান্ধারী, দক্ষিণলোচনে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পুষা, বাম শ্রবণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গদেশে কুহূ এবং মূলাধারে শঙ্খিনী—এই দশটী দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ২৯ ॥

ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ প্রাণমার্গসমাশ্রিতাঃ।

এতা হি দশনাড্যস্তু দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩০ ॥

ইহাদের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না প্রাণবায়ুর মার্গ অবলম্বন করিয়া আছে ॥ ৩০ ॥

শিবসংহিতামতে।

সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।

প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ ॥ ১ ॥

মনুষ্যের শরীরমধ্যে প্রধানভূতা সার্দ্ধলক্ষত্রয় নাড়ী আছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশটী নাড়ী প্রধানা; যদিও শাস্ত্রকর্ত্তারা মনুষ্যশরীরে সাড়ে তিন কোটী নাড়ীর বর্ণনা করিয়াছেন, এই স্থানে প্রধানভূতা সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী যোগিদিগের বোধগম্য বিধায় তাহাই উক্ত হইল ॥ ১ ॥

সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা। কুহূঃ সরস্বতী পুষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী ॥ বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী। এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়াসুষুম্নিকাঃ ॥২-৩॥

প্রধানভূতা চতুর্দ্দশ নাড়ীর নাম যথা,—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পুষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী ও যশস্বিনী, এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী প্রধানা। ২—৩ ॥

তিসৃষ্বেকা সুষুম্নৈব মুখ্যা সা যোগবল্লভা।

অন্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বা নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাম্ ॥ ৪ ॥

এই তিনটী প্রধানা নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বপ্রধান। এই নাড়ী যোগিগণের প্রিয়। অন্যান্য নাড়ীসকল এই সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যদেহে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৪ ॥

সর্ব্বাশ্চাধোমুখা নাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ।

পৃষ্ঠবংশং সমাশ্রিত্য সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ৫ ॥

এই সকল প্রধানা নাড়ী অধোমুখে রহিয়াছে। এই সকল নাড়ী পদ্মসূত্রের ন্যায় অতিসূক্ষ্মা। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, এই তিন নাড়ী চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপা, ইহারা মনুষ্যশরীরের মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫ ॥

তাসাং মধ্যে গতা নাড়ী চিত্রা সা মম বল্লভা।

ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং গতম্ ॥ ৬ ॥

উক্ত নাড়ীত্রিতয়ের মধ্যে চিত্রা নামে এক নাড়ী আছে। ঐ নাড়ী আমার অতি প্রিয়। ইহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটী রন্ধ্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্মরন্ধ্র ॥ ৬ ॥

পঞ্চবর্ণোজ্জ্বলা শুদ্ধা সুষুম্না মধ্যচারিণী।

দেহস্যোপাধিরূপা সা সুষুম্না মধ্যরূপিণী ॥ ৭ ॥

চিত্রা নাড়ী অতি নির্ম্মল, নানাবর্ণে চিত্রিত, উজ্জ্বল ও সুষুম্নার মধ্যচারিণী। এই নাড়ী নরদেহের উপাধিস্বরূপা, অর্থাৎ মনুষ্যদেহের প্রধান কারণ ॥ ৭ ॥

দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমমৃতানন্দকারকং।

ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো দুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ ॥ ৮ ॥

এই সুষুম্নামধ্যবর্ত্তিনী চিত্রা নাড়ীকেই অমৃতানন্দায়ক দিব্য পথ বলিয়া যোগিগণ উক্ত করিয়াছেন। ঐ নাড়ীর ধ্যানমাত্রেই পাপরাশি বিনাশ হয় ॥ ৮ ॥

গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।

চতুরঙ্গুলবিস্তারমাধারং বর্ত্ততে সমম্ ॥ ৯ ॥

গুহ্যদেশহইতে দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম আছে ॥ ৯ ॥

তস্মিন্নাধারপাথোজে কর্ণিকায়াং সুশোভনা।

ত্রিকোণো বর্ত্ততে যোনিঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ১০ ॥

সেই আধারপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে সুশোভন ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল আছে। তাহার মাহাত্ম্য সকল তন্ত্রেই গুপ্ত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।

সার্দ্ধত্র্যাকারকুটিলা সুষুম্নামার্গসংস্থিতা ॥ ১১ ॥

এই যোনিমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুল্লতাকার পরমদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন। সর্পাকার সার্দ্ধত্রিকুঞ্চিত বলয়ের ন্যায়, অর্থাৎ শঙ্খাবর্ত্তনরূপে কুটিলা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপা সুষুম্না নাড়ীর দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিতা আছেন। এই বিষয় তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে,—"সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।" অন্যান্য তন্ত্রেও এইরূপ বর্ণিত আছে; যথা—"যেন দ্বারেণ গন্তব্যং ব্রহ্মদ্বারমনাময়ম্। মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা দেবী পন্নগী"—ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

জগৎসংসৃষ্টিরূপা সা নির্ম্মাণে সততোদ্যতা।

বাচামবাচ্যা বাগ্দেবী সদা দেবৈর্নমস্কৃতা ॥ ১২ ॥

জগতের সৃষ্টিরূপিণী এবং সর্ব্বদা এই জগৎসৃষ্টিকার্য্যে উদ্যতা, পরমা ঈশ্বরী শক্তি এবং যাহাকে বাক্যদ্বারা বর্ণন করিতে পারা যায় না, সেই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্ব্বদেবগণ-কর্ত্তৃক সেবনীয়া ॥ ১২ ॥

ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।

সুষুম্নায়াং সমাশ্লিষ্টা দক্ষনাসাপুটং গতা ॥ ১৩ ॥

সুষুম্না নাড়ীর বামভাগে ইড়া নামে যে নাড়ী আছে, সেই ইড়া নাড়ী সুষুম্নাকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

পিঙ্গলানাম যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা।

মধ্যনাড়ীং সমাশ্রিত্য বামনাসাপুটং গতা ॥ ১৪ ॥

সুষুম্নার দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নামে যে অপর এক নাড়ী আছে, সেই নাড়ী সুষুম্নাকে বেষ্টন করিয়া বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে। প্রতি চক্রেই ইড়া ও পিঙ্গলা দুই নাড়ী ধনুরাকারে বেষ্টন করিয়া মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের নিম্নে ভ্রূচক্রের সন্নিহিত নাসারন্ধ্রপর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া সুষুম্নার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নাড়ী আজ্ঞাচক্র ভিন্ন অপর পঞ্চ চক্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না যা ভবেৎ খলু।

ষট্‌স্থানেষু চ ষট্‌শক্তিং ষট্‌পদ্মং যোগিনো বিদুঃ ॥ ১৫ ॥

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না নামে যে নাড়ী আছে, তাহার ছয় গ্রন্থিতে মূলাধারাদি ষট্‌চক্র গ্রথিত রহিয়াছে। এই সকল সামান্য দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় না, কেবল যোগিগণ যোগদ্বারা দিব্য চক্ষুতে জানিতে পারেন ॥ ১৫ ॥

পঞ্চস্থানং সুষুম্নায়া নামানি স্যুর্ব্বহূনি চ।

প্রয়োজনবশাত্তানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে ॥ ১৬ ॥

এই সুষুম্না নাড়ীর যে পঞ্চস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অনেক নাম আছে, সেই সকল নাম প্রয়োজনবশত স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে ॥ ১৬ ॥

অন্যা যাস্ত্বপরা নাড্যো মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ। রসনা মেঢ্রবৃষণপাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ শ্রোত্রকম্। কুক্ষিকক্ষাঙ্গুষ্ঠকর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ুকুক্ষিকম্। লব্ধ্বা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশসমুদ্ভবাঃ ॥ ১৭ ॥

এতদ্ভিন্ন অপর যে সকল নাড়ী মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সকল শরীরের এক এক অঙ্গপর্য্যন্ত গিয়া নিবৃত্ত হইয়া, সেই সেই অঙ্গের কার্য্য সাধন করে। জিহ্বা, শিশ্ন, চক্ষু, কর্ণ, পাদাঙ্গুলি, কুক্ষি, কক্ষ, বৃষণ, হস্তাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছে ॥ ১৭ ॥

এতাভ্য এব নাড়ীভ্যঃ শাখোপশাখতঃ ক্রমাৎ।

সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং জাতং যথাভাগব্যবস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

এই সকল নাড়ীর শাখা প্রশাখায় সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী জন্মিয়াছে ॥ ১৮

ইতি শিবসংহিতামতে নাড়ীবিজ্ঞান।

নামানি নাড়িকানান্তু বাতানাং প্রবদাম্যহম্। প্রাণো-ঽপানঃ সমানশ্চোদানোব্যানস্তথৈব চ। নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩১ ॥

নাড়ীর নাম কথিত হইল, এক্ষণে বায়ুসকলের নাম বলিতেছি।—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান; নাগ কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশটি বায়ুর নাম ॥ ৩১ ॥

হৃদি প্রাণো বহেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে। সমানো নাভি-দেশে চ উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ। ব্যানো ব্যাপী শরীরেষু প্রধানা পঞ্চ বায়বঃ ॥ ৩২ ॥

হৃদয়ে প্রাণ, গুদমণ্ডলে অপান, * নাভিতে সমান, কণ্ঠমধ্যে উদা ও সর্ব্বশরীরে ব্যান, এই সকল বায়ু নিত্য বহিতেছে। প্রাণ অপা প্রভৃতি এই পাঁচটি বায়ুই প্রধান ও বিখ্যাত ॥ ৩২ ॥

প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বিখ্যাত, নাগাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ ॥ ৩৩ ॥

নাগাদি আর পাঁচটি বায়ুর স্থান বলিতেছি ॥ ৩৩ ॥

তেষামপি চ পঞ্চানাং স্থানানি চ বদাম্যহং। উদ্গারে

---

* এই বিষয়টী সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত হইল—"যে বায়ু নাসারন্ধ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয় নাভিগ্রন্থিপর্য্যন্ত গমনাগমন করে, তাহাকে প্রাণবায়ু বলে। যোনিস্থান হইতে নাভি গ্রন্থি পর্য্যন্ত যে বায়ু অধোভাগে গমনাগমন করে, তাহাকে অপানবায়ু বলে। যখন নাসারন্ধ্রের দ্বারা প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডল স্ফীত করিতে থাকে, সেই কালেই অপানবায়ুও যোনিদেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের অধোভাগ স্ফীত করিতে থাকে। এইরূপে নাসারন্ধ্র ও যোনি স্থান উভয়দিক্ হইতে প্রাণ ও অপান এই উভয় বায়ুই পূরককালে নাভিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয় এবং রেচককালে দুই বায়ু দুই দিকে গমন করে। শাস্ত্রান্তরেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—"অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণো-ঽপানঞ্চ কর্ষতি। রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ। তথা চৈতৌ বিসম্বাদে সম্বাদে সন্ত্যজেদিমম্"। ইতি ষট্‌চক্রভেদটীকায়াম্। অপান প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করে। যেমন শ্যেন পক্ষী রজ্জুবদ্ধ থাকিলে, উড্ডীন হইলেও পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে। প্রাণবায়ুও সেইরূপ নাসারন্ধ্রের দ্বার নির্গত হইয়াও অপান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশকরে, এই দুই বায়ুর বিসম্বাদে অর্থাৎ নাসা ও যোনিস্থানের অভিমুখে বিপরীতভাবে গমনে জীবন রক্ষা হয়। যখন ঐ দুই বায়ু নাভিগ্রন্থি ভেদপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া গমন করে, তখন তাহারা এই দেহ পরিত্যাগ করে। মৃত্যুকালে ইহাকেই নাভিশ্বাস কহে। এই উভয় বায়ুর মধ্যবর্ত্তী নাভিমণ্ডলস্থিত বায়ুকে সমানবায়ু কহে।

আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, প্রধান বায়ু পাঁচটী এবং উপবায়ু পাঁচটী। শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া-বিশিষ্ট প্রাণবায়ুই তাহার মধ্যে প্রধান। স্থানভেদে এই প্রাণবায়ুরই দশবিধ নাম হইয়াছে। অনেকানেক তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দেহস্থ কুণ্ডলিনী নাম্নী শক্তিহইতে সেই প্রাণবায়ু সম্ভূত হইয়াছে। তন্ত্রকারেরা সেই কুণ্ডলীশক্তিকে বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ তড়িন্ময় পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করেন। সেই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া—এই তিন রূপে বিভক্ত হইয়া, কি বাহ্যেন্দ্রিয়ের কার্য্য, কি আন্তরিক যন্ত্রকার্য্য, দেহস্থ সমস্ত কার্য্যেরই প্রবর্ত্তিকা হইয়াছেন। অসংখ্য সূক্ষ্ম অথবা বায়ুবাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্না বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে জ্ঞানশক্তিবাহিনী, ইচ্ছাশক্তিবাহিনী এবং ক্রিয়াশক্তিবাহিনী, এই তিন নাড়ী প্রধান বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সেই সকল ধমনীপথে তড়িন্ময় সূক্ষ্মবায়ুসহকারে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি দেহে এবং দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রে সংযোজিতা হয়। পাশ্চাত্য তাড়িততত্ত্ববেত্তা ডাক্তার ডড্‌সাহেব স্বীয় তাড়িততত্ত্ব গ্রন্থে, শরীরে শোণিত সঞ্চালিত হওয়ার হেতু সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে, মেরুদণ্ড হইতে হৃদয়ের উপরিভাগপর্য্যন্ত যে একটী শিরা সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা ছেদনমাত্রই রক্তের সঞ্চালন এককালে রহিত হয়। ইহা তেই তিনি অনুমান করেন যে, ঐ ধমনীদ্বারাই হৃদয়ে রক্তসঞ্চালিনী শক্তি সংযোজিত হয়। শরীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কুম্ব সাহেব বলেন যে, মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বে জ্ঞানশক্তিবাহিনী ও ক্রিয়াশক্তিবাহিনী যে শিরা আছে, তিনি সেই শিরা ছেদনপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, সেই মেরুদণ্ডাশ্রিত সকল ধমনীর মধ্যগতা যে সকল বায়বী শক্তি আছে ও তাহার শ্বাস প্রশ্বাস আদি যে সকল বাহ্যক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাই আর্য্যগণেরদ্বারা দেহস্থ মূল বায়ু বলিয়া বর্ণিত হই-য়াছে। নিদানস্থানে ইহার আরও বিশেষরূপ মীমাংসা পাওয়া যায়।

লনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকৃতোজ্ঞেয়ো
জহাতি মৃতে ক্বাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ।
মন্তে জীবরূপিণঃ ॥ ৩৪ ॥

চক্ষু উন্মীলনে কূর্ম্ম, ক্ষুৎকারে (হাঁচি) কৃকর,
বেদত্ত এবং সমস্ত শরীরে ধনঞ্জয়—এই পাঁচটী
ত করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও
হ পরিত্যাগ করে না। জীবীদিগের জীবন-
ত নাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

ারং লক্ষয়েৎদেহমধ্যতঃ।
সুম্নাভির্নাড়ীভিস্তিস্রভির্ব্বুধঃ ॥ ৩৫ ॥

ম্না এই তিনটী নাড়ীদ্বারা স্বরতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত
প বায়ুসঞ্চার অনুভব করেন ॥ ৩৫ ॥

বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা দক্ষিণে স্মৃতা।
ড়া বামা ততোব্যস্তা চ পিঙ্গলা ॥ ৩৬ ॥

ক ও পিঙ্গলানাড়ী দক্ষিণদিকে অবস্থিত থাকে ॥৩৬॥

স্থিতশ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াঞ্চ ভাস্করঃ।
রূপেণ শম্ভুর্হংসস্বরূপকঃ ॥ ৩৭ ॥

ইড়া নাড়ীতে চন্দ্র এবং দক্ষিণনাসারন্ধ্রস্থিতা
অবস্থিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী সুষুম্নানাড়ী
মধ্যভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে। শম্ভু (শিব)

নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।
শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

হংকার ও শ্বাসগ্রহণসময়ে সকার উচ্চারিত হয়।
রূপী ॥ ৩৮ ॥

স্থিতশ্চন্দ্রো বামনাড়ীপ্রবাহকঃ।
প্রবাহশ্চ শম্ভুরূপী দিবাকরঃ ॥ ৩৯ ॥

অবস্থিত হইয়া বাম (ইড়া) নাড়ীতে প্রবাহিত হই-
রূপে দক্ষিণ (পিঙ্গলা) নাড়ীতে বহিতেছে ॥ ৩৯ ॥

সকারসংস্থে তু যদ্দানং দীয়তে বুধৈঃ।
জীবলোকেঽস্মিন্ কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

শ্বাসে, অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণ সময়ে, যাহা দান করা যায়,
তাহার ফল কোটিকোটি গুণ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

লক্ষয়েদ্ যোগী চৈকচিত্তঃ সমাহিতঃ।
ব বিজানীয়াম্মার্গং তচ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৪১ ॥

যোগী ব্যক্তি সন্নিবিষ্টচিত্ত ও সমাধিযুক্ত হইয়া চন্দ্র ও
ৎ ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ীর বহনকাল, লক্ষ করিয়া সমুদয়
বে ॥ ৪১ ॥

স্থিরে জীবে অস্থিরেণ কদাচন।
র্জবেত্তস্য মহালাভোজয়স্তথা ॥ ৪২ ॥

(শ্বাসবায়ু) স্থির থাকিবে, অর্থাৎ কুম্ভক করিবার
সময়ে শ্বাস প্রবাহিত না হইয়া বদ্ধ থাকিবে, তখন পঞ্চতত্ত্ব চিন্তা করিবে। আর যখন জীব অস্থির থাকিবে, অর্থাৎ শ্বাসবায়ু রেচক ও পূরক করিবার সময়ে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন পঞ্চতত্ত্বের ধ্যান করিবে না। তত্ত্ববিজ্ঞানদ্বারা তাহার ইষ্টসিদ্ধি মহালাভ ও জয় হইবে ॥ ৪২ ॥

চন্দ্রসূর্য্যৌ যদাভ্যাসৌ যে কুর্ব্বন্তি সদা নরাঃ।
অতীতানাগতজ্ঞানং তেষাং হস্তগতং সদা ॥ ৪৩ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চন্দ্র সূর্য্য অভ্যাস করে, তাহার ভূত ও ভবিষ্যদ্ জ্ঞান করতলপ্রাপ্ত থাকে ॥ ৪৩ ॥

বামে চামৃতরূপস্থা জগদাপ্যায়িনী পরা। দক্ষিণা চরমে ভাগে জগদুৎপাদয়েৎ সদা। মধ্যমা ভবতি ক্রূরা দুষ্টেং সর্ব্বত্র কর্ম্মসু ॥ ৪৪ ॥

বামনাসাপুটস্থিতা ইড়ানাড়ী শ্রেষ্ঠা, সুধারূপিণী ও জগতের তৃপ্তিদায়িনী, অর্থাৎ ইহাদ্বারা যাবতীয় শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণনাসাবাহিনী পিঙ্গলানাড়ী জগতের উৎপত্তিকারিণী। ইহার ফলও শুভ এবং ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী মধ্যমা সুষুম্না নাড়ী নিষ্ঠুরা ও সর্ব্বকর্ম্মে বিঘ্নকারিণী, অর্থাৎ ইহার দ্বারা সমস্ত অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বত্র শুভকার্য্যেষু বামা ভবতি রুষ্টিদা। নির্গমে চ শুভা বামা প্রবেশে দক্ষিণা শুভা। শুভকার্য্যে শুভা বামা দক্ষিণা ক্রূরকর্ম্মসু ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্বত্র সকল শুভকার্য্যে ইড়া নাড়ী শুভফল প্রদান করে। শ্বাসপতনসময়ে ইড়া নাড়ী প্রশস্তা ও স্বরবহনসময়ে শুভকার্য্য করিবে এবং পিঙ্গলাবহনকালে ক্রূরকর্ম্ম করিবে ॥ ৪৫ ॥

চন্দ্রঃ সমস্ত বিজ্ঞেয়ো রবিস্তু বিষমঃ সদা। চন্দ্রঃ স্ত্রী পুরুষঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রোগৌরোরবিঃ সিতঃ। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ তিস্রোনাড্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, সংজ্ঞা—সম এবং পিঙ্গলানাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য, সংজ্ঞা—বিষম। চন্দ্রনাড়ী স্ত্রী ও সূর্য্যনাড়ী পুরুষ। চন্দ্র গৌরবর্ণ ও সূর্য্য শুক্লবর্ণ। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ীর বিষয় কথিত হইল ॥ ৪৬ ॥

ইড়ায়াশ্চ প্রবাহেণ সৌম্যকর্ম্মাণি কারয়েৎ। পিঙ্গলায়াঃ প্রবাহেণ রৌদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ। সুষুম্নায়াঃ প্রবাহেণ সিদ্ধিমুক্তিফলানি চ ॥ ৪৭ ॥

ইড়াতে শ্বাসবহনকালে শুভকর্ম্ম, পিঙ্গলানাড়ীতে স্বরবহন সময়ে ক্রূরকার্য্য এবং সুষুম্নাতে যখন শ্বাস গমনাগমন হইবে, তখন সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদ কর্ম্মসকল করিবে ॥ ৪৭ ॥

আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতেতরে।
প্রতিপত্তোদিনান্যাহুঃ ত্রীণি ত্রীণি ক্রমোদয়ে ॥ ৪৮

শুক্লপক্ষে চন্দ্রনাড়ী, অর্থাৎ বামনাসিকাশ্বাস ও কৃষ্ণপক্ষে
অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকাশ্বাস প্রতিপৎ অবধি তিনতিন দি
ক্রমে উদিত হয় ॥ ৪৮ ॥

সার্দ্ধদ্বিঘটিকা জ্ঞেয়া শুক্লে কৃষ্ণে শশী

দিনেনৈব যথাষষ্টিঘটিক্রমাৎ। বহেত্তাবদ্ঘটীমধ্যে পঞ্চতত্ত্বানি নির্দ্দিশেৎ॥ ৪৯॥

সমস্ত অহোরাত্রে ৬০ দণ্ডে শুক্লপক্ষে চন্দ্র ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যনাড়ী আড়াই দণ্ড করিয়া ক্রমে উদিত হয়। এইরূপ জল, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী ও আকাশ এই পাঁচ তত্ত্ব সমস্ত দিবারাত্রে ষষ্টিদণ্ডমধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ডে এক এক নাসিকায় উদিত হয়॥ ৪৯॥

স্পষ্টার্থ ;—মানবদেহে যতপ্রকার নাড়ী আছে, তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা এবংস্থুষুম্না এই তিনটী নাড়ীই প্রধান। মেরুদণ্ডের বাহ্যপ্রদেশের বামদিকে ইড়ানাড়ী স্থিত হয়, দক্ষিণপ্রদেশে পিঙ্গলানাড়ী এবং মধ্যদেশে মেরু-মধ্য-ভাগে স্থুষুম্না নাড়ীস্থিত। চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু এই তিন তিনেতে অবস্থিত এবং সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন স্থিত, আর রাত্রি ও দিবা কাল স্থিত হয়। ইড়া, পিঙ্গলা ও স্থুষুম্না নাড়ীর দ্বারায় শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। তৎপ্রমাণ মনুষ্যের বগলদেশ কোন বস্তুর দ্বারায় কিঞ্চিৎকাল চাপিয়া রাখিলে শ্বাস বন্ধ হইবেক, অর্থাৎ যে বগলের নাড়ী চাপিয়া রাখিবে সেই দিকের নাসিকার শ্বাস বন্ধ হইবেক। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ কিম্বা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে দক্ষিণ কিম্বা বাম নাসিকার শ্বাস বন্ধ হয়। নব্য-সম্প্রদায়িসমূহে জানেন যে, শ্বাসপ্রশ্বাস অহরহ উভয় নাসিকায় সমান-রূপে বহন হয়, কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। ঐ শ্বাসপ্রশ্বাস, জোয়ার ভাটার ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যের ও অন্যান্য গ্রহাদির আকর্ষণে এবং তিথি অনু-সারে যথানিয়মে ইড়া, পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম কিম্বা দক্ষিণ নাসিকাপুটমধ্যে প্রথমতঃ সূর্য্য উদয়কালে উদয় হইয়া এক এক নাসিকায় আড়াইদণ্ড কাল, অর্থাৎ এক ঘণ্টা করিয়া স্থিতি হইয়া, উভয় নাসিকায় ২৪ চব্বিশ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ঐ আড়াই দণ্ডকাল যখন কোন নাসিকার মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাস বহন হয়, তৎকালে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। যথা—পৃথ্বীতত্ত্ব উদয় হইয়া ৫০ পল ইংরাজি ২০ মিনিট কাল অবস্থিতি করেন, ঐরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল ইংরাজি ১৬ মিনিট, অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল ইংরাজি ১২ মিনিট, বায়ুতত্ত্ব ২০ পল ইংরাজি ৮ মিনিট, আকাশতত্ত্ব ১০ পল ইংরাজি ৪ মিনিট, উদয় হইয়া স্থিতি থাকে। এখন শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষভেদে কোন কোন তিথিতে কোন নাসিকার শ্বাস সূর্য্য উদয়ের সহিত সর্ব্বাগ্রে উদয় হয় এবং পঞ্চতত্ত্বের লক্ষণ কি তাহা লিখিত হইতেছে। শুক্লপক্ষে প্রতিপদাদি তিনদিন করিয়া অগ্রে ইড়া নাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকাপুটে আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদাদি তিনদিন করিয়া, অগ্রে দক্ষিণনাসিকাপুটে সূর্য্য উদয়কালে শ্বাসবহন আরম্ভ হইয়া এক এক নাসিকায় এক এক ঘণ্টা স্থিত হইয়া ক্রমে দিবারাত্রি মধ্যে ২৪ বার সংক্রমণ হয়। শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, শুক্লসপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও শুক্লত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে আর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও কৃষ্ণদশমী, একাদশী এবং দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্য উদয়কালে
ম বামনাসিকাপুটে বায়ু বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টাকাল
কে। ঐরূপ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও কৃষ্ণসপ্তমী
ী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং শুক্লপক্ষের চতুর্থী,
ী, একাদশী এবং দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্য উদয়কালে প্রথ-
শ্বাসবহন আরম্ভ হইয়া এক এক ঘণ্টা ক্রমে ২।৩০
য় ১২ বার হিসাবে উভয় নাসিকায় ২৪ বার
সংক্রমণ হইয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রমে বিপ
অশুভ ঘটনা হয়। যখন এক নাসাপুটে বায়ু
পুটে শ্বাস বন্ধ কিম্বা কম তেজ থাকে এবং য
অন্য নাসিকায় শ্বাস প্রবেশ করে, তখন ক্ষণেক
কায় বহন হয়, অথবা উভয় নাসিকা সমানরূপে
নাম্নী নাড়ীর উদয় বলে। কিন্তু সরদি কফরো
সের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত তিথি অনুসারে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে
নাসিকাতে প্রথমত শ্বাস বহিতে আরম্ভ হই
থাকিয়া তৎপর ক্রমিক ২।৩০ আড়াইদণ্ডকাল ক
যে নাসিকার পর যে নাসিকাপুটে শ্বাসের উদয়
তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে।

শুক্লপক্ষে সূর্য্যোদয় হইতে ২ দণ্ড ৩০ পল প
বহে, ঐ ২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত দ
হইতে ৭ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায় ৭
দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ১০ দণ্ড হইতে ১২ দণ্ড
নাসিকায় ১২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত
দণ্ড হইতে ১৭ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়,
২০ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ২০ দণ্ড হইতে ২২
বামনাসিকায়, ২২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ২৫ দণ্ড প
২৫ দণ্ড হইতে ২৭ দণ্ড পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ২৭ দ
দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৩০ দণ্ড হইতে ৩২ দ
বামনাসিকায়, ৩২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৩৭ দণ্ড পর্য্য
৩৫ দণ্ড হইতে ৩৭ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়
হইতে ৪০ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৪০ দণ্ড হইতে
পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ৪২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৪৫
নাসিকায়, ৪৫ দণ্ড হইতে ৪৭ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বাম
৩০ পল হইতে ৫০ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৫০ দ
৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ৫২ দণ্ড ৩০ পল হই
দক্ষিণনাসিকায়, ৫৫ দণ্ড হইতে ৫৭ দণ্ড ৩০ পল প
এবং ৫৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৬০ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষি
বহিয়া থাকে।

উপরি উক্ত চক্রদ্বারাই কৃষ্ণপক্ষের তালিকার কার্য্য
কেবল বামনাসিকার স্থলে দক্ষিণনাসিকা এবং দক্ষি
বামনাসিকা গ্রহণ করিয়া শ্বাসের উদয়কাল জানিতে
পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমতে তিথি অনুসারে কৃষ্ণপক্ষে
দক্ষিণনাসিকা পুটে শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড
অবস্থিত থাকিবে তৎপরে বামনাসিকার শ্বাসের উদয় হ
পর পর ২ দণ্ড ৩০ পল করিয়া দক্ষিণ বামভেদে এক
শ্বাসের পরিবর্ত্তন হইবে।

যদি দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টামধ্যে কত ঘণ্টা কত মি
কৃষ্ণপক্ষভেদে কোন নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইবে

মানস হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে গণনা করিয়া সমস্ত দিবারাত্রির তালিকা করিয়া রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ সাধারণ পঞ্জিকাদৃষ্টে দেখিতে হইবে যে, কোন্ দিবসে কত ঘণ্টা কত মিনিটে সূর্য্যোদয় হয়, তৎপরে তাহার সহিত এক এক ঘণ্টা করিয়া ক্রমে ২৪ ঘণ্টাপর্য্যন্ত যোগ দিলে ২৪ ঘণ্টার একটি তালিকা প্রস্তুত হইবে। পরে সেই দিবস কোন্ পক্ষের কোন্ তিথি তাহা জানিয়া কোন্ নাসাপুটে অগ্রে সূর্য্যোদয়কালে শ্বাস প্রবাহিত হইবে, তাহা স্থির করিয়া বিষম সমমতে গণনা করিয়া ঐ তালিকায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন্ ঘণ্টায় কোন্ নাসিকায় বহিবে, তাহা লিখিয়া রাখিবে, ইহাদ্বারা ঐ শ্বাসের ব্যতিক্রম হয় কি না তাহা জানিতে পারিবে। কারণ শ্বাসের বিপর্য্যয় হইলে শারীরিক ও বৈষয়িক অশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই বিষয় যথাস্থানে সবিশেষ বিবৃত হইবে।

পঞ্চতত্ত্বের ৬০ ষষ্টিদণ্ডপর্য্যন্ত তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কেবল ২ দণ্ড ৩০ পলের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয়ের তালিকাদ্বারাই সময় নিরূপণ হইতে পারিবে।

প্রথম ৫০ পলপর্য্যন্ত পৃথ্বীতত্ত্ব, ঐ ৫০ পল হইতে ১ দণ্ড ৩০ পলপর্য্যন্ত জলতত্ত্ব ঐ ১ দণ্ড ৩০ পল হইতে ২ দণ্ডপর্য্যন্ত অগ্নিতত্ত্ব, ঐ ২ দণ্ডহইতে ২ দণ্ড ২০ পলপর্য্যন্ত আয়ুতত্ত্ব ২ দণ্ড ২০ পল হইতে ২ দণ্ড ৩০ পলপর্য্যন্ত আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে।

স্বরবিদ্ পণ্ডিতদিগের সময় নিরূপণার্থ ঘটী যন্ত্রের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা আপন আপন শ্বাসের উদয় ও তন্মধ্যে তত্ত্বের উদয় জানিয়াই দিবারাত্র ৬০ ষষ্টিদণ্ডমধ্যে কোন সময় কত দণ্ড, পল বা ঘণ্টা, মিনিট্ সমুদয় জানিতে পারেন এবং অপর কেহ সময় জিজ্ঞাসা করিলেও বলিয়া দিতে পারেন।

এইরূপে দিবারাত্রি ষষ্টিদণ্ডমধ্যে দক্ষিণনাসিকায় ১২ বার এবং বামনাসিকায় ১২ বার এই ২৪ বার শ্বাসের সংক্রমণ হয়। প্রতি নাসিকায় এক এক বারে এক এক ঘণ্টা করিয়া শ্বাস থাকে, এইরূপে দিবারাত্রি মধ্যে ২৪ ঘণ্টায় ২৪ বার শ্বাসের পরিবর্ত্তন হয়। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিবর্ত্তন দৃষ্টেই ঘটিকাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

আর ঘড়িযন্ত্রের ডাইলটি যে ১২ বারভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল তাহার কারণ বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, সূর্য্যোদয়কালে বাম কিম্বা দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হইয়া এক এক ঘণ্টাকাল করিয়া ১২ বার ঘণ্টা বার সংক্রমে অর্থাৎ বিষম সম ভেদে বাম ও দক্ষিণ করিয়া শেষ হইলে প্রথমতঃ সূর্য্যোদয়কালে যে নাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হইয়াছিল পুনরায় সেই নাসিকায় আরম্ভ হইয়া পূর্ব্ব প্রণালীমতে বিষম সম ভেদে শ্বাস বহন হইয়া শেষ হয়, এইজন্যই ঐ ১২ বার ভাগের দ্বারা ২৪ ভাগের কার্য্য হইয়া থাকে। আর ঐ এক এক ঘণ্টাকাল মধ্যে যে পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চ ভাগের উদয় হয় তাহা দৃষ্টে সূক্ষ্ম গণনার জন্য মিনিটাদির ভাগ করা হইয়াছিল। ফলতঃ পূর্ব্বকালে যে আমাদের দেশে ঘটিকাযন্ত্র ছিল তাহার একটি প্রমাণ ঘেরণ্ডসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করা হইল। যথা ঘেরণ্ড-সংহিতা,—"ঊর্দ্ধাধো ভ্রমতে যদ্বদ্ঘটীযন্ত্রং গবাং বশাৎ। তদ্বৎ কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমতে জন্মমৃত্যুভিঃ"॥ যেমন ঘটিকাযন্ত্র ঊর্দ্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হইতেছে, সেইরূপ জীববর্গ কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থানুগত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

প্রতিপত্তোদিনাজ্ঞাহু র্বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥৫০॥

এইরূপ প্রতিপদাদি তিথিতে বিপরীত হইলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ নিরূপিত সময়ে দক্ষিণনাসাপুট বহনসময়ে যদি বামনাসা বহন হয়, অথবা বামনাসা বহনকালে দক্ষিণনাসা বহন হয়, তাহা হইলে ফলের ব্যত্যয় হয় ॥ ৫০ ॥

অন্যমতে—কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে প্রভাতে দক্ষিণনাসা বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ১৫ পঞ্চদশদিনপর্য্যন্ত কোন পীড়া হয় না। যদি বামস্বর বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে শ্লেষ্মা জন্মিয়া পীড়া হইতে পারে। এইরূপ রোগোৎপত্তির নিবারণোপায়ও লিখিত হইল। যতদিন রোগ শান্তি না হইবে, ততদিনপর্য্যন্ত পুরাতন তুলাদ্বারা বামনাসাপুট বন্ধ রাখিবে। আর শুক্লপক্ষে প্রতিপদে বামস্বর বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পঞ্চদশদিন-পর্য্যন্ত কোন পীড়া জন্মিবে না। দক্ষিণনাসা বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে একপক্ষ শরীর উত্তপ্ত হইয়া রোগ হইবে। ইহার ও নিষ্কৃতির পন্থা এই—যে পর্য্যন্ত না আরোগ্যলাভ হইবে, সে পর্য্যন্ত ঐ নাসা পুরাতন তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে।

শুক্লপক্ষে বহেদ্বামা কৃষ্ণপক্ষে চ দক্ষিণা।
জানীয়াৎ প্রতিপৎ পূর্ব্বং যোগী তদ্গতমানসঃ ॥ ৫১ ॥

শুক্লপক্ষে বামনাড়ী ও কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণনাড়ী বহে। ইহা প্রতিপদাদি তিথির পূর্ব্বে যোগী ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া জানিবে ॥ ৫১ ॥

উদয়শ্চন্দ্রমার্গেণ সূর্য্যেণাস্তংগতোযদি।
দদাতি গুণসংঘাতং বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৫২ ॥

তিথি অনুসারে বামনাসাপুটে স্বরের উদয় ও দক্ষিণনাসাপুটে স্বরের অস্ত হইলে, বহুগুণবিশিষ্ট শুভফল লাভ হইয়া থাকে। ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল হয় ॥ ৫২ ॥

শশাঙ্কং চারয়েদ্রাত্রৌ দিবাচার্য্যোদিবাকরঃ।
ইত্যভ্যাসে রতোযোগী স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

রাত্রিতে ইড়ানাড়ীতে এবং দিবসে পিঙ্গলানাড়ীতে স্বরচালন করিবে। এই স্বরচালন অভ্যাসে যে ব্যক্তি পারগ, সেই ব্যক্তিই যোগী। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫৩ ॥

সূর্য্যেণ বধ্যতে সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রেণ বধ্যতে।
যোজানাতি ক্রিয়ামেতাং ত্রৈলোক্যং জয়তে ক্ষণাৎ ॥৫৪॥

দিবসে পিঙ্গলানাড়ী বন্ধ করিবে, অর্থাৎ বামনাসাচালন করিবে ও রাত্রিতে ইড়া নাড়ী বন্ধ করিবে, অর্থাৎ পিঙ্গলাতে স্বরচালন করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রক্রিয়া অবগত আছে, সে ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হয় ॥ ৫৪ ॥ *

* যিনি দিবাভাগে বামনাসিকায় এবং রাত্রিকালে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসবহন রাখেন, তাঁহার শরীরে কোন পীড়া জন্মে না এবং আলস্য থাকে না ও দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়। এইরূপে শ্বাসবহন হইলে, দ্বাদশ বৎসর অন্তে যদি তাঁহার দেহে সর্প কিম্বা বৃশ্চিক দংশন করে, তবে তাঁহার শরীরে বিষ প্রবেশ করিতে পারে না এবং ঐ ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়েন। দিবাভাগে দক্ষিণনাসাপুটে পুরাতন তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে

শুক্লশুক্রবুধেন্দূনাং বাসরে বামনাড়িকা।
সিদ্ধিদা সর্ব্বকার্য্যেষু শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ ॥ ৫৫ ॥

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে ইড়ানাড়ী সকল কর্ম্মে শুভফল প্রদান করে, অর্থাৎ বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে কোন কার্য্য করিলে তাহাতে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষেই ইহার অধিকতর সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥ *

অর্কাঙ্গারকসৌরীণাং বাসরে দক্ষনাড়িকা।
স্মর্ত্তব্যা চরকার্য্যেষু কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥ ৫৬ ॥

রবি, মঙ্গল ও শনিবারে পিঙ্গলানাড়ী সকল কার্য্যে সিদ্ধিদায়িনী হয়, অর্থাৎ দক্ষিণনাসায় স্বরবহনকালে যে সকল কার্য্য করা যায়, তাহাতে সিদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে, ইহাতে সমধিক ফললাভ হয় ॥ ৫৬ ॥

ক্রমাদেকৈকনাড্যান্তু তত্ত্বানাং পৃথগুদ্ভবঃ।
অহোরাত্রস্য মধ্যে তু জ্ঞেয়া দ্বাদশসংক্রমাঃ ॥ ৫৭ ॥

ক্রমে এক এক নাড়ীতে পাঁচটি তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ্রূপে উদিত হয় এবং দিনরাত্রে ৬০ ষষ্টি দণ্ডমধ্যে ১২ দ্বাদশবার সঞ্চার হয় ॥ ৫৭ ॥

বৃষকর্কটকন্যালিমৃগমীনে নিশাকরঃ। মেষসিংহে চ ধনুষি তুলায়াং মিথুনে ঘটে। উদয়োদক্ষিণে জ্ঞেয়ঃ শুভাশুভবিনির্ণয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন রাশিতে ইড়ানাড়ী এবং মেষ, সিংহ, ধনুঃ, তুলা, মিথুন ও কুম্ভরাশিতে পিঙ্গলানাড়ীর উদয় জানিয়া শুভ ও অশুভফল নির্ণীত হইবে ॥ ৫৮ ॥

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রঃ সূর্য্যোদক্ষিণপশ্চিমে। বামাচারপ্রবাহেণ ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব-উত্তরে। দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ যাম্যপশ্চিমে ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের অধিপতি চন্দ্র, অর্থাৎ ইড়ানাড়ী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের অধিপতি সূর্য্য, অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ী। অতএব বামনাসাপুটে যখন স্বর বহিতে থাকিবে, তখন পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে যাত্রা করিবে না। যখন দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসপ্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে যাইবে না ॥ ৫৯ ॥

পরিপন্থিভয়ং তস্য গতোঽসৌ ন নিবর্ত্ততে। তস্মাত্তত্র ন গন্তব্যং বুধৈঃ সর্ব্বহিতেপ্সুভিঃ। তদা তত্র তু সংঘাতমৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥

এই সকল দিকে শত্রুভয় হয়, যে ব্যক্তি এই সকল নিষিদ্ধদিকে গমন করে, সে আর প্রত্যাগত হয় না। এইনিমিত্ত মঙ্গলজনক কার্য্যের উদ্দেশে পণ্ডিতগণের এই সকল দিকে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। গমন করিলে নিশ্চতই ভয়ঙ্কর বিপদ হইবে ॥ ৬০ ॥

সূর্য্যোদয়ে যদা সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রোদয়ে যদা।
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি দিবারাত্রিগতান্যপি ॥ ৬১ ॥

বামস্বর বহিবার সময়ে বামস্বর এবং দক্ষিণস্বর বহিবার কালে দক্ষিণস্বর প্রবাহিত হইলে, দিবসে ও রাত্রিতে সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় ॥ ৬১ ॥

শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ায়ামর্কে বহতি চন্দ্রমাঃ।
দৃশ্যতে লাভদঃ পুংসাং সোমে সৌখ্যং প্রজায়তে ॥ ৬২ ॥

শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রবিবারে যদি ইড়ানাড়ী বহে, তাহা হইলে পুরুষের লাভ হইবে। ঐ শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবারে যদি ইড়ানাড়ী প্রবাহিত হয়, তবে সুখভোগ হইবে ॥ ৬২ ॥

চন্দ্রকালে যদা সূর্য্যঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ে ভবেৎ।
উদ্বেগঃ কলহোহানিঃ শুভং সর্ব্বং নিবারয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

বামনাসায় শ্বাস বহিবার কালে দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহিলে এবং দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহিবার কালে বামনাসায় বহিলে, উদ্বেগ, কলহ, হানি ও অমঙ্গল উপস্থিত হয় ॥ ৬৩ ॥

বিপরীতলক্ষণং।

যদা প্রত্যূষকালে তু বিপরীতোদয়োভবেৎ। চন্দ্রস্থানে বহত্যর্কো রবিস্থানে চ চন্দ্রমাঃ। প্রথমে মানসোদ্বেগং ধনহানিং দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে গমনং প্রোক্ত মিষ্টনাশং চতুর্থকে। পঞ্চমে রাজ্যবিধ্বংসং ষষ্ঠে সর্ব্বার্থনাশনং। সপ্তমে ব্যাধিদুঃখানি অষ্টমে মৃত্যুমাদিশেৎ ॥ ৬৪ ॥

প্রাতঃকালে যদি নাড়ীর বিপরীত উদয় হয়, অর্থাৎ বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে দক্ষিণনাসার স্বর বহে এবং দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুবহনকালে বামনাসাপুটে বায়ুবহন হয়, তাহা হইলে প্রথম সময়ে মানসিক উদ্বিগ্নতা, দ্বিতীয় সময়ে অর্থনাশ, তৃতীয় সময়ে গমন, চতুর্থ সময়ে অভিলষিতহানি, পঞ্চম সময়ে রাজ্যনাশ, ষষ্ঠ সময়ে সর্ব্বার্থহানি, সপ্তম সময়ে রোগ ও দুঃখ এবং অষ্টম সময়ে মৃত্যু হয় ॥ ৬৪ ॥

কালত্রয়ে দিনান্যষ্টৌ বিপরীতং যদা ভবেৎ।
তদা দুষ্টফলং প্রোক্তং কিঞ্চিন্ন্যূনে তু শোভনং ॥ ৬৫ ॥

এই অষ্ট কালের মধ্যে যদি তিনকালে বিপরীত উদয় হয়, অর্থাৎ যে কালে যে স্বরের উদয় নিরূপিত আছে, সেই কালে সেই স্বরের উদয় না হইয়া অন্য স্বরের উদয় হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিন্ন্যূনাতিরিক্ত মন্দ ফল হইবে ॥ ৬৫ ॥

প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নয়োশ্চন্দ্রঃ সায়ংকালে দিবাকরঃ।
তদা নিত্যং জয়ং লাভং বিপরীতন্তু দুঃখদং ॥ ৬৬ ॥

প্রভাত ও মধ্যাহ্নে বামনাসায় এবং সায়াহ্নে দক্ষিণ নাসায় স্বরবহন হইলে, নিত্য জয়লাভ হইবে এবং ইহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ প্রাতে ও দুই প্রহর বেলা দক্ষিণনাসা এবং সন্ধ্যাতে বামনাসা বহিলে, ইহার ফল দুঃখদায়ক হইবে ॥ ৬৬ ॥

কেবল বামনাসিকায় শ্বাসবহন হইবে, ঐরূপে রাত্রিকালে বামনাসাপুট পুরাতন্ তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসবহন হইবে। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করিলেই দিবাতে বামনাসায় ও রাত্রিতে দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহন অভ্যাস হয়, তখন আর তুলার আবশ্যক থাকে না।

* ডাকের বচন।
"সোম শুক্র বুধে বাম,
হেলায় লঙ্কা জেতে রাম"।

দক্ষিণে যদি বা বামে যত্র সংক্রমতে শিবঃ।
তৎপাদমগ্রতঃ কৃত্বা নিঃসরেৎ নিজমন্দিরাৎ ॥ ৬৭ ॥

যাত্রাকালে দক্ষিণনাসায় বায়ুবহন হইলে, দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়া[ই]য়া, অথবা বামনাসায় শ্বাসবহন হইলে, বামপদ অগ্রে বাড়াইয়া, স্বগৃহ [হই]তে বহির্গত হইবে ॥ ৬৭ ॥

চন্দ্রঃ সাম্পদকার্য্যাণি রবিস্তু বিষমঃ সদা।
পূর্ণপাদং পুরস্কৃত্য যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা ॥ ৬৮ ॥

সম্পৎকার্য্যাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে, বামনাসাপুটে যখন শ্বাস বহিতে থাকিবে এবং বিষম ক্রূরকর্ম্মাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে, দক্ষিণনাসাপুটে যে সময়ে শ্বাস বহিতে থাকিবে, তখন যাত্রা করিবে, তাহা হইলে সে যাত্রাতে কর্ম্মসিদ্ধি হইবে ॥ ৬৮ ॥

সপ্ত পাদাঃ শনিশুক্রে জ্ঞাতব্যাশ্চ বিচক্ষণৈঃ। চন্দ্রে রবৌ পদং রুদ্রং কুজে বুধে তথৈবচ। সার্দ্ধং সদা গুরৌ পাদং জ্ঞাতব্যঞ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৬৯ ॥

যাত্রাকালে বিচক্ষণ ব্যক্তি শনি ও শুক্রবারে সাতবার; রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবারে একাদশবার এবং বৃহস্পতিবারে সার্দ্ধবার মৃত্তিকাতে পদক্ষেপণ করিয়া বহির্গত হইবে, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ৬৯ ॥

যত্রাঙ্গে চরতে বায়ুস্তদঙ্গস্থ করস্তলং।
সুপ্তোত্থিতোমুখং স্পৃষ্ট্বা লভতে বাঞ্ছিতং ফলং ॥ ৭০ ॥

যে দিকের নাসিকায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের করতল মুখদেশে স্পর্শ করিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে, তাহা হইলে তাহার ইষ্টফল লাভ হইবে ॥ ৭০ ॥

লোকানাং শীঘ্রগন্তঞ্চ কুশলায়াঙ্গমিষ্যতে। পরদলে তথা প্রাপ্তে হানিশ্চ কলহাগমে। যদঙ্গে বহতে নাড়ী প্রাপ্তং গতিকরং নৃণাম্। চন্দ্রচারে চতুষ্পাদং পঞ্চপাদাশ্চ ভাস্করে। এবন্তু গমনং শ্রেষ্ঠং সাধয়েদ্ ভুবনত্রয়ং ॥ ন হানিঃ কলহোনৈব কণ্টকেনাপি ভিদ্যতে। নিবর্ত্ততে সুখেনৈব সর্ব্বাপদ্ভি র্বিবর্জ্জিতঃ ॥৭১—৭২॥

কোন স্থানে শীঘ্র গমন করিতে হইলে, শত্রুর সহিত বিবাদের জন্য যাইতে হইলে, অথবা হানির কারণ উপস্থিত হইলে, তখন যে নাসিকায় শ্বাসবহন হইবে, সেই অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া যাত্রাকালে ইড়ানাড়ী বহন সময়ে চারিবার এবং পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে পঞ্চবার মৃত্তিকাতে পাদবিক্ষেপপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইবে। এবম্বিধ গমনই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ত্রিভুবনজয়পর্য্যন্তও হইতে পারে এবং হানি বা কলহ কিছুই হইবে না; এমন কি একটি কণ্টকও ফুটিবে না, অর্থাৎ একটু সামান্য বিপদও ঘটিবে না। সকলপ্রকার বিপদবিহীন হইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইবে ॥ ৭১—৭২ ॥

গুরুবন্ধুনৃপামাত্যা অন্যেঽপীপ্সিতদায়িনঃ।
পূর্ণাঙ্গে খলু কর্ত্তব্যা কার্য্যসিদ্ধি র্মনীষিভিঃ ॥ ৭৩ ॥

গুরু, বন্ধু, রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য অভীষ্টার্থ্যক্ষম ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইলে, যে নাসিকায় স্বর বহন হইবে, সেই দিকের বিধানমতে অবস্থিত হইয়া কার্য্যাদি করিবে, এইরূপ করিলে সিদ্ধি হইবে ॥ ৭৩ ॥

আসনে শয়নে বাপি পূর্ণাঙ্গে বিনিবেশিতাঃ।
বশীভবন্তি কামিন্যো ন কর্ম্মনিয়মান্তরং ॥ ৭৪ ॥

উপবেশনে, শয়নে কিম্বা কামিনীজন বশীকরণে যে দিকের শ্বাস বহন হইবে, সেই দিকের বিধানমতে কার্য্য করিবে ॥ ৭৪ ॥

অরিচৌরাধমাদ্যাশ্চ অন্যে উৎপাতবিগ্রহাঃ।
কর্ত্তব্যাঃ খলু রিক্তাঙ্গে জয়লাভসুখার্থিভিঃ ॥ ৭৫ ॥

শত্রু, চৌর, অধম প্রভৃতি ও অপর উপদ্রব অর্থাৎ যুদ্ধ আদিতে জয় ও সুখলাভ করিতে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকরে, সে এই সকল কার্য্য যে নাসিকায় শ্বাস না বহিবে, সেই দিকের বিধানমতে করিবে ॥ ৭৫ ॥

দূরদেশে বিধাতব্যং গমনং তুহিনদ্যুতৌ।
অভ্যর্ণদেশে দীপ্তে তু তরণাবিতি কেচন ॥ ৭৬ ॥

কোনমতে—ইড়ানী অর্থাৎ বামনাসা বহিবার সময়ে দূরদেশে এবং পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসা বহিবার সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থানে যাত্রা করিবে ॥ ৭৬ ॥

যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং লাভাদিসমরাগমঃ।
তৎসর্ব্বং পূর্ণনাড়ীষু জায়তে নির্ব্বিকল্পকম্ ॥ ৭৭ ॥

লাভ ও সমরাগমনাদি সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই সকল পূর্ণনাড়ীতে করিবে ॥ ৭৭ ॥

শূন্যনাড্যাং রিপুং জেতু * যৎপূর্ব্বং প্রতিপাদিতং।
জায়তে নান্যথা চৈব যথা সর্ব্বজ্ঞভাষিতং ॥ ৭৮ ॥

শত্রুর পরাজয় প্রভৃতি কার্য্য পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শূন্য নাড়ীর বিধান মতে করিবে। কোন অন্যথা নাই। ইহা ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলিয়াছেন ॥ ৭৮ ॥

ব্যবহারে খলোচ্চাটদ্বেষিবিদ্যাদিবঞ্চকাঃ।
কুপিতস্বামিচৌরাদ্যাঃ পূর্ণস্থাঃ স্যুর্ভয়ঙ্করাঃ ॥ ৭৯ ॥

উচ্চাটনকারী, বিদ্বেষী, বিদ্যাদিবঞ্চক, খল, কুপিত, স্বামী, চৌর প্রভৃতির সহিত ব্যবহার পূর্ণনাড়ীতে করিবে না, তাহাতে বিপরীত ফল হইবে ॥ ৭৯ ॥

দূরাধ্বনি শুভশ্চন্দ্রো নির্ব্বিঘ্ন ইষ্টসিদ্ধিদঃ।
প্রবেশঃ কার্য্যহেতুঃ স্যাৎ সূর্য্যঃ শীঘ্রং প্রশস্যতে ॥ ৮০ ॥

ইড়া অর্থাৎ বামনাসায় স্বরবহনকালে দূরপথে গমন করিবে, তাহা হইলে শুভ, নির্ব্বিঘ্নতা ও ইষ্টসিদ্ধি হইবে। পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসায় শ্বাস প্রবেশসময়ে কোন কার্য্য করিলে তাহা শীঘ্র সফল হইবে ॥ ৮০ ॥

অগ্রতোবামিকা শ্রেষ্ঠা পৃষ্ঠতোদক্ষিণা শুভা।
বামে চ বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা স্মৃতা ॥ ৮১ ॥

বামনাসাপুটে বায়ু বহিবার সময়ে সম্মুখে থাকিয়া প্রশ্ন করিলে ও

* "রিপুং জেতু" ইত্যত্র "বিপর্য্যয়" মিতি চ পাঠঃ।

দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহিবার কালে পশ্চাৎ হইতে প্রশ্ন করিলে, শুভ বুঝাইবে। বামনাসা বহন সময়ে বামদিকে থাকিয়া এবং দক্ষিণনাসা বহনকালে দক্ষিণদিকে থাকিয়া প্রশ্ন করিলেও শুভ বুঝাইবে ॥ ৮১ ॥

চন্দ্রচারে বিষং হন্তি সূর্য্যো বালা বশং নয়েৎ ।
সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষ একোবায়ুস্ত্রিধা স্মৃতঃ ॥ ৮২ ॥

বামনাসাবহনকালে সর্পাদি বিষনাশ করিবে, দক্ষিণনাসাবহনকালে বালিকা বশ করিবে ও সুষুম্না বহনকালে যোগাদি মুক্তিলাভের কার্য্য করিবে। একই বায়ু ত্রিবিধপথে থাকিয়া তিন প্রকার ফল দিয়া থাকে ॥ ৮২ ॥

অযোগ্যে যোগ্যতা নাড়ী যোগ্যস্থানেঽপ্যযোগ্যতা। কার্য্যানুবন্ধতো জীবঃ কথমূর্দ্ধং সমাচরেৎ। শুভাশুভানি কার্য্যাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং সদা। তদা কার্য্যানুবন্ধেন কার্য্যং নাড়ীপ্রচালনং ॥ ৮৩ ॥

শুভ ও অশুভ কার্য্যের অনুরোধে দিবরাত্রি এইরূপে নাড়ী চালনপূর্ব্বক জীবকে যোগ্যস্থান হইতে অযোগ্য স্থানে এবং অযোগ্য স্থান হইতে যোগ্যস্থানে চালন করিবে, অর্থাৎ বামনাসাপুটে যে স্বর বহিতেছে, তাহাকে দক্ষিণনাসাপুটে চালন করিবে ও দক্ষিণনাসাবাহী বায়ুকে বামনাসায় চালন করিবে ॥ ৮৩ ॥

ইতি নাড়ীচালনকারণম্ ॥

অথ ইড়া।

স্থিরকর্ম্মণ্যলঙ্কারে দূরাধ্বগমনে তথা। আশ্রমে হর্ম্ম্যপ্রাসাদে বস্তুনাং সংগ্রহেঽপি চ। বাপীকূপতড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাস্তম্ভদেবয়োঃ। যাত্রাদানে বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণে। শান্তিকং পৌষ্টিকং চৈব দিব্যৌষধিরসায়নে। স্বামিদর্শনমৈত্রে চ বাণিজ্যে ধনসংগ্রহে। গৃহপ্রবেশে সেবায়াং কৃষ্যাং বীজাদিবাপনে। শুভকর্ম্মণি সন্ধৌ চ নির্গমে চ শুভঃ শশী ॥ ৮৪ ॥

বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে যে যে কার্য্য করিতে হইবে এবং করিলে ফলপ্রাপ্তি হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।—স্থিরকার্য্যকরণ, অলঙ্কারধারণ, দূরপথগমন, আশ্রমে প্রবেশ, অট্টালিকা নির্ম্মাণ, রাজমন্দির নির্ম্মাণ, দ্রব্য-সংগ্রহকরা, কূপদীর্ঘিকাদি বৃহৎজলাশয়, দেবস্তম্ভাদির প্রতিষ্ঠা করা, যাত্রা, দানকরা, বিবাহকরা, বস্ত্রপরিধান, ভূষণধারণ, শান্তি ও পুষ্টিজনক কার্য্য, মহৌষধিসেবন, রসায়নকরণ, স্বামিদর্শন, বন্ধুত্বকরণ, বাণিজ্যকরণ, অর্থসংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, সেবাকার্য্য, কৃষিকর্ম্ম বীজাদিবপন, শুভকর্ম্ম, সন্ধিস্থাপন ও বহির্গমন—এই সকল কার্য্য বামনাসাবহনকালে করিবে, করিলে শুভফল হইবে ॥ ৮৪ ॥

ইতি কর্ম্মবিশেষে কর্ম্মনাড়ীফলম্।

বিদ্যারম্ভাদিকার্য্যেষু বান্ধবানাঞ্চ দর্শনে। জলমোক্ষেষু ধর্ম্মেষু দীক্ষায়াং মন্ত্রসাধনে। কালবিজ্ঞানসূত্রেণ চতুষ্পাদগৃহাগমে। কালব্যাধিচিকিৎসায়াং স্বামিসম্বোধনে তথা। গজাশ্বারোহণে ধন্বী গজাশ্বানাঞ্চ বন্ধনে। পরোপকরণে চৈব নিধীনাং স্থাপনে তথা। গীতবাদ্যেঽপি নৃত্যে চ গীতশাস্ত্রবিচারণে। পুরগ্রামপ্রবেশে চ তিলকে সূত্রধারণে। পুত্রশোকে বিষাদে চ জ্বরিতে মূর্চ্ছিতেঽপি বা। স্বজনস্বামিসম্বন্ধে ধান্যাদিদারুসংগ্রহে। স্ত্রীণাং দন্তাদিভূষায়াং কৃষেরাগমনে তথা। গুরুপূজাবিষাদীনাং চালনঞ্চ বরাননে। ইড়ায়াং সিদ্ধিদং প্রোক্তং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্ম চ॥ তত্রাপি বর্জ্জয়েদ্বায়ুং তেজ-আকাশমেব চ। সর্ব্বকার্য্যাণি সিধ্যন্তি দিবারাত্রিগতান্যপি। সর্ব্বেষু শুভকার্য্যেষু চন্দ্রচারঃ প্রশস্যতে ॥৮৫—৮৬॥

বিদ্যারম্ভ প্রভৃতি কার্য্য, বন্ধুসন্দর্শন, জলদানাদি ধর্ম্মকার্য্য, দীক্ষা কার্য্য, মন্ত্রসিদ্ধি, চতুষ্পদ জন্তুদিগের গৃহে আনয়ন, রোগের চিকিৎসা, প্রভুসম্বোধন, ধনুর্দ্ধর যোদ্ধার গজ ও অশ্বে আরোহণ, হস্তীঘোটকাদির বন্ধন, পরোপকার করা, ধনরত্নাদিসঞ্চয়, গীতবাদ্য ও নৃত্যকরণ, গীতশাস্ত্রের বিচার, নগর ও গ্রামে প্রবেশ, তিলক ও উপবীত ধারণ, পুত্রশোকাদির জন্য রোদন করা, বিষাদপ্রকাশকরণ, জ্বরগ্রস্ত ও মূর্চ্ছিতহওন, সুহৃদ্ ও স্বামির সহিত সম্বন্ধ করা, ধান্য কাষ্ঠ ইত্যাদির সঞ্চয়, স্ত্রীলোকের ভূষাকরণ, কৃষিদ্রব্যাদি আনয়ন, গুরুপূজাকরণ, বিষাদিচালন এবং যোগ অভ্যাসাদি কর্ম্ম বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে করিবে, এইরূপ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কিন্তু ইড়ানাড়ীতে অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ত্বের উদয় সময়ে এই সকল কার্য্য করিবে না। এই তিন তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল ও পৃথিবীতত্ত্বের উদয়কালে এই সকল কার্য্য করিলেই শুভ হইবে। ইহার দিবস ও রাত্রিকালের প্রভেদ নাই। ফলতঃ ইড়ানাড়ী বহনকালে সকলপ্রকার শুভকার্য্য করাই প্রশস্ত ॥ ৮৫—৮৬ ॥

অথ পিঙ্গলা।

কঠিনক্রূরবিদ্যানাং পঠনে পাঠনে তথা। স্ত্রীসঙ্গে বেশ্যাগমনে মহানৌকাধিরোহণে। নষ্টকার্য্যে সুরাপানে বীরমন্ত্রাদ্যুপাসনে। বহ্বলধ্বংসদেশাদৌ বিষদানাদিবৈরিণি। শাস্ত্রাভ্যাসে চ গমনে মৃগয়াপশুবিক্রয়ে। ইষ্টকাকাষ্ঠপাষাণরত্নঘর্ষণদারণে। গীতাভ্যাসে যন্ত্রতন্ত্রে দুর্গপর্ব্বতরোহণে। দ্যূতে চৌর্য্যে গজাশ্বাদিরথবাহনসাধনে। ব্যায়ামে মারণোচ্চাটে ষট্কর্ম্মাদিকসাধনে। যক্ষিণীযক্ষবেতালবিষভূতাদিসংগ্রহে। খরোষ্ট্রমহিষাদীনাং গজস্বারোহণে তথা। নদীজলৌঘতরণে ভেষজে লিপিলেখনে। মারণে মোহনে স্তম্ভে বিদ্বেষোচ্চাটনে বশে। প্রেরণে কর্ষণে ক্ষোভে দানে চ ক্রয়বিক্রয়ে। খড়্গহস্তে বৈরিযুদ্ধে ভোগে বা রাজদর্শনে। ভোজ্যে স্নানে ব্যবহারে ক্রূরে দীপ্তে রবিঃ শুভঃ ॥ ৮৭ ॥

দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে যে যে কার্য্য করিতে হইবে এবং করিলে ফলপ্রাপ্তি হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।—কঠিন ও ক্রূরবিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকরণ, স্ত্রীসহবাস, বেশ্যাগমন, বৃহন্নৌকায়

আরোহণ, বিনাশকার্য্য, মদ্যপান, বীরাচারে মন্ত্রাদিদ্বারা উপাসনাকরণ, দেশাদির ধ্বংস, শত্রুকে বিষপ্রদান, শাস্ত্র অভ্যাসকরণ, পশুবিক্রয়করণ, ইষ্টককাষ্ঠপ্রস্তররত্নপ্রভৃতির ঘর্ষণ ও বিদারণ, গীতাভ্যাস, যন্ত্রতন্ত্রকরণ, দুর্গ ও পর্ব্বতে আরোহণ, দ্যূতক্রীড়া করা, চুরীকরা, হস্তী ঘোড়া-রথ-আদি যানে আরোহণ অভ্যাস করা, ব্যায়ামচর্চ্চা করা, মারণ-উচ্চাটন-স্তম্ভন-আদি ষট্ কর্ম্ম করা, যক্ষিণী-বেতাল-ভূত-প্রভৃতি সিদ্ধিকরণ, গর্দ্দভ উষ্ট্র-মহিষ-হস্তি-প্রভৃতিতে আরোহণ, নদীপারহওন, ঔষধ সেবন লিপিলেখন, মারণ-মোহন-স্তম্ভন-বিদ্বেষণ-উচ্চাটন-বশীকরণ-প্রেরণ-আকর্ষণ-ও ক্ষোভণ কার্য্য, দানকরা, ক্রয়বিক্রয় করা, খড়্গহস্তে শত্রুর সহিত যুদ্ধ কার্য্য, ভোগকরা, রাজদর্শন, [illegible]নকরা, ভোজন এবং ক্রূরাদি কার্য্য দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসবহনক[illegible] [illegible] করিবে, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ৮৭ ॥

ভুক্তমাত্রেণ মন্দাগ্নৌ স্ত্রীণাং বশ্যাদিকর্ম্মণি। শয়নং সূর্য্যবাহেন কর্ত্তব্যন্তু সদা বুধৈঃ। ক্রূরাণি যানি কর্ম্মাণি চারাণি বিবিধানি চ। তানি সিধ্যন্তি সূর্য্যেণ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮৮ ॥

ভোজনমাত্রে যে মন্দাগ্নি হয় তাহা নিবারণ, স্ত্রীবশ্যাদি কর্ম্ম ও শয়ন এই সকল পিঙ্গলানাড়ী বহন সময়ে করিবে। অন্যান্য যে সকল বহুবিধ ক্রূরকার্য্য আছে, সেই সকল এই দক্ষিণনাসায় স্বর বহন কালে করিলে সুসিদ্ধ হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৮৮ ॥

ইতি কর্ম্মবিশেষে পিঙ্গলাকথন্ ॥

অথ সুষুম্না।

ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ। সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরা স্মৃতা ॥ তস্যাং নাড্যাং স্থিতোবহ্নি র্জ্বলন্তং কালরূপিণং। বিষুবন্তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বকার্য্য-বিনাশনং ॥ ৮৯—৯০ ॥

সুষুম্নানাড়ীর উদয়কালে ক্ষণে বামনাসায় ক্ষণে দক্ষিণনাসায় স্বর বহিতে থাকিবে, এই সময় যে যে কার্য্য করিবে, তাহা বিনষ্ট হইবে, যেহেতু এই নাড়ীতে জ্বলন্ত অগ্নি কালরূপে অবস্থিতি করিতেছে। এই সুষুম্নানাড়ীর উদয়ে সকল কার্য্যের হানি হয় ॥ ৮৯—৯০ ॥

যদানুক্রমমুল্লঙ্ঘ্য যস্য নাড়ীদ্বয়ং বহেৎ।
তদা তস্য বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং ॥ ৯১ ॥

যখন শ্বাসের ব্যতিক্রমে যাহার ইড়া ও পিঙ্গলা দুই নাড়ীই প্রবাহিত হয়, তখন তাহার অমঙ্গল ঘটনা উপস্থিত জানিবে ॥ ৯১ ॥

ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে বিষমং ভাবমাদিশেৎ।
বিপরীতফলং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে ॥ ৯২ ॥

ক্ষণে বামনাসায় ও ক্ষণে দক্ষিণনাসায় স্বর বহিলে বিষমভাব ঘটিবে। ইহাতে বিপরীত ফল হয় ॥ ৯২ ॥

উভয়োরেব সঞ্চারে বিষুবন্তং সমাদিশেৎ।
ন কুর্য্যাৎ ক্রূরসৌম্যানি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥৯৩॥

উভয় নাসিকার শ্বাস বহনকে বিষুব যোগ কহে। এই কালে ক্রূর বা সৌম্য কোন কার্য্য করিবে না, করিলে সকলই নিষ্ফল হইবে ॥ ৯৩ ॥

জীবিতে মরণে প্রশ্নে লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
বিষুবে বৈপরীত্যং স্যাৎ সংস্মরেৎ জগদীশ্বরং ॥ ৯৪ ॥

বিষুবযোগে অর্থাৎ উভয় নাসিকার স্বরবহন সময়ে জীবন ও মৃত্যু, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয় প্রশ্ন হইলে, তাহার বিপরীত ফল হইবে। এই সময়ে কেবল পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবে ॥ ৯৪ ॥

ঈশ্বরস্মরণং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্মসু।
অন্যৎ তত্র ন কর্ত্তব্যং জয়লাভসুখার্থিভিঃ ॥ ৯৫ ॥

যে ব্যক্তি জয়লাভ ও সুখকামনা করে, সে ব্যক্তি এই সময়ে অন্য কোন কার্য্য করিবে না। কেবল যোগাভ্যাসাদি কর্ম্মে ঈশ্বর স্মরণ করাই কর্ত্তব্য ॥ ৯৫ ॥

সূর্য্যেণ বহমানায়াং সুষুম্নায়াং মুহুর্ম্মুহুঃ।
শাপং দদ্যাদ্ বরং দদ্যাৎ সর্ব্বথা চ তদন্যথা ॥ ৯৬ ॥

পিঙ্গলানাড়ীতে সুষুম্না নাড়ীর বহন সময়ে শাপ বা বর প্রদান করিলে সিদ্ধ হইবে ॥ ৯৬ ॥

নাড়ীসংক্রমণে কালে তত্ত্বসংক্রমণে তথা।
শুভং কিঞ্চিৎ ন কর্ত্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিধা ॥৯৭॥

এক নাড়ী হইতে অন্য নাড়ীতে শ্বাসের সঞ্চারকালে এবং ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের উদয় সময়ে পুণ্যদানাদি শুভ কর্ম্ম কিছুই করা কর্ত্তব্য নহে ॥৯৭॥

বিষমস্যোদয়ে যাত্রা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।
যাত্রাহানিকরী তস্য মৃত্যুক্লেশো ন সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥

বিষম অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীর উদয়কালে যাত্রার কথা মনেও চিন্তা করিবে না। এই সময়ে যাত্রা করিলে হানি হইবে, অর্থাৎ যাত্রাকারীর মৃত্যুবৎ ক্লেশ নিঃসংশয় হইবে ॥ ৯৮ ॥

পুরোবামোর্দ্ধতশ্চন্দ্রো দক্ষাধঃপৃষ্ঠতোরবিঃ।
পূর্ণরিক্তবিবেকোঽয়ং জ্ঞাতব্যো দেশিকৈঃ সদা ॥৯৯॥

সম্মুখ, বাম ও উর্দ্ধভাগের অধিপতি ইড়ানাড়ী ও দক্ষিণ, অধঃ ও পশ্চাদ্ভাগের অধিপতি পিঙ্গলানাড়ী এবং পূর্ণ ও শূন্য নাড়ী সাধক অগ্রে অবগত হইবে ॥ ৯৯ ॥

ঊর্দ্ধবামাগ্রতো দূতো জ্ঞেয়ো বামপথি স্থিতঃ।
পৃষ্ঠে দক্ষে তথাধস্তাৎ সূর্য্যবাহগতঃ শুভঃ ॥ ১০০ ॥

ইড়ানাড়ী বহনসময়ে ঊর্দ্ধ, বাম বা অগ্রভাগে এবং পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে পশ্চাৎ, দক্ষিণ বা অধোদিকে দূত দণ্ডায়মান হইয়া প্রশ্ন করিলে শুভ হয় ॥ ১০০ ॥

অনাদিবিষমং সন্ধিং নিরাধারং নিরাকুলং। পরে সূক্ষ্মে বিলীয়েত সা সন্ধ্যা সন্ধিরুচ্যতে। ন সন্ধ্যাং সন্ধিমিত্যাহুঃ

সন্ধ্যা সন্ধির্নিগদ্যতে। বিষুবৎসন্ধিগঃ প্রাণঃ সা সন্ধ্যা সন্ধিরুচ্যতে ॥ ন বেদং বেদমিত্যাহুর্ব্বেদে বেদো ন বিদ্যতে। পরাত্মা বিন্দতে যেন স বেদো বেদ উচ্যতে ॥ ১০১—১০৩ ॥

ইতি নাড়ীভেদঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ তত্ত্বনির্ণয়ঃ।

দেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
ত্বদীয়হৃদয়স্থং হি রহস্যং বদ মে প্রভো ॥ ১০৪ ॥

দেবী কহিলেন,—নাথ ভবসাগরনাবিক, শঙ্কর, দেব দেব! আপনি যে অতিগোপনীয় স্বরবিজ্ঞানশাস্ত্র অবগত আছেন, তাহা কৃপা করিয়া আমার নিকটে বিবৃত করুন ॥ ১০৪ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

স্বরজ্ঞানং রহস্যং তু ন কিঞ্চিদিষ্টদেবতা।
স্বরজ্ঞানরতোযোগী স যোগী পরমোমতঃ ॥ ১০৫ ॥

মহাদেব বলিলেন,—এই অতিগোপনীয় স্বরতত্ত্ব ইষ্টদেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। স্বরশাস্ত্রবিজ্ঞাত হইয়া যে যোগী যোগসাধন করেন, তিনিই প্রধান যোগী ॥ ১০৫ ॥

পঞ্চতত্ত্বাদ্ ভবেৎ সৃষ্টি স্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বং পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনং ॥ ১০৬ ॥

পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি তত্ত্ব হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালে এই পাঁচ তত্ত্বেই যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ বিলীন হইয়া যায়। এই পঞ্চতত্ত্বের পর যে তত্ত্ব, তাহা পৃথিব্যাদিতত্ত্বের অতীত ও নিরঞ্জন ॥ ১০৬ ॥

তত্ত্বানাং নাম বিজ্ঞেয়ং সিদ্ধিযোগেন যোগিনাম্।
ভূতানাং দুষ্টচিহ্নানি জানন্তি হি স্বরোত্তমাৎ ॥ ১০৭ ॥

স্বরতত্ত্বব্যুৎপন্ন যোগী যোগসিদ্ধিদ্বারা তত্ত্বসমূহের নাম ও চিহ্নসকল বিদিত হইবে ॥ ১০৭ ॥

পৃথিব্যাপস্তথাতেজোবায়ুরাকাশমেব চ।
পঞ্চভূতাত্মকং সর্ব্বং যোজানাতি স পূজিতঃ ॥ ১০৮ ॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত হইতে সমস্তই উৎপন্ন। পঞ্চতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিই জগতে পূজ্য ॥ ১০৮ ॥ *

সর্ব্বলোকেষু জীবানাং ন দেহে ভিন্নতত্ত্বকম্। ভূর্লোকাৎ সত্যপর্য্যন্তং নাড়ীভেদঃ পৃথক্ পৃথক্। বামে বা দক্ষিণে বাপি উদয়াঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৯ ॥

ভূলোক অবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত সকল জীবই এই পঞ্চতত্ত্বের অধীন। বামনাসা অথবা দক্ষিণনাসাপুটে পাঁচটি তত্ত্বের উদয় হয় ॥ ১০৯ ॥

অষ্টধা তত্ত্ববিজ্ঞানং শৃণু বক্ষ্যামি সুন্দরি। প্রথমে তত্ত্বসংখ্যায়াং দ্বিতীয়ে শ্বাসসন্ধিষু। তৃতীয়ে স্বরচিহ্নানি চতুর্থে স্থানমেব চ। পঞ্চমে তস্য বর্ণশ্চ ষষ্ঠে তু প্রাণমেব চ। সপ্তমে স্বাদসংযুক্তমষ্টমে গতিলক্ষণং। এবমষ্টবিধং প্রাণং বিষুবন্তং চরাচরং। স্বরাৎ পরতরং দেবি নান্যথা ত্বম্বুজাননে। নিরীক্ষিতব্যং যত্নেন সদা প্রত্যূষকালতঃ। কালস্য বঞ্চনার্থায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ ॥ ১১০—১১১ ॥

সুন্দরি! তত্ত্বজ্ঞানের অষ্টপ্রকার উপায় আছে বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা, দ্বিতীয়ে শ্বাসের সন্ধি, তৃতীয়ে স্বরের চিহ্ন, চতুর্থে স্থান, পঞ্চমে তত্ত্বের বর্ণ, ষষ্ঠে পরিমাণ, সপ্তমে স্বাদ ও অষ্টমে গতি—এই অষ্টবিধ তত্ত্বের লক্ষণ অবগত হইবে। পদ্মমুখি! স্বরশাস্ত্র অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর শাস্ত্র কিছুই নাই। প্রভাতকালে যোগী এই সকল তত্ত্বের লক্ষণ যত্নপূর্ব্বক দর্শন করিয়া কর্ম্ম করিবে ॥ ১১০—১১১ ॥

শ্রুত্যোরঙ্গুষ্ঠকৌ মধ্যাঙ্গুলৌ নাসাপুটদ্বয়ে। বদন-প্রান্তয়োরন্তে তর্জ্জন্যৌ তু দৃগন্তয়োঃ ॥ অস্যান্তরং পার্থিবাদি-তত্ত্বজ্ঞানং ভবেৎ ক্রমাৎ। পীতশ্বেতারুণশ্যামৈ র্বিন্দুভির্নিরুপাধিকং ॥ ১১২—১১৩ ॥

দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বারা দুই কর্ণদেশ, দুই মধ্যমাঙ্গুলদ্বারা দুই নাসাপুট, দুই অনামিকা ও দুই কনিষ্ঠাঙ্গুলদ্বারা মুখ এবং দুই তর্জ্জনী অঙ্গুলদ্বারা চক্ষু বন্ধ করিয়া পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে পৃথ্বীতত্ত্ব, শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইলে জলতত্ত্ব, রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে বায়ুতত্ত্ব এবং বিন্দু বিন্দু বিবিধবর্ণ দৃষ্ট হইলে আকাশতত্ত্বের উদয় জানিবে ॥ ১১২—১১৩ ॥ *

দর্পণেন সমালোক্য শ্বাসং তত্র বিনিক্ষিপেৎ আকারৈস্তু বিজানীয়াৎ তত্ত্বভেদং বিচক্ষণঃ। চতুরস্রং চার্দ্ধচন্দ্রং ত্রিকোণং বর্ত্তুলং স্মৃতং। বিন্দুভিস্তু নভোজ্ঞেয়মাকারৈস্তত্ত্বলক্ষণং ॥ ১১৩ ॥

---

* আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী ॥
মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে তু খে ॥

আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে জল এবং জলহইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী জলে, জল সূর্য্যে সূর্য্য বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লয়প্রাপ্ত হয়। এই পঞ্চতত্ত্বহইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং এই পঞ্চতত্ত্বেই সমস্ত বিলীন হইয়া যায়। এই পঞ্চতত্ত্বের পরে যে তত্ত্ব, তাহা তত্ত্বের অতীত এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ পরমব্রহ্ম। ইতি জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র।

* অন্যমতে—তত্ত্বের আকৃতি নেত্রদ্বারা দৃষ্টি করার ক্রম। একপ্রহর রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া, উভয় গুল্ফ গুহ্যের নীচে রাখিয়া, মৃত্তিকার উপর সিধা হইয়া বসিবে এবং উভয় হস্তের মুষ্টি উল্টাইয়া হাঁটুর উপর রাখিবে, অর্থাৎ মুষ্টির অঙ্গুলি সকল পেটের দিকে রাখিবে। তৎপরে উভয় নাসিকার উপর দিয়া দুই মুহূর্ত্তকাল নাসাপুটের বায়ুর গমনাগমন দেখিবে। এইরূপ অভ্যাস করিলে, ছয়মাসে তত্ত্বের রূপ দর্শন করিবে।

দর্পণের উপরিভাগে শ্বাসত্যাগ করিলে তাহাতে যে বাষ্প নিপতিত হয়, সেই পতিত বাষ্পের আকার চতুষ্কোণ হইয়া বিলীন হইলে পৃথ্বী, অৰ্দ্ধচন্দ্রবৎ হইলে জল, ত্রিকোণ হইলে অগ্নি, গোল হইলে বায়ু এবং বিন্দু বিন্দু হইলে আকাশতত্ত্বের উদয় তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন ॥ ১১৪ ॥

মধ্যে পৃথ্বী হ্যধশ্চাপশ্চোৰ্দ্ধং বহতি চানলঃ।

তির্য্যগ্বায়ুপ্রচারশ্চ নভোবহতি সংক্রমে ॥ ১১৫ ॥

অন্যপ্রকার তত্ত্বভেদের উপায় কথিত হইতেছে—নাসাপুটের মধ্যদেশ দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হইলে পৃথ্বী, অধোদেশদিয়া প্রবাহিত হইলে জল, উৰ্দ্ধদেশ দিয়া বহিলে অগ্নি, পার্শ্বভাগ দিয়া বহিলে বায়ু ও নাসাপুটের অভ্যন্তরভাগে শ্বাস বিঘূর্ণিত হইয়া অথচ বহির্গত না হইয়া প্রবাহিত হইলে আকাশ—এই পঞ্চবিধ তত্ত্বের উদয় হয় ॥ ১১৫ ॥

মাহেয়ং মধুরং স্বাদু কষায়ং জলমেব চ।

তিক্তং তেজশ্চ বায়ুম্লং আকাশং কটুকং তথা ॥ ১১৬ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে মিষ্ট, জলতত্ত্বে মিষ্ট ও কষায়, অগ্নিতত্ত্বে তিক্ত, বায়ুতত্ত্বে অম্ল ও আকাশতত্ত্বে কটু—এই পঞ্চ প্রকার স্বাদ অনুভূত হয় ॥ ১১৬ ॥

অষ্টাঙ্গুলং বহেদ্বায়ুরনলশ্চতুরঙ্গুলং।

দ্বাদশাঙ্গুলং মাহেয়ং ষোড়শাঙ্গুলং বারুণং ॥ ১১৭ ॥

শ্বাসনিক্ষেপ সময়ে অঙ্গুলিদ্বারা পরিমাণ করিলে, যদি উহা অষ্ট অঙ্গুলী-পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, তবে বায়ুতত্ত্ব বহিতেছে বুঝিবে; এইরূপ চারি অঙ্গুলী পরিমিত হইলে অগ্নিতত্ত্ব, দ্বাদশ অঙ্গুলী হইলে পৃথ্বী ও ষোড়শ অঙ্গুলী হইলে জলতত্ত্বের উদয় হইবে ॥ ১১৭ ॥ *

আপঃ শ্বেতাঃ ক্ষিতিঃ পীতা রক্তবর্ণো হুতাশনঃ।

মারুতো নীলজীমূত আকাশং ভূরিবর্ণকং ॥ ১১৮ ॥

জলতত্ত্বের বর্ণ শুভ্র, পৃথ্বীতত্ত্বের পীত, অগ্নিতত্ত্বের রক্ত, বায়ুতত্ত্বের নীলমেঘবৎ এবং আকাশতত্ত্বের নানাবিধ বর্ণ হয় ॥ ১১৮ ॥

স্কন্ধদেশে স্থিতোবহ্নির্নাভিমূলে প্রভঞ্জনঃ।

জানুদেশে মহী তোয়ং পাদান্তে মস্তকে নভঃ ॥ ১১৯ ॥

স্কন্ধে অগ্নিতত্ত্ব, নাভিমূলে বায়ু, জানুদেশে পৃথ্বী, চরণপ্রান্তে জল ও মস্তকে আকাশতত্ত্ব অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল স্থানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ॥ ১১৯ ॥

ঊৰ্দ্ধং মৃত্যুরধঃ শান্তিস্তির্য্যগুচ্চাটনং তথা।

মধ্যে স্তম্ভং বিজানীয়ান্নভঃ সৰ্ব্বত্র মধ্যমং ॥ ১২০ ॥

অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তিকরণ, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মধ্যমকাৰ্য্য করিবে ॥ ১২০ ॥

পৃথিব্যাং স্থিরকৰ্ম্মাণি চরকৰ্ম্মাণি বারুণে। তেজসা সমকাৰ্য্যাণি মারণোচ্চাটনেঽনিলে। ব্যোম্নি কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যমভ্যসেদ্ যোগসেবয়া। শূন্যতা সৰ্ব্বকাৰ্য্যেষু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১২১ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্থিরকাৰ্য্য, জলতত্ত্বে চরকাৰ্য্য, অগ্নিতত্ত্বে ক্রূরকাৰ্য্য ও বায়ুতত্ত্বে মারণ-উচ্চাটনাদি ক্রূর কার্য্য করিবে এবং আকাশতত্ত্বের উদয়কালে কোন কার্য্য করিবে না। কেবল যোগাভ্যাস করিবে, ইহা-ব্যতীত অন্য কার্য্য করিলে নিশ্চিত নিষ্ফল হইবে ॥ ১২১ ॥

পৃথ্বীজলাভ্যাং সিদ্ধিঃ স্যাৎ মৃত্যুর্বহ্নৌ ক্ষয়োঽনিলে।

নভসি নিষ্ফলং সৰ্ব্বং জ্ঞাতব্যং তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ১২২ ॥

পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয়কালে কোন কাৰ্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে মৃত্যু, বায়ুতত্ত্বে ক্ষয় এবং আকাশতত্ত্বে সৰ্ব্বকাৰ্য্য হানি হইবে; ইহা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ॥ ১২২ ॥

চিরলাভঃ ক্ষিতৌ জ্ঞেয় স্তৎক্ষণাত্তোয়তত্ত্বতঃ।

হানিঃ স্যাদ্বহ্নিবাতাভ্যাং নভসোনিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১২৩ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে বিলম্বে লাভ, জলতত্ত্বে তৎক্ষণাৎ লাভ, বহ্নি ও বায়ুতত্ত্বে হানি ও আকাশতত্ত্বে সৰ্ব্বকাৰ্য্য বিফল হয় ॥ ১২৩ ॥

পীতঃ শনৈর্ম্মধ্যবাহী হনুং যাবদ্ গুরুধ্বনিম্।

কবোষ্ণঃ পার্থিবোবায়ুঃ স্থিরকার্য্যপ্রসাধকঃ ॥ ১২৪ ॥

পৃথ্বীতত্ত্ব পীতবর্ণ, ক্রমে ক্রমে নাসার মধ্যদেশ দিয়া বাহিত হয়, ইহার শব্দ গম্ভীর, ঈষৎ উষ্ণ এবং ইহার উদয়কালে স্থিরকাৰ্য্য সম্পন্ন হয় ॥ ১২৪ ॥

অধোবাহী গুরুধ্বানং শীঘ্রগঃ শীতলঃ সিতঃ।

যঃ ষোড়শাঙ্গুলোবায়ুঃ স প্রায়ঃ শুভকৰ্ম্মকৃৎ ॥ ১২৫ ॥

জলতত্ত্বে শ্বাস নাসাপুটের অধোভাগ দিয়া বাহিত হয়, ইহা গভীর ধ্বনিযুক্ত, শীঘ্রগামী, শীতল ও শুভ্রবর্ণ। ইহার পরিমাণ করিলে ষোড়শাঙ্গুল হয়। এই তত্ত্বের উদয়কালে সকল প্রকার শুভ কৰ্ম্ম করিবে ॥ ১২৫ ॥

আবর্ত্তগশ্চাত্যুষ্ণশ্চ শোণাভশ্চতুরঙ্গুলঃ।

ঊৰ্দ্ধবাহী তু যঃ ক্রূরকৰ্ম্মকারী স তৈজসঃ ॥ ১২৬ ॥

অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে শ্বাস আবর্ত্তগামী হইয়া নাসাপুটের উৰ্দ্ধভাগ দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহা অত্যন্ত উষ্ণ, রক্তবর্ণ ও পরিমাণে চারি অঙ্গুলী। এই তত্ত্বের উদয়কালে ক্রূর কৰ্ম্ম করিবে ॥ ১২৬ ॥

উষ্ণঃশীতঃ কৃষ্ণবর্ণস্তির্য্যগ্গামী ষড়ঙ্গুলঃ।

বায়ুঃ পবনসংজ্ঞোয়ঃ চরকৰ্ম্মসু সিদ্ধিদঃ ॥ ১২৭ ॥

বায়ুতত্ত্বের উদয়ে শ্বাস উষ্ণ, শীতল, কৃষ্ণবর্ণ, বক্রগামী ও পরিমাণে ষড়ঙ্গুল দীর্ঘ হয়। ইহা নাসারন্ধ্রের পার্শ্বদিক্ দিয়া বহিতে থাকে। ইহার উদয়কালে সৰ্ব্বপ্রকার চরকাৰ্য্য করিলে সুসিদ্ধ হয় ॥ ১২৭ ॥

তত্ত্বের প্রকৃতি।

* পৃথ্বী কঠিন, জল শীতল, অগ্নি উষ্ণ, বায়ু চর এবং আকাশ স্থির।

তত্ত্বদিগেরদ্বার।

পৃথ্বীতত্ত্বের দ্বার মুখ, জলতত্ত্বের লিঙ্গ, অগ্নির নেত্রদ্বয়, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আকাশতত্ত্বের দ্বার কর্ণদ্বয়।

তত্ত্বদিগের দ্বারের ক্রিয়া।

পৃথ্বীতত্ত্বের দ্বারের ক্রিয়া ভোজন, জলতত্ত্বদ্বারের রমণ, অগ্নিতত্ত্ব দ্বারের দৃষ্টি, বায়ুতত্ত্বের দ্বারের আঘ্রাণ এবং আকাশতত্ত্বের দ্বারের ক্রিয়া শব্দ।

যঃ সমীরঃ সমরসঃ সর্ব্বতত্ত্বগুণাবহঃ।
অম্বরং তং বিজানীয়াদ্ যোগিনাং যোগদায়কং ॥ ১২৮ ॥

আকাশতত্ত্বে পৃথ্বী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই কতিপয় তত্ত্বের গুণ বর্ত্তমান আছে, ইহার উদয়কালে যোগিদিগের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥১২৮॥

পীতশ্চৈব চতুষ্কোণং মধুরং মধ্যমাশ্রয়ং।
ভোগদং পার্থিবং তত্ত্বং প্রবহেদ্দ্বাদশাঙ্গুলং ॥ ১২৯ ॥

পৃথ্বীতত্ত্ব পীতবর্ণ, চতুষ্কোণ ও মিষ্টস্বাদবিশিষ্ট। ইহা নাসারন্ধ্রের মধ্যদেশ দিয়া বহিতে থাকে ও সর্ব্ব সৌভাগ্য প্রদান করে। প্রশ্বাসকালে ইহার দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ হয় ॥ ১২৯ ॥

শ্বেতমর্দ্ধেন্দুসঙ্কাশং স্বাদু কষায়মাদকম্।
লাভকৃদ্বারুণং তত্ত্বং প্রবহেৎ ষোড়াশাঙ্গুলং ॥ ১৩০ ॥

জলতত্ত্ব ষোড়শাঙ্গুল পরিমাণে প্রশ্বাসিত হয়, ইহার বর্ণ শ্বেত, আকার অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ, স্বাদ মিষ্ট ও কষায় এবং মাদক। ইহা সর্ব্বপ্রকার লাভ প্রদান করে ॥ ১৩০ ॥

রক্তং ত্রিকোণং তিক্তং স্যাদূর্দ্ধমার্গপ্রবাহকং।
দীপ্তঞ্চ তৈজসং তত্ত্বং প্রবাহে চতুরঙ্গুলম্ ॥ ১৩১ ॥

অগ্নিতত্ত্ব রক্তবর্ণ, ত্রিকোণাকৃতি, তিক্তস্বাদ ও উজ্জ্বল। ইহা নাসা-বিবরের উর্দ্ধদেশদিয়া বহে ও বহনসময়ে পরিমাণে চতুরঙ্গুলী হইয়া থাকে ॥ ১৩১ ॥

নীলবর্ত্তুলসঙ্কাশং স্বাদ্বম্লং তির্য্যগাশ্রিতম্।
চপলং মারুতং তত্ত্বং প্রবাহেঽষ্টাঙ্গুলং স্মৃতং ॥ ১৩২ ॥

বায়ুতত্ত্ব নীলবর্ণ, বর্ত্তুলাকার, অম্ল, চঞ্চল এবং অষ্টাঙ্গুলি-পরিমিত প্রবাহবিশিষ্ট। ইহা নাসাপুটের পার্শ্বভাগ আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হয় ॥১৩২॥

বর্ণাকারং স্বাদবাহং অব্যক্তং সর্ব্বগামিচ।
মোক্ষদং ব্যোমতত্ত্বং হি সর্ব্বকার্য্যেষু নিষ্ফলং ॥ ১৩৩ ॥

আকাশতত্ত্ব অব্যক্ত ও নাসাপুটের সকলদিক্ দিয়াই বহিয়া থাকে। ইহাতে মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়, কিন্তু অন্য সকল প্রকার কার্য্য নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥

পৃথ্বীজলে শুভে তত্ত্বে তেজোমিশ্রফলোদয়ে।
হানিমৃত্যুকরৌ পুংসামশুভৌ ব্যোমমারুতৌ ॥ ১৩৪ ॥

পৃথ্বী ও জলতত্ত্ব শুভফলদায়ক। অগ্নিতত্ত্বে শুভ ও অশুভ উভয়ই হয়। বায়ু ও আকাশতত্ত্বে হানি, মৃত্যু, অশুভাদি ফল হইয়া থাকে ॥১৩৪॥

অপূপূর্ব্বা পশ্চিমে পৃথ্বী তেজশ্চ দক্ষিণে তথা।
বায়ুরুত্তরদিগ্‌ভাগে মধ্যকোণে গতং নভঃ ॥ ১৩৫ ॥

পূর্ব্বদিকের অধিপতি জলতত্ত্ব, পশ্চিমের পৃথ্বীতত্ত্ব, দক্ষিণের অগ্নিতত্ত্ব, উত্তরদিকের বায়ুতত্ত্ব এবং অগ্নি, বায়ু, নৈঋত, ঈশান, উর্দ্ধ ও অধঃ—এই কতিপয় বিদিকাদির অধিপতি আকাশতত্ত্ব হইয়া থাকে ॥ ১৩৫ ॥

চিরলাভঃ ক্ষিতৌ জ্ঞেয় স্তৎক্ষণাত্তোয়তত্ত্বতঃ।
হানিঃ স্যাদ্বহ্নিবাতাভ্যাং নভসি নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১৩৬ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বে [illegible] লাভ, জলতত্ত্বে [illegible]ক্ষণাৎ লাভ, অগ্নি ও বায়ুতত্ত্বে হানি ও [illegible] ॥

চন্দ্রে পৃথ্বীজলে স্যাতাং সূর্য্যে চাগ্নির্যদা ভবেৎ।
তদা সিদ্ধি র্ন সন্দেহঃ সৌম্যাসৌম্যেষু কর্ম্মসু ॥ ১৩৭ ॥

ইড়ানাড়ীতে অর্থাৎ বামনাসাপুটে বায়ু বহনকালে যদি পৃথ্বী ও জল তত্ত্ব এবং পিঙ্গলাতে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে শুভ ও ক্রূর কর্ম্মে নিঃসংশয় সিদ্ধি হইবে ॥ ১৩৭ ॥

লাভঃ পৃথ্বীকৃতোবহ্নির্নিশায়াং লাভকৃজ্জলং।
বহ্নৌ মৃত্যুঃ ক্ষতির্ব্বায়ৌ নভঃ স্থানং দহেৎ ক্বচিৎ ॥ ১৩৮ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বে লাভ, অগ্নি ও জলতত্ত্বে রজনীযোগে লাভ, অগ্নিতত্ত্বে মৃত্যু, বায়ুতত্ত্বে হানি ও আকাশতত্ত্বে কদাচিৎ স্থান দগ্ধ হয় ॥ ১৩৮ ॥

জীবিতব্যে জয়ে লাভে কৃষ্যাঞ্চ ধনকর্ষণে।
মন্ত্রার্থে যুদ্ধপ্রশ্নে চ গমনাগমনে তথা ॥ ১৩৯ ॥

জীবিত থাকা, বিজয়, লাভ, কৃষিকার্য্য, ধনোপার্জ্জন, মন্ত্র, অর্থ, যুদ্ধের প্রশ্ন, গমন ও আগমন ইত্যাদি বিষয়ে পঞ্চতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া ফলাফল বলিবে ॥ ১৩৯ ॥

আয়াতি বারুণে তত্ত্বে তত্রস্থোঽপি শুভং ক্ষিতৌ।
প্রয়াতি বায়ুতোঽন্যত্র হানির্ম্মৃত্যুর্নভেঽনলে ॥ ১৪০ ॥

জলতত্ত্বের উদয়ে প্রশ্ন হইলে আগন্তুক ব্যক্তি আসিতেছে, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে সেই স্থানে উপস্থিত আছে ও শুভ বুঝায়, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে অন্য স্থানে যাইতেছে এবং অগ্নি ও আকাশতত্ত্বের উদয়ে তাহার হানি মৃত্যু ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে ॥ ১৪০ ॥

পৃথিব্যাং মূলচিন্তা স্যাৎ জীবস্য জলবাতয়োঃ।
তেজসা ধাতুচিন্তা স্যাৎ শূন্যমাকাশতো বদেৎ ॥ ১৪১ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে প্রশ্ন হইলে মূলচিন্তা, জল ও বায়ুতত্ত্বে জীবচিন্তা, অগ্নিতত্ত্বে ধাতুচিন্তা এবং আকাশতত্ত্বে শূন্য অর্থাৎ কোন চিন্তা নাই বলিবে ॥ ১৪১ ॥

পৃথিব্যাং বহুপাদাঃ স্যুর্দ্বিপদাস্তোয়বায়ুতঃ।
তেজসা চ চতুষ্পাদা নভসা পাদবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৪২ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বে বহুপদ, জল ও বায়ুতত্ত্বে দ্বিপদ, অগ্নিতত্ত্বে চতুষ্পদ এবং আকাশতত্ত্বে পাদহীন জীব বুঝায় ॥ ১৪২ ॥

কুজোবহ্নীরবিঃ পৃথ্বী সৌরিরাপঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বায়ু-স্থানস্থিতে রাহুর্দক্ষরন্ধ্রপ্রবাহকঃ ॥ জলং চন্দ্রো বুধঃ পৃথ্বী গুরুর্ব্বা [illegible]সতোঽনলঃ। বামনাড্যাং স্থিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু নি[illegible]ঃ ॥ ১৪৩—১৪৪ ॥

পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসবহনকালে অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি মঙ্গল, পৃথ্বীতত্ত্বের রবি, জলতত্ত্বের শনি ও বায়ুতত্ত্বের অধিপতি রাহুগ্রহ হইয়া থাকে এবং বামনাসিকারন্ধ্রে শ্বাসপ্রবাহিত হইলে জলতত্ত্বের চন্দ্র, পৃথ্বীতত্ত্বের বুধ, বায়ুতত্ত্বের বৃহস্পতি ও অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি শুক্রগ্রহ হইয়া থাকে। এই সকল গ্রহ সকল কার্য্যেই নিশ্চয় শুভকর ॥১৪৩—১৪৪॥

প্রবাসিপ্রশ্নঃ।

তুষ্টিপুষ্টিরতিক্রীড়া জয়োহাস্যং ধরাজলে। তেজোবায়ুশ্চ সুপ্তাক্ষঃ জ্বরকম্পং প্রবাসিনঃ ॥ গতায়ুর্ম্মৃত্যুরাকাশে চন্দ্রা-

বস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। দ্বাদশৈতাঃ প্রযত্নেন জ্ঞাতব্যা দেশি-কোত্তমৈঃ ॥ ১৪৫—১৪৬ ॥

ইড়ানাড়ীর বহনকালে পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয় সময়ে প্রবাসী ব্যক্তির প্রশ্নে পরিতোষ, পোষণ, রতি, কেলি, জয় ও হাস্য বুঝায়। অগ্নি ও বায়ুতত্ত্বে নিদ্রা, জ্বর ও কম্প এবং আকাশতত্ত্বে আয়ুঃশেষ ও মৃত্যু বুঝাইয়া থাকে। এই দ্বাদশটি বিষয় স্বরতত্ত্বসাধক যত্নের সহিত পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ১৪৫—১৪৬ ॥

পূর্ব্বায়াং পশ্চিমে যাম্যে উত্তরায়াং যথাক্রমং।
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি বলিষ্ঠানি নির্বিদ্দিশেৎ ॥ ১৪৭ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বে পূর্ব্ব, জলতত্ত্বে পশ্চিম, অগ্নিতত্ত্বে দক্ষিণ ও বায়ুতত্ত্বে উত্তর দিক্ বুঝাইবে ॥ ১৪৭ ॥

পৃথিব্যাপস্তথা তেজোবায়ুরাকাশমেব চ।
পঞ্চভূতাত্মকং দেহং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে ॥ ২৪৮ ॥

ভগবতি! পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ১৪৮ ॥

অস্থিমাংসং ত্বচা নাড়ী রোমঞ্চৈব তু পঞ্চমং।
পৃথ্বী পঞ্চগুণোপেতা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং ॥ ১৪৯ ॥

অস্থি, মাংস; চর্ম্ম, নাড়ী ও রোম—পৃথ্বীতত্ত্বের এই পাঁচটি গুণ ॥ ১৪৯ ॥

শুক্রশোণিতমজ্জা চ লালা মূত্রঞ্চ পঞ্চমং।
আপঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং ॥ ১৫০ ॥

শুক্র, রক্ত, মজ্জা, লালা ও মূত্র—জলতত্ত্বের এই পাঁচটি গুণ আছে ॥১৫০॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা শ্রান্তিরালস্যমেব চ।
তেজঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং ॥ ১৫১ ॥

ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, শ্রান্তি ও আলস্য—অগ্নিতত্ত্বের এই পাঁচটি গুণ ॥ ১৫১ ॥

ধারণং চালনং ক্ষেপ্যং সঙ্কোচনপ্রসারণে।
বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং ॥ ১৫২ ॥

ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন ও বিস্তৃত করণ—বায়ুতত্ত্বের এই পাঁচটি গুণ ॥ ১৫২ ॥

রাগদ্বেষৌ তথা লজ্জা ভয়ং মোহশ্চ পঞ্চমঃ।
নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং ॥ ১৫৩ ॥

রাগ, হিংসা, লজ্জা, ভয় ও মোহ—আকাশতত্ত্বের এই পাঁচটি গুণ ॥ ১৫৩ ॥

পৃথিবীপলপঞ্চাশৎ চত্বারিংশদপস্তথা।
তেজস্ত্রিংশদ্বিজানীয়াদ্বায়োর্ব্বিংশতিদিগ্ নভঃ ॥ ১৫৪ ॥

বাম কিম্বা দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস উদিত হইয়া আড়াই দণ্ডপর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। এই আড়াই দণ্ডের মধ্যে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ তত্ত্বের উদয় হয়। যথা—পৃথ্বীতত্ত্ব উদিত হইয়া ৫০ পল, জলতত্ত্ব ৪০ পল, অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল এবং আকাশতত্ত্ব ২০ পল অবস্থিতি করে ॥১৫৪॥

পার্থিবে চিরকালেন লাভশ্চাপ্সু ক্ষণাদ্ভবেৎ।
জায়তে পবনাৎ স্বল্পঃ সিদ্ধোঽপ্যগ্নৌ বিনশ্যতি ॥ ১৫৫ ॥

পৃথিবীতত্ত্বের পঞ্চাশ পলের মধ্যে প্রশ্ন হইলে বিলম্বে লাভ, ঐরূপ জলতত্ত্বের সময়ে হইলে তৎক্ষণাৎ লাভ ও বায়ুতত্ত্বে অল্পলাভ হয় এবং অগ্নিতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে প্রাপ্তলাভও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫৫ ॥

বহ্নিবায়ৌ কৃতে প্রশ্নে লাভালাভৌ বদেদ্বুধঃ। পরতো বারুণে লাভঃ স্থিরেণ চ বসুন্ধরে। জ্ঞাতব্যং জীবনে শূন্যং সিদ্ধোব্যোম্নি বিনশ্যতি ॥ ১৫৬ ॥

জলতত্ত্বের উদয়কালে প্রশ্ন হইলে পরের নিকট হইতে লাভ হয়। পৃথ্বীতত্ত্বের সময়ে নিশ্চিত লাভ, বায়ুতত্ত্বে অলাভ এবং আকাশতত্ত্বে লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও লাভ হয় না ॥ ১৫৬ ॥

পৃথ্বী পঞ্চ অপাং বেদাঃ গুণস্তেজোদ্বে বায়ুতঃ।
নভ একগুণশ্চৈব তত্ত্বজ্ঞানমিদং ভবেৎ ॥ ১৫৭ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের পাঁচটি গুণ, জলতত্ত্বের চারিটি গুণ, অগ্নিতত্ত্বের তিনটি গুণ, বায়ুতত্ত্বের দুইটি গুণ এবং আকাশতত্ত্বের একটি গুণ ॥ ১৫৭ ॥ *

---

* শিবসংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।—

তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিস্ততোজলম্।
প্রকাশতে ততঃ পৃথ্বী কল্পনেয়ং স্থিতা সতি ॥

আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে ॥

আকাশাদ্বায়ুরাকাশঃ পবনাদগ্নিসম্ভবঃ।
খবাতাগ্নের্জ্জলং ব্যোম বাতাগ্নিবারিতো মহী ॥

আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি; আকাশ ও পবন—এই উভয়ের সংযোগে অগ্নির উৎপত্তি; আকাশ, বায়ু ও অগ্নির সংযোগে জল এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল—এই ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে ॥

খং শব্দলক্ষণোবায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ। স্যাদ্রূপলক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণম্। গন্ধলক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্ ॥

আকাশের গুণ শব্দ; বায়ু চঞ্চল, ইহার গুণ স্পর্শ; অগ্নির গুণ রূপ; জলের গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ; ইহার অন্যথা নাই ॥

স্যাদেকগুণতাকাশং দ্বিগুণো বায়ুরুচ্যতে। তথৈব ত্রিগুণং তেজো ভবন্ত্যাপশ্চতুর্গুণাঃ। শব্দঃস্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসোগন্ধস্তথৈব চ। এতৎ পঞ্চগুণা পৃথ্বী কল্পকৈঃ কল্পতেঽধুনা ॥

আকাশ কেবল শব্দ এই এক গুণবিশিষ্ট; বায়ু শব্দ ও স্পর্শ এই গুণদ্বয়সম্পন্ন; অগ্নি শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়সমন্বিত; জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই গুণচতুষ্টয়-সংযুক্ত এবং পৃথিবী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই গুণপঞ্চক সম্পূর্ণ ॥

চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধোঘ্রাণেন গৃহ্যতে রসোরসনয়া স্পর্শস্ত্বচা সংগৃহ্যতে পরম্। শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দোঽভিমতং ভাতি নান্যথা ॥

ফুৎকারকৃৎ প্রস্ফুটিতা বিদীর্ণা পতিতা ধরা।
দদাতি সর্ব্বকার্য্যেষু অবস্থানসদৃশং ফলং ॥ ১৫৮ ॥

যদি কোন কারণবশতঃ এই সকল তত্ত্বের বর্ণ সন্দর্শন না ঘটে, তাহা হইলে মুখমধ্যে এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া ফুৎকারের সহিত ঐ জল উর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত করিবে। ঐ জল ধরণীতে পতিত হইবার সময়ে বিবিধবর্ণবিরঞ্জিত ইন্দ্রধনুর আকারে বিকশিত ও বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইবে। শরীরের অভ্যন্তরে যখন যে তত্ত্ব প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন সেই ফুৎকারোৎক্ষিপ্ত জলবিন্দুতে সেই তত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট বর্ণ অধিকরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যখন যে তত্ত্ব উদিত হইবে, তদনুসারে কার্য্যের ফল বলিবে ॥ ১৫৮ ॥

অগ্নির গুণ রূপ, তাহা চক্ষুর্দ্বারা, পৃথিবীর গুণ গন্ধ, তাহা নাসিকাদ্বারা, জলের গুণ রস, তাহা জিহ্বাদ্বারা, বায়ুর গুণ স্পর্শ তাহা চর্ম্মদ্বারা এবং আকাশের গুণ শব্দ, তাহা কর্ণদ্বারা গ্রাহ্য হয়।

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
অস্তি চেৎ কল্পনেৎয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ং ॥

এই স্থাবরজঙ্গম সমস্ত জগৎ চৈতন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় মাত্র, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল যুক্তিদ্বারা অনুমান হয় যে, চৈতন্যময় পরমপুরুষ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তরূপে বর্ত্তমান আছেন।

পৃথ্বী শীর্ণা জলে মগ্না জলং মগ্নঞ্চ তেজসি। লীনং বায়ৌ তথা তেজো ব্যোম্নি বাতোলয়ং যযৌ। অবিদ্যায়াং মহাকাশো লীয়তে পরমে পদে ॥

প্রলয়কালে পৃথিবী বিশীর্ণ হইয়া জলে নিমগ্ন হইবে; জল অগ্নিতে লয় প্রাপ্ত হইবে; অগ্নি বায়ুতে বিলীন হইবে; বায়ু আকাশে বিলুপ্ত হইবে; আকাশ অবিদ্যারূপা প্রকৃতিতে লয় হইবে এবং অবিদ্যা পরিণামে বিষ্ণুর পরম পদে লীন হইবে।

সুশ্রুত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।—

"পঞ্চভূত শব্দে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সামান্যতঃ এই পাঁচটিকে বুঝায়। কিন্তু দৃশ্যমান এই পঞ্চ স্থূলপদার্থকে পঞ্চমূলভূত বলা প্রাচীন আর্য্যগণের অভিপ্রেত নহে। বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পঞ্চমূলভূতকে পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চতন্মাত্র কহে। তত্ত্ব অথবা তন্মাত্র শব্দে অতি সূক্ষ্ম অমিশ্র মূলদ্রব্য বুঝায়। প্রাচীনগণ এই সমুদায় জগৎ পাঁচটি মূলদ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন। সেই পাঁচটি মূলদ্রব্য যথা—আকাশ অথবা শব্দতন্মাত্র, বায়ু অথবা স্পর্শতন্মাত্র, অগ্নি অথবা রূপতন্মাত্র, জল অথবা রসতন্মাত্র এবং ক্ষিতি অথবা গন্ধতন্মাত্র। অথবা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি—এই পাঁচটি যে অবস্থায় পরস্পর মিলিত না হইয়া স্বস্বভাবে থাকে, সেই অবস্থায় তাহাদিগকে তন্মাত্র অথবা মূলদ্রব্য কহে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি, এক একটি করিয়া যথাক্রমে ঐ পাঁচটি দ্রব্যের গুণ; কিন্তু আধুনিক রসায়নতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা আমাদিগের প্রাচীন পুরুষগণের এই সিদ্ধান্তটিকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহারা মূলদ্রব্য ষষ্টি সংখ্যা অথবা ততোঽধিক বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে অদ্যাবধি তাঁহাদিগের নিশ্চয় মীমাংসা হয়

ভরণী কৃত্তিকা পুষ্যা মঘা পূর্ব্বা চ ফল্গুনী।
পূর্ব্বভাদ্রপদঃ স্বাতিঃ তেজস্তত্ত্বমিতি [illegible] ॥ ১৫৯ ॥

ভরণী, কৃত্তিকা, পুষ্যা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও স্বাতি—এই নক্ষত্র গুলি অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি ॥ ১৫৯ ॥

বিশাখোত্তরফল্গুণ্যৌ হস্তা চিত্রা পুন[illegible]।
অশ্বিনী মৃগশীর্ষা চ বায়ুতত্ত্বমুদাহৃতং ॥ [illegible] ॥

বিশাখা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, পুনর্ব্বসু, [illegible] ও মৃগশিরা—এই নক্ষত্রগুলি বায়ুতত্ত্বের অধিপতি ॥ ১৬০ ॥

পূর্ব্বাষাঢ়া তথাশ্লেষা মূলমার্দ্রা চ রোহিণী।
উত্তরভাদ্রপদাস্তোয়তত্ত্বং শতভিষা প্রিয়ে ॥ ১৬১ ॥

পূর্ব্বাষাঢ়া, অশ্লেষা, মূলা, আর্দ্রা, রোহিণী, উত্তর[illegible] ও শতভিষা—এই কয়টী নক্ষত্র জলতত্ত্বের অধিপতি ॥ ১৬১ ॥

ধনিষ্ঠা রেবতী জ্যেষ্ঠানুরাধা শ্রবণা তথা।
অভিজিচ্চোত্তরাষাঢ়া পৃথ্বীতত্ত্বমুদাহৃতং ॥ ১৬২ ॥

ধনিষ্ঠা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, শ্রবণা, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া—এই কতিপয় নক্ষত্র পৃথ্বীতত্ত্বের অধিপতি ॥ ১৬২ ॥

নাই; কিন্তু আর্য্যেরা বলেন যে, কর্ণ, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারাই আমরা সমস্ত বাহ্যজগৎ জ্ঞাত হইয়া থাকি। এই পাঁচটি জ্ঞানযন্ত্রদ্বারা আমরা কেবল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করি। তাহাতেই আমাদিগের সমস্ত বাহ্যজগতের জ্ঞান [illegible]। জগতে যত প্রকার পদার্থই থাকুক, আমরা যখন এই পাঁচটি জ্ঞানযন্ত্রদ্বারাই সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতেছি, তখন জ্ঞানের সম্বন্ধে পাঁচটির অতিরিক্ত মূলগুণ থাকা কখনই সম্ভবে না। অতএব এই সমস্ত জগৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি মূলগুণেই ব্যাপ্ত। গুণ থাকিলেই সেই গুণের আশ্রয়ীভূত দ্রব্য থাকা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে এই পঞ্চগুণবিশিষ্ট জগতের উপাদান মূলদ্রব্য যতই হউক এবং যাহাই হউক তাহাদিগের এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে এই পাঁচটি গুণ থাকিতে পারে। দ্রব্য থাকিলেই তাহার গুণ এবং ক্রিয়া থাকিবে। অথবা দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া—এই তিনটি[illegible]টি থাকিলেই অপর দুইটিকে থাকিতেই হইবে।—আমাদিগের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রেরও এই মত। তাহা স্বীকার করিতে হইলে এক একটি অমিশ্র দ্রব্যের এক একটি গুণ, অথবা এক একটি গুণের আশ্রয় এক একটি অমিশ্রদ্রব্য থাকাই সম্ভব। সুতরাং মূলদ্রব্য পাঁচটি হওয়া অসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, অতিরিক্ত দ্রব্য থাকিলেই অতিরিক্ত গুণ থাকিবে, অতিরিক্ত গুণ থাকিলে সেই অতিরিক্ত গুণের জ্ঞাতা অতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকা প্রয়োজন। আমাদিগের যখন পাঁচটির অতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই এবং সেই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা যখন আমরা পাঁচটির অতিরিক্ত মূলগুণ জ্ঞাত হইতে পারি না এবং সেই পাঁচটি গুণ জানাতেই যখন আমাদিগের জগৎজ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইতেছে, তখন সেই পাঁচটি গুণের আশ্রয়ীভূত পাঁচটি মূলদ্রব্য বলা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে আর্য্যগণ প্রদর্শিত অন্যান্য প্রমাণ বাহুল্যপ্রযুক্ত উদ্ধৃত করা হইল না।"

বহন্নাড়ীস্থিতো দূতো যৎ পৃচ্ছতি শুভাশুভং।

তৎসর্ব্বং সিদ্ধিমায়াতি শূন্যে শূন্যং ন সংশয়ঃ॥ ১৬৩॥

যে নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে, সেই দিকে অবস্থিত হইয়া দূত শুভাশুভের প্রশ্ন করিলে সমস্ত সুসিদ্ধ হয় এবং যে নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে না, সে দিকে অবস্থিত হইয়া দূত শুভাশুভ প্রশ্ন করিলে নিশ্চিত নিষ্ফল হইবে॥ ১৬৩॥

তত্ত্বে রামোজয়ং প্রাপ্তঃ সুতত্ত্বে চ ধনঞ্জয়ঃ।

কৌরবানিহতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে তত্ত্ববিপর্য্যয়ে॥ ১৬৪॥

এই তত্ত্বগুণে রাম যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন ও এই সুতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অর্জ্জুনের জয় প্রাপ্তি হয় এবং বিপরীত তত্ত্বগুণে কুরুবংশীয়গণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন॥ ১৬৪॥ *

জন্মান্তরীয়সংস্কারাৎ প্রসাদাদথবা গুরোঃ।

কেষাঞ্চিজ্জায়তে তত্ত্বে বাসনা বিমলাত্মনাম্॥ ১৬৫॥

পূর্ব্বজন্মের সংস্কার অথবা গুরুর প্রসাদ বলে কোন কোন বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি স্বরতত্ত্ব সাধন সহজে জ্ঞাত হইয়া সুসিদ্ধ হইতে পারেন॥ ১৬৫॥

অথ পঞ্চতত্ত্বধ্যানং।

লং বীজং ধরণীং ধ্যায়েৎ চতুরস্রাং সুপীতভাং।

সুগন্ধং স্বর্ণবর্ণত্বমারোগ্যং দেহলাঘবং॥ ১৬৬॥

পঞ্চতত্ত্বের ধ্যান কথিত হইতেছে।—পৃথিবীতত্ত্বের বীজমন্ত্র লং। পৃথিবীতত্ত্বচারিটি কোণ-বিশিষ্ট, সুন্দরপীতবর্ণ, উত্তম গন্ধযুক্ত ও স্বর্ণের ন্যায় বর্ণসংযুক্ত এবং নীরোগিতা ও শরীরের লঘুতাকরণ শক্তিসম্পন্ন—এইরূপ ধ্যান করিবে॥ ১৬৬॥

বং বীজং বারুণং ধ্যায়েদর্দ্ধচন্দ্রং শশিপ্রভং।

ক্ষুৎপিপাসাসহিষ্ণুত্বং জলমধ্যেষু মজ্জনং॥ ১৬৭॥

জলতত্ত্বের বীজমন্ত্র বং। জলতত্ত্ব অর্দ্ধচন্দ্রাকার, চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ ও জলমধ্যে মজ্জন করাইবার শক্তিবিশিষ্ট—এইরূপ ধ্যান করিবে॥ ১৬৭॥

রং বীজং শিখিনং ধ্যায়েৎ ত্রিকোণমরুণপ্রভং।

বহ্বন্নপানভোক্তৃত্বমাতপাগ্নিসহিষ্ণুতা॥ ১৬৮॥

অগ্নিতত্ত্বের বীজমন্ত্র রং। অগ্নিতত্ত্ব ত্রিকোণ, রক্তবর্ণ এবং অনেক অন্ন ভোজন ও পান করিবার এবং রৌদ্র ও অগ্নি সহ্য করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট—এইরূপ ধ্যান করিবে॥ ১৬৮॥

যং বীজং পবনং ধ্যায়েদ্বর্ত্তুলং শ্যামলপ্রভং।

আকাশগমনাদ্যঞ্চ পক্ষিবদ্গমনং তথা॥ ১৬৯॥

বায়ুতত্ত্বের বীজমন্ত্র যং। বায়ুতত্ত্ব গোলাকার, শ্যামবর্ণ এবং পক্ষির ন্যায় গমন ও আকাশে গমনাগমন আদি শক্তিসংযুক্ত—এইরূপ ধ্যান করিবে॥ ১৬৯॥

হং বীজং গগনং ধ্যায়েৎ নিরাকারং বহুপ্রভং।

জ্ঞানং ত্রিকালবিষয়মৈশ্বর্য্যমণিমাদিকং॥ ১৭০॥

আকাশতত্ত্বের বীজমন্ত্র হং। আকাশতত্ত্ব নিরাকার নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের জ্ঞানযুক্ত এবং অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যসিদ্ধিপ্রদানকারী॥ ১৭০॥

স্বরজ্ঞানী নরোযত্র ধনং নাস্তি ততঃ পরং।

স্বরজ্ঞানেন গময়েৎ অনায়াসফলং ভবেৎ॥ ১৭১॥

স্বরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অপেক্ষা জগতে অন্য কোন দুর্ল্লভ ধন নাই। স্বরজ্ঞানদ্বারা অভীষ্ট ফল অনায়াসে লাভ হয় এবং ইহাতে যে কার্য্যের উদ্দেশে যাওয়া যাইবে, তাহাই সুসিদ্ধ হইবে,॥ ১৭১॥

সর্ব্বঞ্চ ধনমধনং সর্ব্বাধিকারসংযুতং।

লক্ষৈকেন ন সিধ্যন্তি তত্ত্বহীনাযদা নরাঃ॥ ১৭২॥

স্বরতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি ব্যতিরেকে সকল প্রকার ধনই ধনের মধ্যে পরিগণিত নহে। সমস্ত স্বীয় অধিকারভুক্ত থাকিলেও স্বরতত্ত্বহীন ব্যক্তি লক্ষ উপায়দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৭২॥

স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলৈঃ সর্ব্বাপি শক্রাবনির্যজ্ঞানাঞ্চ কৃতং হি কার্য্যমখিলং দেবাশ্চ সন্তর্পিতাঃ। সংসারাচ্চ সমুদ্ধৃতাঃ স্বপিতরস্ত্রৈলোক্যপূজ্যোঽপ্যসৌ। যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ॥ ১৭৩॥

যে ব্যক্তির ব্রহ্ম বিচারে অর্থাৎ স্বরতত্ত্ব নির্ণয়ে ক্ষণকালও মনঃস্থির থাকে, সে ব্যক্তি ত্রিলোকপূজ্য হয়। এবং সমস্ত তীর্থজলে স্নানের ও সর্ব্বব্যাপী যজ্ঞকার্য্য দ্বারা ইন্দ্রপ্রমুখ সকল দেবতার তৃপ্তিসাধনের ফল লাভ করিয়া থাকে। তাহার পিতৃপুরুষসমূহ সংসার হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৭৩॥

ইতি তত্ত্বজ্ঞানং সম্পূর্ণং।

অথ যুদ্ধপ্রকরণং।

দেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব মহাজ্ঞানং স্বরোদয়ং।

ত্রিকালবিষয়জ্ঞানং কথং ভবতি শঙ্কর॥ ১৭৪॥

পার্ব্বতী কহিলেন।—দেবদেব শিব পরমেশ্বর। যাহার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই ত্রিকালের বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, এইরূপ স্বরোদয়শাস্ত্রের মহাজ্ঞান কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন॥ ১৭৪॥

ঈশ্বর উবাচ।

অর্থকাণ্ডং জয়প্রশ্নং শুভাশুভমিতি ত্রিধা।

এতৎ ত্রিকালবিজ্ঞানং নান্যদ্ভবতি সুন্দরি॥

মহাদেব বলিলেন,—সুন্দরি! অর্থকাণ্ড, জয়প্র

* "সোম শুক্রে বুধে বাম।
হেলায় লঙ্কা জেতে রাম।"

শুভনির্ণয়—এই অতীত ভাবী ও বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞান স্বরতত্ত্ব হইতেই সম্পন্ন হয় ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

তত্ত্বে শুভাশুভং কার্য্যং তত্ত্বে জয়পরাজয়ৌ।
তত্ত্বে সমার্ঘ্যমাহার্ঘ্যং তত্ত্বে ত্রিপাদমুচ্যতে ॥ ১৭৬ ॥

স্বরতত্ত্বদ্বারা শুভ ও অশুভ কার্য্য, জয় ও পরাজয় এবং সমানমূল্যতা ও মহামূল্যতা—এই সকল বিনির্ণীত হইতে পারে ॥ ১৭৬ ॥

শিব উবাচ।

দেবদেব মহাদেব সর্ব্বসংসারতারক।
কিং নরাণাং পরং মিত্রং সর্ব্বকার্য্যার্থসাধনং ॥ ১৭৭ ॥

দেবী কহিলেন,—দেবদেব মহাদেব সর্ব্বসংসারত্রাণকারিন্! যাহা-দ্বারা সকল কার্য্য সাধন হয়, এরূপ পরমবন্ধু মনুষ্যবর্গের কি আছে, তাহা কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১৭৭ ॥

দেব্যুবাচ।

প্রাণ এব পরং মিত্রং প্রাণ এব পরঃ সখা।
প্রাণতুল্যঃ পরোবন্ধুর্নাস্তি নাস্তি বরাননে ॥ ১৭৮ ॥

শিব কহিলেন,—প্রাণই মনুষ্যদিগের প্রধান বন্ধু, প্রাণই শ্রেষ্ঠ সখা, জগতে প্রাণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মিত্র কেহই নাই ॥ ১৭৮ ॥

শিব উবাচ।

কথং প্রাণস্থিতোবায়ুর্দেহে কিং প্রাণরূপকং।
তত্ত্বেষু সঞ্চরেৎ প্রাণোজ্ঞায়তে যোগিভিঃ কথং ॥ ১৭৯ ॥

দেবী বলিলেন,—কিরূপে বায়ু প্রাণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কিরূপে শরীর প্রাণময় হইয়াছে, কিরূপে প্রাণবায়ু পঞ্চতত্ত্বে সঞ্চারিত হয় এবং এই সকল তত্ত্ব যোগিসমূহই বা কি উপায়ে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন ॥ ১৭৯ ॥

কায়নগরমধ্যে তু মারুতঃ ক্ষিতিপালকঃ। ভোজনে বচনে চৈব গতিরষ্টাদশাঙ্গুলা। প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্তা নির্গমে দ্বাদশাঙ্গুলা। প্রাণস্থে তু গতির্দেবি স্বভাবাদ্দ্বাদশা-ঙ্গুলা। গমনে চ চতুর্ব্বিংশা নেত্রবেদাস্তু ধারণে। মৈথুনে পঞ্চ-ষষ্টিশ্চ শয়নে চ শতাঙ্গুলা ॥ ১৮০ ॥

শিব কহিলেন,—নগররূপ শরীরের মধ্যে রাজরূপে বায়ু বিরাজিত রহিয়াছে। ভোজনে ও কথনে শ্বাসের বহির্দ্দেশে গতি অষ্টাদশ অঙ্গুলি-পরিমিত হয়। নাসারন্ধ্রমধ্যে শ্বাসপ্রবেশকালে দশ-অঙ্গুলিপরিমিত ও ...টে হইতে নির্গত হইবার সময়ে দ্বাদশ অঙ্গুলিপরিমিত হয়। ...য়ুর স্বাভাবিক গতি দ্বাদশ অঙ্গুলপরিমিত, গমনে চতুর্ব্বিংশতি ...প ত্রিচত্বারিংশৎ অঙ্গুলি, মৈথুনে পঞ্চষষ্টি অঙ্গুলি, ও শয়নে ...রিমাণ হইয়া থাকে ॥ ১৮০ ॥

...ন্যূন্যে প্রাণে নিষ্কামতা মতা। আনন্দস্তু দ্বিতীয়ে স্যাৎ কবিশক্তিস্তৃতীয়কে। বাচঃসিদ্ধিশ্চতুর্থে তু দূর-দৃষ্টিস্তু পঞ্চমে। ষষ্ঠে ত্বাকাশগমনং চণ্ডবেগশ্চ সপ্তমে। অষ্টমে সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ নবমে নিধয়োনব। * দশমে দশমূর্ত্তিশ্চ ছায়া-নাশোদশৈককে। দ্বাদশে হংসচারশ্চ গঙ্গামৃতরসং পিবেৎ। আনখাগ্রে প্রাণপূর্ণে কস্য ভক্ষ্যঞ্চ ভোজনং ॥ ১৮১ ॥

মনুষ্যের স্বাভাবিক শ্বাস দ্বাদশাঙ্গুল প্রবাহিত হয়। যে ব্যক্তি যোগদ্বারা ঐ দ্বাদশাঙ্গুল শ্বাসপ্রবাহ হইতে এক অঙ্গুল কমাইতে সক্ষম হয়েন, অর্থাৎ একাদশ অঙ্গুল শ্বাস বহাইতে পারেন, তাঁহার নিষ্কাম-মোক্ষলাভ হয়। ঐ রূপ দুই অঙ্গুলী কমাইলে, অর্থাৎ দশ-অঙ্গুলীপরি-মিত শ্বাস বহিলে, সর্ব্বদা আনন্দ ভোগ হয়; তিন অঙ্গুলি কমাইলে, অর্থাৎ নব অঙ্গুলি শ্বাস বাহিত হইতে থাকিলে, কবিত্বক্ষমতা প্রাপ্ত হয়; চারি অঙ্গুলি শ্বাস কমাইতে পারিলে, অর্থাৎ আট অঙ্গুলি প্রমাণ শ্বাস প্রবাহিত হইলে, বাক্‌সিদ্ধি হয়; পঞ্চাঙ্গুল শ্বাস কমাইলে, অর্থাৎ যাহার সপ্তাঙ্গুল শ্বাস বহে, তাহার সুদূরদর্শনশক্তি জন্মে; ছয় অঙ্গুল শ্বাস কমাইতে পারিলে আকাশে গমনাগমনের ক্ষমতা লাভ হয়; সপ্তাঙ্গুল শ্বাস কমাইলে অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গুলিপরিমিত শ্বাস বহিলে অত্যন্ত দ্রুতগতি হয়; অষ্টাঙ্গুল শ্বাস কমাইতে পারিলে অর্থাৎ চতুরঙ্গুল মাত্র যাঁহার শ্বাস বহে, তাঁহার অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়; নব-অঙ্গুলি শ্বাস কমাইলে, অর্থাৎ তিন অঙ্গুলপরিমিত শ্বাস প্রবাহিত হইলে, নয় প্রকার নিধি প্রাপ্ত হয়; দশ অঙ্গুল শ্বাস কমাইলে, অর্থাৎ দুই অঙ্গুল মাত্র শ্বাস বহিতে থাকিলে, ভগবতীর দশ নারিকামূর্ত্তি বা বিষ্ণুর দশ অবতারমূর্ত্তি দর্শন হয়; একাদশ অঙ্গুলি শ্বাস কমাইলে, অর্থাৎ কেবল একাঙ্গুলিপরিমিত শ্বাস যাঁহার বহিতে থাকে, সে ব্যক্তির শরীর ছায়াশূন্য হয় (দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে); এবং যাঁহার ঐ দ্বাদশ অঙ্গুল শ্বাস সমস্ত কমিয়া কেবল অন্তরমধ্যেই যোগসিদ্ধিপ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, তিনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মাকে সংমিলিত করিয়া শরীরস্থ গঙ্গানামকতীর্থসম্ভূত অমৃতরস নিত্য পান করিয়া অমর-রূপী হয়েন। † তাঁহার সমস্ত দেহ নখের অগ্রভাগপর্য্যন্ত প্রাণবায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে, অতএব সেই যোগির আহার্য্যদ্রব্যের বা আহারের প্রয়োজন থাকে না ॥ ১৮১ ॥

এবং প্রাণবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকার্য্যে ফলপ্রদঃ।
জ্ঞায়তে গুরুবাক্যেন ন বিদ্যা শাস্ত্রকোটিভিঃ ॥ ১৮২ ॥

এইরূপ প্রাণবায়ুর নিয়ম কথিত হইল, প্রাণবায়ু সর্ব্বকার্য্যেরই ফলপ্রদান করিয়া থাকে; এই প্রাণতত্ত্ববিদ্যা গুরুর প্রমুখাৎ অবগত হইবে। কোটি কোটি শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা প্রাণতত্ত্ববিদ্যা লাভ করা যায় না ॥ ১৮২ ॥

---

* কুবেরের নবধা রত্ন—
"পদ্মোঽস্ত্রিয়াং মহাপদ্মঃ শঙ্খোমকরকচ্ছপৌ।
মুকুন্দকুন্দনীলাশ্চ বর্চ্চোঽপি নিধয়োনব॥"——হারাবলী।
"তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ।
মুকুন্দনীলৌ নন্দশ্চ শঙ্খশ্চৈবাষ্টমোনিধিঃ"—মার্কণ্ডেয় পুরাণং।
† হঠ যোগাদিতে ইহার বিশেষ জানিবেন।

প্রাতশ্চন্দ্রোরবিঃ সায়ং যদি দৈবান্ন লভ্যতে।
মধ্যাহ্নান্মধ্যরাত্রাম্বা পরতস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৮৩ ॥

প্রাতঃকালে ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা ও সায়ংকালে পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসার উদয় হয়; যদি দৈবক্রমে এইরূপ উদয় না হয়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নকালের পর হইতে ইড়ানাড়ী ও মধ্যরজনীর পর হইতে পিঙ্গলা নাড়ী উদিত করিবে ॥ ১৮৩ ॥

দূরযুদ্ধে জয়ী চন্দ্রঃ সমীপে চ দিবাকরঃ।
বহন্নাড্যাং গতং পাদে সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৮৪ ॥

ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহনসময়ে যোদ্ধা কোন দূরপ্রদেশে যুদ্ধ করিতে গমন করিলে, সেই যুদ্ধে জয়ী হইবে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ করিতে হইলে, পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসা বহন সময়ে যুদ্ধযাত্রা করিবে, তাহা হইলে অবশ্য জয়ী হইবে। যখন যে দিকে নাড়ী প্রবাহিত হইবে, তখন সেই দিকের চরণ অগ্রে বিক্ষেপ করিয়া যে কার্য্যের উদ্দেশে গমন করিবে, সেই কার্য্যই সফল হইবে ॥ ১৮৪ ॥*

যাত্রারম্ভে বিবাহে চ প্রবেশে নগরাদিকে।
শুভকার্য্যেষু সর্ব্বেষু চন্দ্রচারঃ প্রশস্যতে ॥ ১৮৫ ॥

গমন আরম্ভে, বিবাহে, নগরাদি প্রবেশে ও সকল প্রকার শুভকার্য্যে ইড়া নাড়ীই শুভফলদায়িকা হয় ॥ ১৮৫ ॥

অয়নতিথিদিনেশঃ স্বীয়তত্ত্বেন যুক্তোযদি বহতি কথঞ্চিদ্ দৈবযোগেন পুংসাং। স জয়তি রিপুসৈন্যং স্তম্ভমাত্রস্বরেণ প্রভবতি ন চ বিঘ্নঃ কেশবস্যাপি লোকে ॥ ১৮৬ ॥

যে অয়নে, যে তিথিতে ও যে বারে যে যে তত্ত্ব উদিত হইয়া থাকে, সেই সেই তত্ত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া যদি কোন যোদ্ধার নাড়ী দৈবক্রমে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে সেই যোদ্ধা শত্রুসেনা জয় করিতে পারিবে, তাহার শব্দে (হুঙ্কারে) সকল শত্রু স্তম্ভিত হইবে এবং বৈকুণ্ঠলোকপর্য্যন্তও গমনে বিঘ্ন ঘটিবে না ॥ ১৮৬ ॥

জীবরক্ষং জীবরক্ষাং জীবাঙ্গে পরিধায় চ।
জীবোব্রজতি যোযুদ্ধে জীবোজয়তি মেদিনীং ॥ ১৮৭ ॥

যে যোদ্ধা প্রাণবায়ুর প্রতি লক্ষ রাখিয়া মন্ত্রাদিদ্বারা প্রাণের রক্ষা করিয়া যুদ্ধে গমন করে, সে ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সক্ষম হয় ॥ ১৮৭ ॥

ভূমৌ জলে চ কর্ত্তব্যং গমনং শান্তিকর্ম্মসু।
বহ্নৌ বায়ৌ প্রদীপ্তে তু খে পুনর্ন ভবত্যপি ॥ ১৮৮ ॥

জল ও পৃথিবীতত্ত্ব বহিবার কালে যাত্রা করিবে; বহ্নি ও বায়ুতত্ত্ব বহনসময়ে শান্তিকর্ম্ম করিবে; এবং আকাশতত্ত্ব বহনকালে কোন কার্য্য করিবে না ॥ ১৮৮ ॥

জীবেন শস্ত্রং বধ্নীয়াৎ জীবেনৈব বিকাশয়েৎ।
জীবেন প্রক্ষিপেৎ শস্ত্রং যুদ্ধে জয়তি সর্ব্বথা ॥ ১৮৯ ॥

* "বরের আগায় দিয়ে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা॥"

প্রাণবায়ু অবলম্বন করিয়াই অস্ত্রশস্ত্রে বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধজন্ত বহির্গত হইবে, এবং প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া শত্রুর প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে যোদ্ধা যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারে জয়লাভ করিবে। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিতশ্বাসাদির বহনদিক্ জানিয়া কার্য্য করিলে ফললাভ হইবে ॥ ১৮৯ ॥

আক্রম্য প্রাণপবনং সমারোহেত বাহনং।
সমুত্তরেৎ পদং দত্ত্বা সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ ॥ ১৯০ ॥

প্রাণবায়ু অবলম্বন করিয়া বাহনে অথবা যানে আরোহণ করিবে এবং যে দিকের নাসাপথে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকের চরণ অগ্রে বিক্ষেপ করিয়া বাহন অথবা যান হইতে অবরোহণ করিবে, তাহা হইলে সকল কর্ম্ম সফল হইবে ॥ ১৯০ ॥

অপূর্ণং শত্রুসামগ্রীং পূর্ণং বা স্ববলং যদা।
কুরুতে পূর্ণতত্ত্বস্থোজয়ত্যেকোবসুন্ধরাং ॥ ১৯১ ॥

পূর্ণনাড়ীতে তত্ত্ববহনকালে যে যোদ্ধা স্বীয় সেনাদি পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত করে ও কোন কৌশলে শত্রুর যুদ্ধোপকরণ দ্রব্যাদি বিনষ্ট করে, সেই ব্যক্তি একাকীই সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৯১ ॥

যন্নাড়ী বহতে চাঙ্গে তস্যামেবাধিদেবতা।
সম্মুখাপি দিশা তেষাং সর্ব্বকার্য্যফলপ্রদা ॥ ১৯২ ॥

যে দিকের নাড়ী প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকের অধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহের নির্দ্দিষ্টদিকে সম্মুখ করিয়া যদি কেহ প্রশ্ন করে, তবে, তাহার সর্ব্বকার্য্য সফল হইবে ॥ ১৯২ ॥

আদৌ তু ক্রিয়তে মুদ্রা পশ্চাদ্‌যুদ্ধং সমাচরেৎ।
সর্ব্বা মুদ্রা কৃতা যেন তেষাং সিদ্ধির্নসংশয়ঃ ॥ ১৯৩ ॥

যোদ্ধা প্রথমে বাহ্বাস্ফোট ও হুঙ্কারব্যূহরচনাদি মুদ্রা করিবে, তৎপরে যুদ্ধ করিবে। সর্ব্বপ্রকার মুদ্রা সাধন করিয়া যুদ্ধ করিলে, নিঃসন্দেহ জয় হইবে ॥ ১৯৩ ॥

চন্দ্রপ্রবাহেঽপ্যথ সূর্য্যবাহে ভটাঃ সমায়ান্তি চ যুদ্ধকামাঃ। সমীরণস্তত্ত্ববিদা প্রয়াতো যা শূন্যতা সা প্রতিকূলদৃষ্টা ॥ ১৯৪ ॥

ইড়ানাড়ীই হউক, অথবা পিঙ্গলা নাড়ীই হউক, যে নাড়ীতে বায়ু পূর্ণরূপে প্রবাহিত হয়, সেই দিক্ অবলম্বন করিয়া সৈন্যবর্গ যু[illegible] করিলে, যুদ্ধে জয় হইবে, এবং যে নাড়ীতে বায়ুতত্ত্ব বহিতেছে না, [illegible] দিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলে, পরাজয় হইবে।—ইহা স্বরতত্ত্ববিৎ কহেন ॥ ১৯৪ ॥

যদ্দিশং বহতে বায়ুর্যুদ্ধং তদ্দিশি দাপয়েৎ।
জয়ত্যেব ন সন্দেহঃ শক্রোঽপি যদি বাগ্র[illegible]

যে দিকের নাড়ীতে বায়ু বহিবে, সেই দিকে[illegible] যুদ্ধযাত্রা করিলে, যোদ্ধা যদি ইন্দ্রের সহিত স[illegible] সন্দেহ জয়ী হইবে ॥ ১৯৫ ॥

যত্র নাড্যাং বহেদ্বায়ুস্তদন্তঃ প্রাণমেব চ।
আকৃষ্য গচ্ছেৎ কর্ণান্তং জয়ত্যেব পুরন্দরং ॥ ১৯৬ ॥

যে নাড়ীতে বায়ু বহিতেছে, তাহার মধ্যস্থিত প্রাণবায়ুকে কর্ণের প্রান্তভাগপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া, যুদ্ধে গমন করিলে, ইন্দ্রকেও জয় করিতে পারা যায় ॥ ১৯৬ ॥

প্রতিপক্ষপ্রহারেভ্যঃ পূর্ণাঙ্গং যোঽভিরক্ষতি।
ন তস্য রিপুভিঃ শক্তির্বলিষ্ঠৈরপি হন্যতে ॥ ১৯৭ ॥

যে ব্যক্তি বিপক্ষের আঘাত হইতে নাড়ীতে শ্বাস পূর্ণ করিয়া অর্থাৎ কুম্ভক যোগাচরণ করিয়া, আপনাকে রক্ষা করে, তাহাকে নষ্ট করিতে বলবান্ শত্রুবর্গেরও ক্ষমতা হয় না ॥ ১৯৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনী বংশে পাদঙ্গুষ্ঠস্তথা ধ্বনিঃ।
যুদ্ধকালে চ কর্ত্তব্যং লক্ষযোদ্ধা জয়ী ভবেৎ ॥ ১৯৮ ॥

বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জ্জনী ও পদাঙ্গুলিদ্বারা যুদ্ধকালে বাহ্বাস্ফোট ও পাদাস্ফোট শব্দ-আদি করিবে, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাকেও পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১৯৮ ॥

নিশাকরে রবৌ চারে মধ্যে যস্য সমীরণঃ।
স্থিতোরক্ষেদ্ দিগন্তানি জয়াকাংক্ষী নরঃ সদা ॥ ১৯৯ ॥

যে সময়ে ইড়া বা পিঙ্গলা, যে দিকের নাড়ীতে বায়ুতত্ত্ব প্রবাহিত হইবে, সেই সময়ে জয়াভিলাষী যোদ্ধা স্বীয় সেনাব্যূহের সেই দিকের প্রান্তভাগ রক্ষা করিবে ॥ ১৯৯ ॥

শ্বাসপ্রবেশকালেষু দূতোজল্পতি বাঞ্ছিতং।
তস্যার্থাঃ সিদ্ধিমায়ান্তি নির্গমেনৈব সুন্দরি ॥ ২০০ ॥

নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবিষ্ট হইবার কালে দূত কোন প্রশ্ন করিলে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে এবং শ্বাস নির্গত হইবার কালে প্রশ্ন করিলে, কার্য্য সম্পন্ন হইবে না ॥ ২০০ ॥

লাভাদীন্যপি কার্য্যাণি পৃষ্টানি কীর্ত্তিতানি চ।
জীবে বিশন্তি সিধ্যন্তি হানির্নিঃসরণে ভবেৎ ॥ ২০১ ॥

নাসিকাবিবরে শ্বাস প্রবেশসময়ে লাভ-আদি কর্ম্মের প্রশ্ন হইলে, অবশ্য সুসিদ্ধ হইবে এবং শ্বাস নির্গমকালে প্রশ্ন করিলে, ক্ষতি বুঝাইবে ॥ ২০১ ॥

ইতি শ্বাসপ্রবেশকালে প্রশ্নফলম্।

...র দক্ষা স্বকীয়া চ স্ত্রিয়াং বামা প্রশস্যতে ॥ ২০২ ॥

...দক্ষিণ নাড়ী এবং স্ত্রীলোকের বাম নাড়ীই প্রশস্ত ॥ ২০২ ॥

...দ্ধকালে চ তিস্রোনাড্যশ্চ যা গতিঃ ॥ ২০৩ ॥

...পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিন নাড়ীর গতিরোধ করিয়া ... ॥

...বিনা ভেদং স্বরঃ কথং ॥
...নৈব জীবোজপতি সর্ব্বদা ॥ ২০৪ ॥

...হংসঃ চারের ভেদ যে ব্যক্তি না অবগত আছেন, তাঁহার স্বরতত্ত্ব সিদ্ধি কিরূপে হইবে? নাসিকাতে শ্বাস প্রবেশকালে হংকার এবং নাসা হইতে শ্বাস নির্গমকালে সঃকার উচ্চারিত হয়। প্রকৃতি (শক্তিরূপিণী) দেবতার হংসঃ ও পুরুষ (শিবরূপী) দেবতার সোঽহম্—এই দুই বাক্য জপ হইয়া থাকে। সোঽহম্, অর্থাৎ তিনিই আমি, আমিই সেই পরমব্রহ্মরূপী—ইত্যাকার নিত্যজ্ঞান মহাযোগীর হইয়া থাকে। সোঽহং এবং হংসঃ—এই দুই পদ প্রাণবায়ু (জীব) সর্ব্বদা জপ করিতেছে ॥ ২০৪ ॥

শূন্যাঙ্গং পূরিতং কৃত্বা জীবাঙ্গং গোপয়েদ্ যদি।
জীবাঙ্গে ঘাতমাপ্নোতি শূন্যাঙ্গং রক্ষতে সদা ॥ ২০৫ ॥

যুদ্ধকালে বায়ুশূন্য নাড়ীকে শ্বাসদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া অর্থাৎ কুম্ভকদ্বারা শরীরে বায়ু প্রবিষ্ট করিয়া প্রাণকে গোপন অর্থাৎ রক্ষা করিবে। শ্বাসপূর্ণ অঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, শ্বাসবিহীন অঙ্গকে রক্ষা করিবে ॥ ২০৫ ॥

বামে বাপ্যথবা দক্ষে যদি পৃচ্ছতি পৃচ্ছকঃ।
তত্র ঘাতোন জায়েত শূন্যে ঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২০৬ ॥

স্বরতত্ত্ববেত্তার বাম বা দক্ষিণ দিগে অবস্থিত হইয়া প্রশ্নকর্ত্তা যুদ্ধে আঘাতবিষয়ক প্রশ্ন করিলে, যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইতেছে, সে দিকের অঙ্গে আঘাত হইবে না এবং যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে না, সেই দিকের অঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত হইবে ॥ ২০৬ ॥

ভূতত্ত্বেনোদরে ঘাতঃ পাদস্থানেঽম্বুনা ভবেৎ। উরঃস্থানেঽগ্নিতত্ত্বেন করস্থানে চ বায়ুনা। শিরসি ব্যোমতত্ত্বেন কৃত আঘাতনির্ণয়ঃ ॥ ২০৭ ॥

পৃথিবীতত্ত্ব বহনকালে প্রশ্ন হইলে যোদ্ধার উদরে আঘাত লাগিবে ঐরূপ জলতত্ত্ব বহনে পদে, অগ্নিতত্ত্ববহনে বক্ষঃস্থলে, বায়ুতত্ত্ব বহনে হস্তে এবং আকাতত্ত্ববহনে মস্তকে আঘাত লাগিবে। এইরূপ পঞ্চপ্রকার আঘাত স্বরোদয়শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে ॥ ২০৭ ॥

ইতি তত্ত্বেন ঘাতস্থাননির্ণয়ঃ।

যুদ্ধকালে তদা চন্দ্রঃ স্থায়ী জয়তি নিশ্চিতং।
যদা সূর্য্যপ্রবাহস্তু বাদী বিজয়তে তদা ॥ ২০৮ ॥

যুদ্ধকালে যখন ইড়ানাড়ী প্রবাহিত হয়, তখন স্থায়ী অর্থাৎ স্বরাজ্যস্থিত রাজা বা যোদ্ধা নিশ্চিত জয়লাভ করিবে এবং যখন পিঙ্গলানাড়ী প্রবাহিত হয়, তখন বিপক্ষ জয়ী হইবে ॥ ১০৮ ॥

জয়োমধ্যে তু সন্দেহোনাড়ীমধ্যে তু লক্ষয়েৎ। সুষুম্নায়াং গতঃ প্রাণঃ সমরে শমসঙ্কটে ॥ যস্যাং নাড্যাং ভবেচ্চারস্তাদৃশঃ যুদ্ধমাশ্রয়েৎ। তেনাসৌ জয়মাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২০৯—২১০ ॥

যে নাড়ী অবলম্বন করিয়া যে সময়ে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, সেই সময় আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, তাহা হইলে যোদ্ধা জয় প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২০৯—২১০ ॥

যদি সংগ্রামকালে তু বামনাড্যাং সদা বহেৎ।
স্থায়িনো বিজয়ং বিন্দ্যাৎ রিপুবশ্যাদয়োঽপি চ ॥ ২১১ ॥

যদি যুদ্ধকালে ইড়ানাড়ীতে সর্ব্বদা স্বর বাহিত হয়, তবে স্বরাশ্রিত যোদ্ধা বিজয়ী হইবে এবং শত্রুও বশীভূত ও পরাজিত হইবে ॥ ২১১ ॥

যদি সংগ্রামকালে তু সূর্য্যস্তু ব্যাবৃতো বহেৎ।
তদা যায়ী জয়ং বিন্দ্যাৎ সদেবাসুরমানবাৎ ॥ ২১২ ॥

যদি যুদ্ধসময়ে পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসায় শ্বাস আবর্ত্তগতিক্রমে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে যুদ্ধযাত্রাকারী ব্যক্তি দেব, অসুর বা মানবের সহিত যুদ্ধেও জয়ী হইবে ॥ ২১২ ॥

রণে হরতি শত্রুস্তং বামায়াং প্রবিশেন্নরঃ।
স্থানং বিধাবচারাভ্যাং জয়ং সূর্য্যেণ ধাবতি ॥ ২১৩ ॥

বামনাসায় শ্বাস প্রবেশসময়ে যোদ্ধা শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে এবং দক্ষিণনাসা হইতে শ্বাসনির্গমকালেও যোদ্ধা জয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ২১৩ ॥

যোধদ্বয়কৃতে প্রশ্নে পূর্ণস্থ প্রথমোজ্জয়ঃ।
রিক্তে চৈব দ্বিতীয়স্তু জয়ী ভবতি নান্যথা ॥ ২১৪ ॥

দুই যোদ্ধার জয়পরাজয়াদিসম্পর্কে প্রশ্ন হইলে, পৃচ্ছক যে দিকে অবস্থান করিয়া প্রশ্ন করিবে, যদি সেই দিকের নাসাতে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম যোদ্ধার জয় বুঝাইবে এবং যদি সেই দিকের নাসায় শ্বাসবহন না হইতে থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় যোদ্ধার জয় বুঝাইবে ॥ ২১৪ ॥

পূর্ণনাড়ীগতঃ পৃষ্ঠে শূন্যাঙ্গঞ্চ তদগ্রতঃ।
শূন্যস্থানে কৃতঃ শত্রুর্ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১৫ ॥

পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রশ্নকর্ত্তা যদি শত্রুর জয়পরাজয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে ও সেই সময়ে দক্ষিণনাসায় শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে শত্রুর মৃত্যু হইবে। ঐরূপ যদি সম্মুখভাগ হইতে প্রশ্ন হয় ও সে সময়ে বামনাসা শূন্য থাকে, অর্থাৎ তাহাতে শ্বাস না বহে, তাহা হইলেও শত্রুর মৃত্যু বুঝাইবে ॥ ২১৫ ॥

বামাচারে সমং নাম যস্য তস্য জয়োভবেৎ।
পৃচ্ছকো দক্ষিণে ভাগে বিজয়ী বিষমাক্ষরঃ ॥ ২১৬ ॥

জয়পরাজয়সম্পর্কে প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নকালে যদি ইড়া অর্থাৎ বামনাসায় শ্বাস প্রবাহিত হয় এবং যোদ্ধার যদি সম অক্ষরে নাম হয়, তাহা হইলে জয় হইবে। ঐরূপ প্রশ্নকালে দক্ষিণনাসা বহন হয় ও বিষম অক্ষরে যদি যোদ্ধার নাম হয়, তাহা হইলেও জয়লাভ হইবে ॥ ২১৬ ॥

যদা পৃচ্ছতি চন্দ্রস্থস্তদা সন্ধানমাদিশেৎ।
পৃচ্ছেদ্যদা চ সূর্য্যস্থস্তদা জানীহি বিগ্রহং ॥ ২১৭ ॥

বামনাসা বহনকালে প্রশ্ন হইলে সন্ধি ও দক্ষিণনাসা বহনসময়ে যুদ্ধ হইবে ॥ ২১৭ ॥

ইতি বামদক্ষিণভেদেন প্রশ্নে সন্ধিবিগ্রহকথনম্ ॥

পার্থিবে চ ভবেদ্যুদ্ধং সন্ধির্ভবতি বারুণে।
বহ্নৌ যুদ্ধে জয়ো ভঙ্গো মৃত্যুর্বায়ৌ চ নাভসে ॥ ২১৮ ॥

প্রশ্নকালে পৃথ্বীতত্ব বহন হইলে যুদ্ধ হইবে, জলতত্ব বহনে সন্ধি, অগ্নিতত্ত্ব বহনে যুদ্ধে জয়, বায়ুতত্ব বহনে যুদ্ধে ভঙ্গ এবং আকাশতত্ব বহনে বিনাশ হইবে ॥ ২১৮ ॥

ইতি তত্ত্ববিশেষেণ যুদ্ধজ্ঞানম্ ॥

নৈমিত্তিকপ্রমাদাদ্বা যদা ন জ্ঞায়তেঽনিলঃ।
প্রশ্নকালে তদা কুর্য্যাদিদমন্যং যত্নেন বুদ্ধিমান্ ॥ ২১৯ ॥

প্রশ্নকালে কোন কারণবশতই হউক, বা কোন ভ্রমবশতই হউক, যদি বায়ুতত্ব প্রবাহিত হইতেছে কি না পরিজ্ঞাত না হওয়া যায়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যত্নের সহিত এই দুইটি কার্য্য করিবে ॥ ২১৯ ॥

নিশ্চলাং ধারণাং কৃত্বা পুষ্পং হস্তাৎ নিপাতয়েৎ।
পূর্ণাঙ্গে পুষ্পপতনং শূন্যে বা তৎফলং বদেৎ ॥ ২২০ ॥

প্রথমতঃ স্থিররূপে কুম্ভক করিবে, দ্বিতীয়তঃ একটি পুষ্পগ্রহণ করিবে, পরে হস্ত হইতে সেই পুষ্প ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবে। সেই পুষ্প যে দিকে পতিত হইবে, সেই দিকের নাসায় যদি শ্বাস বহিতে থাকে, তবে পূর্ণনাড়ী বহনের যাদৃশ ফল তাহাই হইবে এবং সে নাসায় যদি শ্বাস না বহিতে থাকে, তাহা হইলে শূন্যনাড়ীর যেরূপ ফল, তাহাই ঘটিবে ॥ ২২০ ॥

তিষ্ঠন্ পবিশন্ বাপি প্রাণমাকর্ষয়েন্নিজং।
মনোভঙ্গমকুর্ব্বাণঃ সর্ব্বকার্য্যেষু পূজিতঃ ॥ ২২১ ॥

দণ্ডায়মান হইয়া বা উপবিষ্ট হইয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক অর্থাৎ অন্যমনস্ক না হইয়া স্বরতত্ত্ববিদ্‌যোগী স্বকীয় প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিবে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যে পূজিত হইবে ॥ ২২১ ॥

ন কালো বিবিধং ঘোরং ন শস্ত্রং ন চ পন্নগাঃ।
ন শত্রুর্ব্যাধিচৌরাদ্যাঃ শূন্যস্থং নাশিতুং ক্ষমাঃ ॥ ২২২ ।

যেদিকে অবস্থিত হইয়া পৃচ্ছক প্রশ্ন করিবে, সেই দিকের নাসা যদি সেই সময়ে প্রবাহিত না হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তাকে দুঃসময়, নানারূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা, অস্ত্রশস্ত্র, সর্প, শত্রু, পীড়া, চৌর প্রভৃতি কিছুতেই নষ্ট করিতে সক্ষম হয় না ॥ ২২২ ॥

জীবেন স্থাপয়েদ্বায়ুং জীবেনারম্ভয়েৎ পুনঃ।
জীবেন ক্রীড়তে নিত্যং দ্যূতং জয়তি সর্ব্বদা ॥ ২২৩ ॥ *

প্রাণবায়ুদ্বারা হৃদয়মণ্ডলে বায়ুতত্বকে স্থাপিত করিবে, পরে প্রাণবায়ুদ্বারা কুম্ভক আরম্ভ করিবে, এইরূপে যে ব্যক্তি জীবদ্বারা অর্থাৎ প্রাণবায়ুর অবলম্বনে দ্যূতক্রীড়া অথবা যুদ্ধ করিবে, সে সেই ক্রীড়ায় বা যুদ্ধে সকল সময়ে জয়লাভ করিবে ॥ ২২৩ ॥

কথঞ্চিদ্ বিজয়ী যুদ্ধে স্বরজ্ঞানং বিনা পুনঃ। স্বরজ্ঞানবলাদগ্রে সকলং কোটিধা ভবেৎ। ইহলোকে পরত্রৈব স্বর-

* জীবেন ক্রিয়তে নিত্যং যুদ্ধং জয়তি সর্ব্বদা।
ইতি পাঠান্তরম্।

জ্ঞানী বলী সদা। দশশতাযুতং লক্ষং দেশাধিপফলং ক্বচিৎ।
শতক্রতুসুরেন্দ্রাণাং বলং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ২২৪ ॥

স্বরশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে রাজা কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে? স্বরোদয়শাস্ত্র অবগত থাকিলে সকল কার্য্যই কোটি কোটি প্রকারে সফল হইয়া থাকে। স্বরতত্ত্ববেত্তা ইহজগতে এবং পরজগতে সর্ব্বদাই শক্তিসম্পন্ন হয়েন। সহস্র অযুত বা লক্ষ সৈন্যের ও রাজার যে শক্তি, স্বরজ্ঞানী যোগী এ সকল অপেক্ষাও অধিকতম সামর্থ্যসমন্বিত হয়েন। দেবরাজ ইন্দ্রের অপেক্ষাও কোটিগুণ বল স্বরশাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতজনের হইয়া থাকে ॥ ২২৪ ॥

ওঁকারঃ সর্ব্ববর্ণানাং ব্রহ্মাণ্ডে ভাস্করো যথা।
মর্ত্ত্যলোকে তথা পুজ্যঃ স্বরজ্ঞানী পুমানপি ॥ ২২৫ ॥

অক্ষরসমূহের মধ্যে ওঁকার যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সূর্য্য যেমন প্রদীপ্ত, স্বরশাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তি পৃথিবীর মধ্যে সেইরূপ পূজনীয় ॥ ২২৫ ॥

একাক্ষরপ্রদাতারং নাড়ীভেদনিবেদকং।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ ॥ ২২৬ ॥

স্বরশাস্ত্রশিক্ষাদাতা গুরু, যিনি সমস্ত নাড়ীর বিবরণ শিক্ষাদান করেন, এতাদৃশ গুরুকে এবং যে গুরু স্বরোদয়ের এক অক্ষরমাত্রও বিবৃত করেন, সেই গুরুকে পৃথিবীমধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা প্রদান করিয়া, তাঁহার নিকটে শিষ্য ঋণশূন্য হইতে পারে ॥ ২২৬ ॥

দেব্যুবাচ।

পরস্পরং মনুষ্যাণাং যুদ্ধে প্রোক্তো জয়স্তথা।
যমযুদ্ধে সমুৎপন্নে মনুষ্যাণাং কথং জয়ঃ ॥ ২২৭ ॥

দেবী কহিলেন,—মনুষ্যবর্গের পরস্পর যুদ্ধে জয়পরাজয় আদি সমস্ত আপনি বিবৃত করিলেন। এক্ষণে যমের সহিত যুদ্ধ, অর্থাৎ পীড়া আদি উপস্থিত হইলে, তাহাতে কিরূপে জয় অর্থাৎ পরিত্রাণ লাভ হইবে, তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ২২৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

ধ্যায়েদ্দেবং স্থিরে জীবে জুহুয়াজ্জীবসঙ্গমে।
ইষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহালাভো জয়ো ভবেৎ ॥ ২২৮ ॥

মহাদেব কহিলেন,—প্রাণবায়ুকে কুম্ভকদ্বারা নিশ্চল করিয়া তত্ত্বরূপী ব্রহ্মের ধ্যান করিবে এবং জীবসঙ্গমে হোম করিবে, অর্থাৎ প্রাণবায়ুতে তত্ত্বসমূহকে পরস্পর সংমিলিত করিবে, তাহা হইলে অভীষ্টসাধন, পরম লাভ, যুদ্ধে জয় প্রভৃতি সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হইবে ॥ ২২৮ ॥

নিরাকারাৎ সমুৎপন্নং সাকারং সকলং জগৎ।
তৎসাকারং নিরাকারে জ্ঞানে ভবতি তন্ময়ং ॥ ২২৯ ॥

আকারবিরহিত পরমব্রহ্মহইতে এই আকারবিশিষ্ট সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব আকারহীন ব্রহ্মজ্ঞান হইতে এই সমস্ত জগৎকে সাকারব্রহ্মময় জ্ঞান করিবে ॥ ২২৯ ॥

ইতি পবনবিজয়স্বরোদয়ে যুদ্ধপ্রকরণম্ ॥

অথ দেবীবশীকরণং।

শ্রীদেব্যুবাচ।

নরযুদ্ধং যমযুদ্ধং ত্বয়ং প্রোক্তং মহেশ্বর।
ইদানীং দেবদেবীনাং বশীকরণকং বদ ॥ ২৩০ ॥

দেবী কহিলেন,—পরমেশ্বর! আপনি আমাকে নরযুদ্ধ ও যমযুদ্ধ (রোগ মৃত্যু আদি) এই দুইটি বিষয় বলিলেন। অধুনা দেব ও দেবী-সমূহের বশীকরণ কিরূপে করিতে হয়, তাহা বলুন ॥ ২৩০ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

চন্দ্রং সূর্য্যেণ চাকৃষ্য স্থাপয়েজ্জীবমণ্ডলে।
আজন্মবশগা বামা কথিতোঽয়ং তপোধনৈঃ ॥ ২৩১ ॥

শঙ্কর বলিলেন,—ইড়ানাড়ীকে পিঙ্গলানাড়ীদ্বারা আকর্ষণ করিয়া প্রাণের আধার অর্থাৎ হৃদয়ে স্থাপিত করিবে। এইরূপে যে নায়িকার সাধনা করিবে, সেই নায়িকাই আজীবন বশীভূত হইয়া থাকিবে।—ইহা মহর্ষিগণ কহিয়াছেন ॥ ২৩১ ॥

জীবেন গৃহ্যতে জীবো জীবোজীবস্য দীয়তে। জীবস্থানে গতো জীবো বালা জীবান্তবশ্যকৃৎ ॥ চন্দ্রং পিবতি সূর্য্যেণ সূর্য্যং পিবতি চন্দ্রতঃ। অন্যোন্যকালভাবেন জীবেদাচন্দ্রতারকং ॥ ২৩২—২৩৩ ॥

যে ব্যক্তি ইড়ানাড়ীকে পিঙ্গলাতে এবং পিঙ্গলানাড়ীকে ইড়াতে আনয়ন করিতে সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তি জগতে যতকালপর্য্যন্ত চন্দ্র তারাদির অস্তিত্ব থাকিবে, ততকাল জীবিত থাকিবে, অর্থাৎ যোগসিদ্ধি-প্রভাবে অমরত্ব লাভ করিবে ॥ ২৩২—২৩৩ ॥

এতজ্জানাতি যো যোগী এতৎ পঠতি নিত্যশঃ।
সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তো লভতে বাঞ্ছিতং ফলং ॥ ২৩৪ ॥

যে যোগী এই নাড়ীসঞ্চালনক্রিয়া অবগত আছেন, এবং এই স্বর-জ্ঞানশাস্ত্র নিত্য অধ্যয়ন করেন, তাঁহারই সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং অভিলষিত ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৩৪ ॥

শেফাঙ্গে বহতে নাড়ী তন্নাড়ীরোধনং কুরু।
করে বদ্ধা স্বমুক্তস্য জরণং জয়তে যুবা ॥ ২৩৫ ॥
উভয়োঃ কুম্ভকং কৃত্বা মুখে শ্বাসং নিপীয়তে।
নিশ্চলা চ যদা নাড়ী দেবকন্যা বশং কুরু ॥ ২৩৬ ॥
রাত্রৌ চ যামবেলায়াং প্রসুপ্তে কামিনীজনে।
ব্রহ্মবীজং পিবেদ্যস্তু বালাজীবহরোনরঃ ॥ ২৩৭ ॥

ইতি দেবীবশ্যপ্রকরণং।

অথ স্ত্রীবশীকরণং।

অষ্টাক্ষরং জপিত্বা তু তস্মিন্ কালে ঋতৌ সতি।
তৎক্ষণং দীয়তে চন্দ্রো মোহমায়াতি কামিনী ॥ ২৩৮ ॥
শয়নে বা প্রসঙ্গে বা * * * পি বা।
যঃ সূর্য্যেণ পিবেচ্চন্দ্রং সভবেন্মকরধ্বজঃ ॥ ২৩৯ ॥

শিবমালিঙ্গিতে শক্ত্যা প্রসঙ্গে দক্ষিণেঽপি বা।
তৎক্ষণাদ্দাপয়েদ্‌যস্তু মোহয়েৎ কামিনীশতং ॥ ২৪০ ॥

সপ্তনবত্রয়ঃ পঞ্চবারান্ সঙ্গাংস্তু সূর্য্যগে।
চন্দ্রে দ্বিতূর্য্যষট্‌কৃত্বা বশ্যা ভবতি কামিনী ॥ ২৪১ ॥

সূর্য্যচন্দ্রৌ সমাকৃষ্য সর্পাক্রান্ত্যাধরোষ্ঠয়োঃ। মহাপদ্মে মুখং স্পৃষ্ট্বা বারং বারমিদং চরেৎ। আপ্রাণমেতি পদ্মস্য যাবন্নিদ্রাবশঙ্গতা। পশ্চাজ্জাগ্রতবেলায়াং চোষ্যতে গলচক্ষুষী। অনেন বিধিনা কামী বশয়েৎ সর্ব্বকামিনীং। ইদং ন বাচ্যমস্মিন্নিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি ॥ ২৪২ ॥

ইতি স্ত্রীবশ্যপ্রকরণং ॥

অথ গর্ভপ্রকরণং।

ঋতুকালভবা নাড়ী পঞ্চমেঽহ্নি যদা ভবেৎ।
সূর্য্যচন্দ্রমসোর্যোগে সেবনাৎ পুত্রসম্ভবঃ ॥ ২৪৩ ॥

শঙ্খবল্লী গবাং দুগ্ধং পৃথ্ব্যাপোবহতে যদা। ভর্ত্তুরত্রে বদেদ্বাক্যং গর্ভং দেহি ত্রিভির্ব্বচঃ। ঋতুস্নাতা পিবেন্নারী ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ। রূপলাবণ্যসম্পন্নো নরসিংহঃ প্রসূয়তে ॥২৪৪॥

সুষুম্না সূর্য্যগঞ্চেন ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ।
অঙ্গহীনঃ পুমান্ যস্তু জায়তে কৃশবিগ্রহঃ ॥ ২৪৫ ॥

সুষুম্না নাড়ীর দক্ষিণনাসাতে স্থিতিকালে যদি ঋতু রক্ষা হয় তবে সেই গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র অঙ্গহীন ও কৃশ হইবে ॥ ২৪৫॥

বিষমাঙ্কে দিবারাত্রৌ বিষমাঙ্কে দিনাধিপঃ।
চন্দ্রনেত্রাগ্নিতত্ত্বেষু বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪৬ ॥

দিবা কিম্বা রাত্রি মধ্যে পিঙ্গলা অর্থাৎ রবিনাড়ীর বহনকালে পৃথ্বী, জল ও অগ্নিতত্ত্বের বহন সময়ে ঋতু রক্ষা করিলে বন্ধ্যানারী পুত্র লাভ করে ॥ ২৪৬॥

* * রক্তে রবিঃ পুংসাং শুরতান্তে সুধাকরঃ।
অনেন ক্রমযোগেন নাদত্তে দৈবদগুকঃ ॥ ২৪৭ ॥

* * রক্তে রবিঃ পুংসাং স্ত্রিয়াশ্চৈব সুধাকরঃ ॥
উভয়োঃ * * প্রাপ্তে বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪৮ ॥

ইতি কন্যাপুত্রজন্মনিদানম্ ॥

চন্দ্রনাড়ী বহেৎ প্রশ্নে গর্ভে কন্যা তদা ভবেৎ।
সূর্য্যে ভবেত্তদা পুত্রঃ শূন্যে গর্ভো নিহন্যতে ॥ ২৪৯ ॥

ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসাতে শ্বাসবহনকালে যদি গর্ভপ্রশ্ন হয়, তবে গর্ভে কন্যা এবং পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাতে শ্বাস বহনকালে প্রশ্ন হইলে নিশ্চয় পুত্র হইবে; এবং সুষুম্না নাড়ী অর্থাৎ উভয় নাসায় শ্বাস বহনকালে প্রশ্ন হইলে সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪৯ ॥

চন্দ্রে স্ত্রী পুরুষঃ সূর্য্যে মধ্যমার্গে নপুংসকঃ।
গর্ভপ্রশ্নে যদা দূতস্তদা পুত্রঃ প্রজায়তে ॥ ২৫০ ॥

ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহনকালে গর্ভপ্রশ্ন হইলে কন্যা, পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বহনকালে পুত্র এবং সুষুম্নানাড়ী বহনকালে প্রশ্ন করিলে গর্ভে নপুংসক স্থির করিবে। গর্ভপ্রশ্ন হইলে উক্তরূপ শ্বাস জানিয়া গর্ভস্থ পুত্র বা কন্যা নির্ণয় করিবে ॥ ২৫০ ॥

পৃথ্ব্যাং পুত্রী জলে পুত্রঃ কন্যকা তু প্রভঞ্জনে। তেজস্যা গর্ভপাতঃ স্যান্নভস্যপি নপুংসকঃ। শূন্যে শূন্যং যুগে যুগ্মং গর্ভপাতস্য সংক্রমে ॥ ২৫১ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভপ্রশ্ন করিলে সেই গর্ভে কন্যা, এইরূপ জলতত্ত্বের উদয়কালে পুত্র, বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে কন্যা, অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভপাত এবং আকশতত্ত্বের উদয়কালে প্রশ্ন হইলে নপুংসক স্থির করিবে। শূন্য নাড়ীতে প্রশ্ন হইলে গর্ভ হয় নাই, যুগ্ম নাড়ীতে প্রশ্ন হইলে গর্ভে যমজ সন্তান নিশ্চয় করিবে এবং নাড়ীর সন্ধি সময়ে প্রশ্ন হইলে গর্ভপাত বুঝায় ॥ ২৫১ ॥

সূর্য্যভাগে কৃতে পুত্রশ্চন্দ্রচারে তু কন্যকা। বিষুবে গর্ভপাতঃ স্যাদ্ ভাবী বাথ নপুংসকঃ। তত্ত্বৈরথ বিজানীয়াৎ কথিতা তত্ত্ব সুন্দরি ॥ ২৫২ ॥

পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে পুত্র, ইড়ানাড়ী বহনকালে কন্যা এবং উভয় নাড়ী অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীর বহনকালে প্রশ্ন হইলে গর্ভপাত অথবা নপুংসক বুঝায়। স্বরশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয় নির্ণয় করিয়া থাকেন ॥ ২৫২ ॥

গর্ভাধানং মারুতে স্যাচ্চ দুঃখী দিশা খ্যাতোবারুণে সৌখ্যযুক্তঃ। গর্ভস্রাবী স্বল্পজীবী চ বহ্নৌ ভোগী ভব্যঃ পার্থিবেনার্থযুক্তঃ ॥ ২৫৩ ॥

বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে, সেই সন্তান দুঃখী হইবে; জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সন্তান সুখী হয় ও তাহার খ্যাতি দিগন্তপর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে গর্ভগ্রহণ হইলে, গর্ভস্রাব হয়, অথবা সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে অল্পজীবী হয় এবং পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে, সেই সন্তান সুখী সৌভাগ্যবান্ ও ধনশালী হইয়া থাকে ॥ ২৫৩॥

ধনবান্ সৌখ্যসংযুক্তো ভোগবান্ গর্ভসংস্থিতঃ।
স্যান্নিত্যং বারুণে তত্ত্বে ব্যোম্নি গর্ভো নিহন্যতে ॥ ২৫৪ ॥

জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, গর্ভস্থ সন্তান ধনসম্পত্তিসম্পন্ন, ভোগবান্ ও সুখী এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে গর্ভনাশ হয় ॥ ২৫৪ ॥

মাহেন্দ্রে চ সুতোৎপত্তির্ব্বারুণে দুহিতা ভবেৎ।
শেষেষু গর্ভহানিঃ স্যাজ্জাতমাত্রস্য বা মৃতিঃ ॥ ২৫৫ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে গর্ভাধান হইলে, পুত্র জন্মে; জলতত্ত্বের উদয়ে কন্যা এবং অন্যান্য তত্ত্বের অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভহানি, অথবা জন্মমাত্র সন্তান নষ্ট হয় ॥ ২৫৫ ॥

রবিমধ্যগতশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রমধ্যগতোরবিঃ।
জ্ঞাতব্যং গুরুতঃ শীঘ্রং ন বিদ্যা শাস্ত্রকোটিভিঃ ॥ ২৫৬ ॥

পিঙ্গলাতে ইড়ানাড়ীর আনয়ন এবং ইড়াতে পিঙ্গলায় আনয়ন ক্রম

যে স্বরোদয়শাস্ত্রে শিক্ষা করা যায়, সেই পরমবিদ্যাগুরুর সমীপ হইতে সত্বরেই বিজ্ঞাত হইবে। এই তত্বজ্ঞান, অন্যান্য কোটি কোটি শাস্ত্রে দর্শন থাকিলেও গুরুর উপদেশভিন্ন, লাভ হয় না॥ ২৫৬॥

অথ সংবৎসর প্রকরণং।

চৈত্রশুক্লপ্রতিপদি প্রাতস্তত্ত্ববিভেদতঃ। পশ্যেদ্বিচক্ষণো-যোগী দক্ষিণে চোত্তরায়ণে। চন্দ্রস্তোদয়বেলায়াং বহমানোঽথ তত্ত্বতঃ॥ ২৫৭॥

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপৎতিথির প্রভাত সময়ে অর্থাৎ চান্দ্র বৎসরে আরম্ভকালে এবং দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের প্রারম্ভসময়ে বিচক্ষণ যোগী ব্যক্তি তত্ত্বসমূহ নির্ণয় করিয়া দেখিবে যে, ইড়ানাড়ীর উদয়কালে অর্থাৎ বামনাসিকাদ্বে শ্বাসপ্রবহন সময়ে কোন্ তত্বের বহন হই-তেছে॥ ২৫৭॥ *

পৃথিব্যাপস্তথা বায়ুঃ সুভিক্ষ্যং সর্ব্বশস্তজং।
তেজোব্যোম্নি ভয়ং ঘোরং দুর্ভিক্ষ্যং কালতত্ত্বতঃ॥ ২৫৮॥

যদি ঐ সময়ে পৃথিবীতত্ব, জলতত্ব, বা বায়ুতত্বের বহন হয়, তাহা হইলে পৃথিবী সর্ব্বপ্রকার শস্তে পরিপূর্ণা হইবে এবং সুভিক্ষ হইবে; আর যদি ঐ সময়ে হয়, অগ্নি বা আকাশ তত্বের উদয় তবে পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ২৫৮॥

এবং তত্ত্বফলং জ্ঞেয়ং বর্ষে মাসে দিনে তথা। পৃথিব্যাদিক-তত্ত্বেন দিনমাসাব্দজং ফলং। শোভনঞ্চ তথা দুষ্টং ব্যোম-মারুতবহ্নিভিঃ॥ ২৫৯॥

এইরূপে বৎসর, মাস ও দিনের ফল তত্বের উদয়ানুসারে বিজ্ঞাত হইবে। বর্ষ, মাস ও দিনের শুভ বা অশুভ ফল পৃথ্বী, আকাশ, বায়ু অগ্নি আদি তত্বের বহনদ্বারা পরিজ্ঞাত হইবে॥ ২৫৯॥

মধ্যমা ভবতি ক্রূরা দুষ্টা চ সর্ব্বকর্ম্মসু।
দেশভঙ্গমহারোগক্লেশকষ্টাদিদুঃখদা॥ ২৬০॥

যদি ঐ সময়ে মধ্যমা অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ী প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে সকল কর্ম্মেই ক্রূর ও অশুভ ফল হয় এবং রাষ্ট্রবিপ্লব, মহাপীড়া, ক্লেশ, কষ্ট, দুঃখ প্রভৃতি হইয়া থাকে॥ ২৬০॥

মেষসংক্রান্তিদিবসে স্বরভেদং বিচারয়েৎ।
সম্বৎসরফলং ব্রূয়াল্লোকানাং তত্ত্বচিন্তকঃ॥ ২৬১॥

লোকতত্বচিন্তক যোগী মেষসংক্রমণদিবসে স্বরভেদ বিচার করিয়া সম্বৎসরের ফলাফল বলিবে; অর্থাৎ বিচার দ্বারা অব্দ, মাস ও দিনের সমস্ত ফল বলিতে পারা যায়॥ ২৬১॥

সুভিক্ষ্যং রাষ্ট্রবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ বহুশস্যা বসুন্ধরা।
বহুবৃষ্টিস্তথা সৌখ্যং পৃথ্বীতত্ত্বং বহেদ্ যদি॥ ২৬২॥

এই মেষসংক্রান্তিসময়ে যদি পৃথিবীতত্ব বহন হয়, তবে বহুবৃষ্টি, সুখ সৌভাগ্যবর্দ্ধন, সুভিক্ষ, রাজ্যবৃদ্ধি ও বসুধা বহুশস্যশালিনী হয়॥ ২৬২॥

অতিবৃষ্টিঃ সুভিক্ষং স্যাদারোগ্যং সৌখ্যমেব চ।
বহুশস্যা তথা পৃথ্বী জলতত্ত্বং বহেদ্ যদি॥ ২৬৩॥

ঐ কালে যদি জলতত্বের বহন হয়, তবে অতিবৃষ্টি, সুভিক্ষ, নিরোগিতা, সুখবৃদ্ধি ও পৃথিবীতে অনেক শস্যের উৎপত্তি হইবে॥ ২৬৩॥

দুর্ভিক্ষং রাষ্ট্রভঙ্গঃ স্যাদ্রোগোৎপত্তিস্তু দারুণা।
স্বল্পাদল্পতরা বৃষ্টিরগ্নিতত্ত্বং বহেদ্যদি॥ ২৬৪॥

ঐ সময়ে অগ্নিতত্ব প্রবাহিত হইলে, দুর্ভিক্ষ, রাজ্যনাশ, দারুণ পীড়ার উৎপত্তি. এবং অতি-অল্প বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ২৬৪॥

উৎপাতোপদ্রবাভীতিরল্পা বৃষ্টিঃ স্যুরীতয়ঃ।
মেষসংক্রান্তিবেলায়াং বায়ুতত্ত্বং বহেদ্যদি॥ ২৬৫॥

মেষসংক্রান্তিবেলাতে যদি বায়ুতত্ব বহন হয়. তাহা হইলে প্রাকৃতিক-ঘটনা অর্থাৎ ঝঞ্ঝা-বাত্যা-বন্যা-দিগ্‌দাহ-নির্ঘাৎ-অশনি উল্কাপাত আদি-হইতে উৎপাত. দস্যু-শত্রু-রাজা-প্রভৃতি-হইতে উপদ্রব, ভীতি এবং অতি-বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল. ইন্দুর ও পক্ষী হইতে শস্যনাশ ও প্রতিকূল রাজা—এই ছয়টি ঈতি হইয়া থাকে॥ ২৬৫॥

উদ্গারতাপজ্বরভীতিরল্পা বৃষ্টিঃ ক্ষিতৌ ভবেৎ। মেষ-সংক্রান্তিবেলায়াং ব্যোমতত্ত্বং বহেদ্যদি। তত্রাপি শূন্যতা জ্ঞেয়া শস্যাদীনাং সুখস্য চ॥ ২৬৬॥

মেষসংক্রান্তিসময়ে যদি আকাশতত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে মনুষ্য-বর্গের উদ্গার, তাপ, জ্বর, ভয় ও ক্লেশ এবং পৃথিবীতে অল্পবৃষ্টি ও শস্যাদির অনুৎপত্তি ঘটিয়া থাকে॥ ২৬৬॥

---

* বৎসর দুই প্রকার————সৌর ও চান্দ্র। রাশিচক্রের কোন স্থানকেই বৎসরের প্রথম আরম্ভ বলা যাইতে পারা যায় না; যেহেতু সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এজন্য সূর্য্যমার্গের যে স্থানে সূর্য্যের আগমনে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়, এবং যে দুইটি স্থানে অয়ন শেষ হইবে, সেই চারিটি স্থানের কোন এক স্থানকে রাশিচক্রের আরম্ভ বলা যাইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ সূর্য্যমার্গের যে দুইটি স্থানে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়, ও তন্মধ্যে যে স্থানে সূর্য্যের আগমনে দিবা ও রাত্রিমান সমান হইয়া ক্রমশঃ দিনবৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং রবির দিন দিন প্রখরতর তেজোবৃদ্ধি হয়, সেই স্থানকেই মহাবিষুবসংক্রান্তি স্থির করিয়া অয়নাংশজনিত মাস ও বৎসরের আরম্ভ বলিয়া থাকেন। ঐ দিবস হইতে দিবামান ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া সূর্য্যমার্গের যে স্থানে সূর্য্যের আগমনে আর দিবামান বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, সেই স্থানকে উত্তরায়ণের শেষ ও দক্ষিণায়নের আরম্ভ বলা যায়; এবং ঐ স্থান হইতে দিনমান যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই পরিমাণে ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে পুনরায় যে স্থানে সমান হইবে, সেই স্থানকে বিষুবসংক্রান্তি বলা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত মহাবিষুব হইতে দিনমান ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং বিষুব হইতে দিনমান ক্রমে হ্রাস হইতে থাকিল, এইরূপে হ্রাস হইতে হইতে সূর্য্যমার্গের যে স্থানে সূর্য্যের আগমনে আর হ্রাস হইল না, সেই স্থানে দক্ষিণায়ন শেষ হইয়া উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়; এবং এস্থান হইতে পূর্ব্বে যে পরিমাণে দিনমান হ্রাস হইয়াছিল, সেই পরিমাণে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রবি এইরূপে রাশিচক্রের ৩৬০ অংশে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ও ১৪ অনুপলে ভ্রমণ করিয়া পুনরায় মহাবিষুবরেখায় আগমন করেন। এই বৎসরের নাম সৌরবৎসর।

ঐ মহাবিষুবরেখায় যে সময়ে রবির আগমন হইবে, তাহার যে কতিপয় দিবস অগ্রে বা পশ্চাতে শুক্লপ্রতিপৎ আরম্ভ হইবে, সেই অবধি চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবৎসরের আরম্ভ কহা যায়। অতএব, ঐ শুক্লপক্ষ প্রতিপৎ এবং উপরি উক্ত উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভে প্রাতঃকালে শ্বাস, প্রশ্বাস ও তত্ত্ব বহন জানিয়া সম্বৎসরের ফলাফল বলিবে।

পূর্ণে প্রবেশনে শ্বাসে স্বস্বতত্ত্বেন সিদ্ধিদঃ ॥ ২৬৭ ॥

যে নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহন হয়, সেই নাসিকায় শ্বাস প্রবেশ সময়ে স্বীয় স্বীয় তত্ত্বের উদয়ে সেই বৎসরে সর্ব্বশুভ হইয়া থাকে ॥ ২৬৭ ॥

সূর্য্যো চন্দ্রেঽন্যথাভূতে সংগ্রহঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ। বিষমে বহ্নি তত্ত্বস্য জায়তে কেবলং নভঃ। তৎ কুর্য্যাদ্বস্তুসংগ্রাহং দ্বিমাসে চ মহার্ঘয়া ॥ ২৬৮ ॥

মেষসংক্রমণসময়ে, যেরূপে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ ইড়া বহিবার সময়ে পিঙ্গলা বহিলে এবং পিঙ্গলা বহিবার কালে ইড়া বহিলে, সম্বৎসর ধরিয়া দুর্ভিক্ষ-মন্ব-ন্তরাদি-জনিত নানাবিধ ক্লেশ মানবগণের ভোগ করিতে হয়। অতএব বৎসরের প্রথম সময়েই শস্যসামগ্রী-প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে, তাহা হইলে সমস্ত সুসিদ্ধ হইবে, কোন অমঙ্গল থাকিবে না। সুষুম্না নাড়ীতে যদি ঐ সময়ে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে কেবল আকাশতত্ত্বের উদয়ফল অবগত হইবে, অর্থাৎ সে বৎসর ঘোরতর অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকিবে। অতএব, বৎসরারম্ভেই দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিবে; কারণ বৎসরের প্রথম দুই মাস না অতিবাহিত হইতে হইতেই শস্যাদি অতীব মহার্ঘ হইয়া যাইবে ॥২৬৮ ॥

স্বরজ্ঞানং শিবং পশ্যেল্লক্ষ্মীপতিস্তথা ভবেৎ।

একত্র শরীরং যস্য সুখং তস্য সদা ভবেৎ। ২৬৯ ॥

স্বরশাস্ত্রবেত্তার সর্ব্বত্র মঙ্গল হইয়া থাকে, তিনি অতুল বিভবশালী হয়েন। যে স্বরতত্ত্ববিদ্‌যোগী এক নাড়ীকে অপর নাড়ীতে পরিচালিত, বা উভয় নাড়ীকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বদা সুখ ঐশ্বর্য্যাদি সম্ভোগে সমর্থ হয়েন ॥ ২৬৯ ॥

নাড়ীত্রয়ং বিজানাতি তত্ত্বজ্ঞানং তথৈব চ।

নৈব তেন ভবেত্তুল্যং লক্ষকোটিরসায়নং ॥ ২৭০ ॥

যে মহাজন ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এবং পঞ্চতত্ত্বের বিষয় বিজ্ঞাত আছেন, তাঁহার সহিত লক্ষকোটি সুবর্ণ রৌপ্য-ঔষধাদির উৎপাদক রসায়নশাস্ত্রজ্ঞানী ব্যক্তিও সমতুল্য হইতে পারেন না ॥ ২৭০ ॥

রবৌ সংক্রমণে নাড়ী শশাঙ্কে চ প্রবর্ত্ততে।

সলিলে বহ্নিযোগেঽপি রৌরবং জগতীতলে ॥ ২৭১ ॥

ইতি পবনবিজয়স্বরোদয়ে সম্বৎসরফলং।

মেষসংক্রমণকালে যদি নাড়ীতে জলতত্ত্ববহনসময়ে অগ্নিতত্ত্বের সংযোগ হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে রৌরবনামক ঘোরনরকতুল্য মহাক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৭১ ॥ *

অথ রোগপ্রকরণং।

মহীতত্ত্বে স্বরোগঞ্চ জলে চ জলমাতরঃ। রবৌ চারে তেজস্তত্ত্বে বায়ুতত্ত্বে চ শাকিনী। শূন্যতত্ত্বেন রোগশ্চ পিত্তদোষসমুদ্ভবঃ ॥ ২৭২ ॥

পীড়সাম্পর্কীয় প্রশ্নকালে যদি পৃথিবীতত্ত্বের উদয় হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তার আপনার রোগ বুঝাইবে; জলতত্ত্বের উদয় হইলে জলমাতৃকা * কর্ত্তৃক যে যে উৎকট পীড়া হয়, তাহাই ঘটিবে; দক্ষিণ নাসিকাতে যদি শ্বাস সঞ্চারিত হয় ও তাহাতে অগ্নি বা বায়ুতত্ত্বের বহন হইতে থাকে, তাহা হইলে শাকিনীকর্ত্তৃক যে ভয়ঙ্কর রোগ জন্মে, তাহাই হইবে, এবং যদি আকাশতত্ত্বের বহন হয়, তবে পিত্তদোষ জন্য ব্যামোহ জন্মিবে ॥ ২৭২ ॥

দানং পুণ্যং দ্বিজাতীনাং পিণ্ডশ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ২৭৩ ॥

ব্রাহ্মণবর্গকে দান ও পিতৃপুরুষাদির পিণ্ডপ্রদান শ্রাদ্ধ-প্রভৃতি পুণ্যজনক কার্য্য করিলে, এই সকল রোগের শান্তি হয়, ॥ ২৭৩ ॥

আদৌ শূন্যগতং পৃচ্ছেৎ পশ্চাৎ পূর্ণোবিশেদ্‌যদি।

মূর্চ্ছিতেঽপি ধ্রুবং জীবেৎ যদর্থং পরিপৃচ্ছতি ॥ ২৭৪ ॥

যে দিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করে, সেই দিকের নাসারন্ধ্র প্রশ্নের পূর্ব্বে যদি শূন্য থাকে এবং প্রশ্নের পরই পূর্ণ হইয়া বহন হয়, তাহা হইলে যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সে ব্যক্তি মূর্চ্ছিত থাকিলেও নিশ্চয় জীবিত হইয়া উঠিবে ॥ ২৭৪ ॥

চন্দ্রস্থানে স্থিতো জীবঃ সূর্য্যস্থানে চ পৃচ্ছতি।

তদা প্রাণবিনির্ম্মুক্তো যদি বৈদ্যশতৈর্বৃতঃ ॥ ২৭৫ ॥

রবিস্থানে অবস্থিত হইয়া যদি প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করে, ও সেই সময়ে যদি ইড়ানাড়ী বহিতে থাকে, তাহা হইলে যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে, শত শত চিকিৎসকদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২৭৫ ॥

পিঙ্গলায়াং স্থিতোজীবো বামে দূতশ্চ পৃচ্ছতি।

তদাপি ম্রিয়তে রোগী যদি ত্রাতা মহেশ্বরঃ ॥ ২৭৬ ॥

পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসারন্ধ্রে যদি বায়ু বহে, ও পৃচ্ছক বামভাগে থাকিয়া প্রশ্ন করে, তবে সাক্ষাৎ মহাদেব পরিত্রাণকর্ত্তা থাকিলেও রোগির মৃত্যু হইবে ॥ ২৭৬ ॥

দক্ষিণেন যদা বায়ুর্দ্দুঃখং রৌদ্রাক্ষরং বদেৎ। তদা জীবতি জীবোঽসৌ চন্দ্রে সমফলং ভবেৎ। জীবাকারঞ্চ বা ধৃত্বা জীবাকারং বিলোকয়ন্। জীবস্থো জীবিতং পৃচ্ছেত্তস্যাজ্জীবতি তে ধ্রুবং ॥ ২৭৭—২৭৮ ॥

দক্ষিণনাসাতে যদি বায়ু বহিতে থাকে, ও বিষমবর্ণে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে রোগী অতি কষ্টেই আরোগ্যলাভ করিতে সক্ষম হইবে এবং বামনাসায় বায়ু বহনকালে বিষমাক্ষরে প্রশ্ন হইলেও সমান ফল হইবে ॥ ২৭৭—২৭৮ ॥

* চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে বিদ্যুৎপাতঃ স্বলক্ষয়ঃ।
মূলমাসায় মেষান্তে কুক্ষে চৈত্রে নিরীক্ষয়েৎ।
সজলা নির্জ্জলা পৃথ্বী নির্জ্জলা সজলা তথা।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কস্মিংশ্চিদ্‌গ্রন্থে দৃশ্যতে।

* জলমাতৃকা, শাকিনী, জলকুমার, ঠাকুর পেঁচো (পঞ্চানন,) চোঙ্গালে, মাকাল (মহাকাল,) বাবাঠাকুর, বেতাল, ষষ্ঠী, শীতলা, ঘেঁটু (ঘণ্টাকর্ণ,) ভূত, প্রেত, ডাকিনী ইত্যাদি কতিপয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারা নানাবিধ ক্লেশদ পীড়া উৎপাদিত করিয়া থাকেন, এইরূপ তান্ত্রিকী প্রসিদ্ধি প্রচলিত আছে।

প্রশ্নে বাধঃস্থিতো জীবস্তদা জীবো হি জীবতি।
ঊর্দ্ধচারগতোজীবো যাতি জীবো যমালয়ং ॥ ২৭৯ ॥

অধঃস্থিত বায়ু বহনকালে প্রশ্ন করিলে, যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে; সেই ব্যক্তি নীরোগী হইয়া জীবিত থাকিবে এবং ঊর্দ্ধস্থিত বায়ু বহনকালে প্রশ্ন হইলে পীড়িত ব্যক্তি অবশ্য মৃত্যুপথের পথিক হইবে ॥ ২৭৯ ॥

বিপরীতাক্ষরং প্রশ্নে রিক্তায়াং পৃচ্ছকোযদি।
বিপর্য্যয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং বিষমস্যোদয়ে সতি ॥ ২৮০ ॥

যে দিকের নাসারন্ধ্র শ্বাসশূন্য থাকে, সেই দিকে অবস্থিত হইয়া যদি পৃচ্ছক বিপরীত বর্ণে (অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে সম ও ইড়ানাড়ীতে বিষম অক্ষরে) প্রশ্ন করে, তবে বিপরীত ফল অর্থাৎ অমঙ্গল হইবে এবং সুষুম্নানাড়ীর বহনেও ঐ ফল হইবে ॥ ২৮০ ॥

যস্মিন্ ভাগে চরেজ্জীবস্তত্রস্থঃ পরিপৃচ্ছতি।
তদা জীবতি জীবোঽসৌ যদি রোগৈঃ প্রপীড়িতঃ ॥ ২৮১ ॥

যে দিকের নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকে অবস্থিত হইয়া যদি পৃচ্ছক রোগীর সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তবে সেই ব্যক্তি নানাবিধ পীড়ায় অভিভূত থাকিলেও অবশ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ২৮১ ॥

বাতোদয়ে বাতকরঞ্চ ভক্ষ্যং পিত্তোদয়ে পিত্তকরঞ্চ ভক্ষ্যং। শ্লেষ্মোদয়ে শ্লেষ্মকরঞ্চ ভক্ষ্যং পুংসি প্রভুক্তে প্রভবন্তি রোগাঃ ॥ ২৮২ ॥

বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে যদি বায়ুজনক দ্রব্য, অগ্নিতত্ত্ব বহনসময়ে পিত্তবর্দ্ধক বস্তু এবং জলতত্ত্ববহনকালে শ্লেষ্মকারক সামগ্রী ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে সেই সেই রোগের বৃদ্ধি হইবে ॥ ২৮২ ॥

একস্য ভূতস্য বিপর্য্যয়েণ রোগাভিভূতির্ভবতীহ পুংসাম্।
তয়োর্দ্বয়োর্বন্ধুসুহৃদ্বিপত্তিঃ পক্ষত্রয়ে ব্যত্যয়তোমৃতিঃ স্যাৎ ॥২৮৩

একতত্ত্বের বিপরীত বহনে স্বকীয় পীড়ার বৃদ্ধি এবং তত্ত্বদ্বয়ের বিপরীত উদয়ে মিত্র-স্বজন-প্রভৃতির বিপৎ বুঝাইবে। যদি ঐরূপ তত্ত্বের বিপরীত উদয় পক্ষত্রয় ব্যাপিয়া হইতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চই মৃত্যু সংঘটিত হইবে ॥ ২৮৩ ॥

অথ কালজ্ঞানং।

মাসাদৌ বৎসরাদৌ চ পক্ষাদৌ চ যথাক্রমম্।
কালক্ষয়ং পরীক্ষেত বায়ুচারবশাৎ সুধীঃ ॥ ২৮৪ ॥

বৎসরের আরম্ভে, মাসের আরম্ভে বা পক্ষের আরম্ভে স্বরতত্ত্ব বহন বিচার করিয়া স্বরোদয়ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিবে ॥২৮৪॥

পঞ্চভূতাত্মকং দেহং শশিস্নেহেন সিঞ্চিতম্ ॥
রক্ষয়েৎ সূর্য্যবাতেন তেন জীবঃ স্থিরোভবেৎ ॥ ২৮৫ ॥

চন্দ্র অর্থাৎ ইড়ানাড়ী হইতে নিঃসৃত অমৃতসিঞ্চনদ্বারা এবং সূর্য্য অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীর শ্বাস প্রবহন হইতে উদ্ভূত তাপদ্বারা পঞ্চতত্ত্বময় শরীর পরিরক্ষিত হইতেছে। ইহাতেই জীব জীবনধারণপুরঃসর স্থির রহিয়াছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত ভুবনস্থ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জড়পদার্থজীবপ্রভৃতি সমুদায়ই নিশাযোগে চন্দ্রনিঃসৃত অমৃত-প্লাবনে স্নিগ্ধ হইয়া এবং দিবাযোগে সূর্য্যসম্ভূত উত্তাপ সংপ্রাপ্তিতে অভিতপ্ত হইয়া পুষ্ট, বর্দ্ধিত ও জীবিত রহিতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের সমাকর্ষণীশক্তি হইতে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে স্বরতত্ত্বপ্রবহণে মানবদেহ অবিচলিতরূপে স্থির রহিয়াছে ॥ ২৮৫ ॥

মারুতং বন্ধয়িত্বা তু সূর্য্যং বন্ধয়তে যদি।
অভ্যাসাজ্জীবতে জীবঃ সূর্য্যঃ কালেঽপি বঞ্চতে ॥ ২৮৬ ॥

যদি শ্বাসপ্রবহণ রোধ, অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া সূর্য্য অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ী বন্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে যোগী ব্যক্তি এই অভ্যাসক্রমে দীর্ঘকালপর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। পিঙ্গলানাড়ীর শ্বাস-বহন বন্ধকরা কালক্রমে অভ্যাসদ্বারা সংসাধিত হয়। ইহাই মৃত্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণের প্রধান উপায় ॥ ২৮৬ ॥

গগনাৎ স্রবতে চন্দ্রঃ কায়াপদ্মানি সিঞ্চতি।
কর্ম্মযোগসদাভ্যাসাদমরতে শশিনঃ প্লবাৎ ॥ ২৮৭ ॥

আকাশতত্ত্ব বহনকালে চন্দ্র অর্থাৎ ইড়ানাড়ীহইতে অমৃত নিঃস্যন্দিত হইতে থাকে। সর্ব্বদা যোগাভ্যাসদ্বারা যোগী ব্যক্তি শরীরস্থ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার—এই কতিপয় পদ্মে ঐ অমৃত সিঞ্চিত করেন। এই যোগের নাম কর্ম্মযোগ। যোগী এই ইড়ানাড়ীর অমৃতপ্লাবন হইতেই চিরজীবী হইয়া আনন্দ পরিভোগ করেন ॥ ২৮৭ ॥

শশাঙ্কং বারয়েদ্রাত্রৌ দিবা বার্য্যো দিবাকরঃ।
ইত্যভ্যাসরতো যোগী স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮৮ ॥

রজনীযোগে ইড়ানাড়ী রুদ্ধ রাখিবে, অর্থাৎ বামনাসাপুটে শ্বাস বহন তুলাদ্বারা রোধ করিয়া কেবল দক্ষিণনাসাপুটে (পিঙ্গলানাড়ীতে) ই স্বর চালিত করিবে, ঐরূপ দিবাভাগে পিঙ্গলা রোধ করিয়া ইড়ানাড়ীতেই শ্বাস প্রবাহিত করিবে। যে ব্যক্তি এবম্বিধ নাড়ীরোধপ্রক্রিয়া নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ যোগী, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৮৮ ॥

দিবা ন পূজয়েল্লিঙ্গং রাত্রৌ দেবীং ন পূজয়েৎ।
রহসি জ্ঞানজনকং পঞ্চসূত্রে সমন্বিতং ॥ ২৮৯ ॥

দিবসে শিব ও রাত্রিতে শক্তি পূজা করিবে না, অর্থাৎ দিবসে পিঙ্গলা ও রাত্রিতে ইড়ানাড়ীতে শ্বাস সঞ্চালিত করিবে না। এই পঞ্চতত্ত্বসংযুক্ত স্বরচালনজ্ঞান অতি গোপনে সাধন করাই কর্ত্তব্য ॥ ২৮৯ ॥

অহোরাত্রং যদৈকত্র বহতে যস্য মারুতঃ।
তদা তস্য ভবেদায়ুঃ সম্পূর্ণবৎসরত্রয়ং ॥ ২৯০ ॥

বৎসরের প্রথম, মাসের প্রথম, বা পক্ষের প্রথম দিনে এক দিবা-রজনী যাহার উভয় নাসাপুটে শ্বাস একত্রে সমতুল্যবেগে প্রবাহিত হয়, তাহার সেই দিন হইতে সম্পূর্ণ তিন বৎসর পরে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥২৯০॥

অহোরাত্রদ্বয়ং যস্য পিঙ্গলায়াং সদাগতিঃ।
তস্য বর্ষদ্বয়ং জ্ঞেয়ং জীবিতং তত্ত্ববেদিভিঃ॥ ২৯১॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার দুই দিবারাত্রি ব্যাপিয়া পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুপ্রবাহিত হয়, সে ব্যক্তি সেই দিন হইতে দুই বৎসরপর্য্যন্ত জীবিত থাকে, ইহা স্বরশাস্ত্রবেত্তা যোগিগণই বলিয়া থাকেন॥ ২৯১॥

ত্রিরাত্রং বহতে যস্য বায়ুরেকপুটে স্থিতঃ।
বৎসরং যাবদায়ুঃ স্যাৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ২৯২॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার তিন রজনী ধরিয়া এক নাসিকারন্ধ্রে, অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি সে দিন হইতে এক বৎসরমাত্র জীবনধারণ করিয়া থাকে; ইহা স্বরতত্ত্বজ্ঞানী যোগীরা বলিয়া থাকেন॥ ২৯২॥

রাত্রৌ চন্দ্রো দিবা সূর্য্যো বহেদ্যস্য নিরন্তরম্।
বিজানীয়াত্তস্য মৃত্যুঃ ষণ্মাসাভ্যন্তরে সুধীঃ॥ ২৯৩॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার রজনীযোগে ইড়া এবং দিনের বেলায় পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ু নিরন্তর বহিয়া থাকে, তাহার মৃত্যু সেই দিন হইতে ষণ্মাসের মধ্যে হয়॥ ২৯৩॥

একাদিষোড়শাহানি যদি ভানুর্নিরন্তরম্।
বহেদ্যস্য চ বৈ মৃত্যুঃ শেষাহেন চ মাসিকৈঃ॥ ২৯৪॥

যাহার বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিন অবধি ষোল দিনপর্য্যন্ত দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাস নিরন্তর বহে, তাহার মৃত্যু সেই দিন হইতে এক মাসের শেষ দিবসে হইবে॥ ২৯৪॥

সম্পূর্ণং বহতে সূর্য্যশ্চন্দ্রমা নৈব দৃশ্যতে।
পক্ষেণ জায়তে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাষিতম্॥ ২৯৫॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুর বহন অবিচ্ছেদে হয় এবং বামনাসাপুটে বায়ু প্রবাহিত হয় না, তাহার সেই দিবস হইতে এক পক্ষের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে, ইহা স্বরজ্ঞানী যোগিগণ বলিয়াছেন॥ ২৯৫॥

সম্পূর্ণং বহতে চন্দ্রঃ সূর্য্যো নৈব চ দৃশ্যতে।
মাসেন দৃশ্যতে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাষিতম্॥ ২৯৬॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথমদিনে যাহার ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসারন্ধ্রে শ্বাস অবিচ্ছেদে বহে, কিন্তু দক্ষিণনাসারন্ধ্রে বায়ু বহন হয় না, তাহার সে দিন হইতে এক মাসমধ্যে আয়ুঃশেষ হইয়া থাকে, ইহা কালজ্ঞ যোগীরাই কহিয়া থাকেন॥ ২৯৬॥

মূত্রং পুরীষং বায়ুশ্চ সমকালং প্রজায়তে।
তদাসৌ চলিতো জ্ঞেয়ো দশাহে ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥২৯৭॥

ঐরূপ যাহার মূত্র, মল ও অধোবায়ু এককালেই নির্গত হয়, সেই ব্যক্তির সেই দিন হইতে দশ দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২৯৭॥

এবং চন্দ্রপ্রবাহক্ষ সুখলাভোজয়স্তথা।
সূর্য্যচন্দ্রপ্রণাশে তু সদ্যোমৃত্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ২৯৮॥

এবম্বিধ উপায়ে চন্দ্র অর্থাৎ ইড়ানাড়ীতে স্বর প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইলে, সুখ, লাভ ও জয় হইয়া থাকে। যাহার বাম ও দক্ষিণ নাসাতে একবারেই বায়ুবহন নিবৃত্ত হয়, তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে॥ ২৯৮॥

অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
আয়ুর্হীনা ন পশ্যন্তি চতুর্থং মাতৃমণ্ডলম্॥ ২৯৯॥

আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিরা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থিত অরুন্ধতী ও ধ্রুব নামক তারা এবং বিষ্ণুপদত্রয় অর্থাৎ মাতৃমণ্ডল নামক নক্ষত্র দেখিতে পায় না॥ ২৯৯॥

অরুন্ধতী ভবেজ্জিহ্বা ধ্রুবোনাসাগ্রমুচ্যতে।
ভ্রুবোর্মধ্যে বিষ্ণুপদং তারকং মাতৃমণ্ডলম্॥ ৩০০॥

যেমন আকাশে বিশেষ বিশেষ তারা নক্ষত্রাদির বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা আছে, তেমন শরীরমধ্যে নাসাজিহ্বাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও পৃথক্ পৃথক্ ঐরূপ সংজ্ঞা আছে। যথা—জিহ্বার নাম অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্রভাগের নাম ধ্রুব, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানকে বিষ্ণুপদ বলা যায় এবং চক্ষুস্তারা মাতৃমণ্ডল বলিয়া অভিহিত হয়॥ ৩০০॥

নব ভ্রুবঃ সপ্তঘোষা পঞ্চ তারা ত্রিনাসিকা।
জিহ্বামেকদিনং প্রোক্তং ম্রিয়তে মানবোধ্রুবম্॥ ৩০১॥

যাদৃশ আকাশস্থ অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুর পদত্রয় ও মাতৃমণ্ডল, যাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সে ব্যক্তি দেখিতে পায় না, তাদৃশ জিহ্বাগ্র, নাসাগ্র, ভ্রূমধ্যভাগ ও চক্ষুর তারকা যে জনের দৃষ্টিগোচর না হয়, সেই ব্যক্তি শীঘ্রই বিগতায়ুঃ হইয়া থাকে। ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ যে ব্যক্তির দর্শন না হয়, তাহার সেই দিন হইতে নয় অথবা সাত দিবসপরে মৃত্যু হয়॥ চক্ষুস্তারা না দৃষ্ট হইলে পঞ্চ দিনপরে, নাসাগ্রভাগ না দৃষ্ট হইলে তিন দিনপরে এবং জিহ্বার অগ্রভাগ না দৃষ্ট হইলে এক দিনপরে নিশ্চই মৃত্যু হয়॥ ৩০১॥

কোণমক্ষ্ণোরঙ্গুলীভ্যান্তু কিঞ্চিৎ পীড্য নিরীক্ষয়েৎ।
যদা ন দৃশ্যতে বিন্দুর্দশাহেন জনোমৃতঃ॥ ৩০২॥

চক্ষুস্তারা কিরূপে দৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।—

চক্ষুঃ নিমীলিত করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষুর যে কোন কোণ কিঞ্চিৎ পীড়িত করিলে, যে দিকে পীড়িত করিবে, তাহার বিপরীতভাগে চক্ষুরমধ্যে তারকাকৃতি উজ্জ্বলপ্রভাবিশিষ্ট একটি বিন্দু পরিদৃষ্ট হয়, সেই তারকাবিন্দু যে ব্যক্তি না দেখিতে পায়, তাহার মৃত্যু সেই দিন হইতে দশ দিনের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে॥ ৩০২॥

ইতি পবনবিজয়স্বরোদয়ে কালজ্ঞানম্॥

অথ নাড়ীজ্ঞানম্।

ইড়া গঙ্গেতি বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা যমুনা নদী।
মধ্যে সরস্বতীং বিন্দ্যাৎ প্রয়াগাদিসমস্ততঃ॥ ৩০৩॥

ইড়ানাড়ীকে গঙ্গা, পিঙ্গলাকে যমুনা এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থিত

সুষুম্নাকে সরস্বতী নদী কহা যায়। এই দেহমধ্যে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিবেণীরূপ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী যে স্থানে সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলের নাম তীর্থরাজপ্রয়াগ। গুহ্যদেশ ও অঙ্গমূলের মধ্যভাগে যে চক্র আছে, তাহার নাম মূলাধারপদ্ম, এই মূলাধারের অভ্যন্তরদেশে কন্দমূল নামে এক স্থান আছে, ঐ একস্থানহইতেই অন্যান্য নাড়ীসমূহের সহিত ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই প্রধান তিনটী নাড়ী উদ্ভূত হইয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৃথক্ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই নাড়ীত্রয়ের এক উদ্ভবস্থানকেই ত্রিবেণীসঙ্গমস্থল প্রয়াগতীর্থ কহে॥৩০৩॥

আদৌ সাধনমাখ্যাতং সদ্যঃ প্রত্যয়কারকম্।
বদ্ধপদ্মাসনো যোগী বন্ধয়েদুড্ডীয়ানকম্॥ ৩০৪॥

প্রথমে সদ্যোবিশ্বাসপ্রদ যোগসাধনপ্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথমে যোগী বদ্ধপদ্মাসন করিয়া উপবিষ্ট হইবে॥ পরে উড্ডীয়ান নামক বন্ধ করিবে॥ ৩০৪॥ *

পূরকঃ কুম্ভকশ্চৈব রেচকশ্চ তৃতীয়কঃ।
জ্ঞাতব্যো যোগিভির্নিত্যং দেহসংসিদ্ধিহেতবে॥ ৩০৫॥

শরীরের সংশোধনের নিমিত্ত পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ত্রিবিধ উপায়ে প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা নিত্য যোগিগণের জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ইড়াতে পূরক, সুষুম্নাতে কুম্ভক ও পিঙ্গলাতে রেচক এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ পিঙ্গলাতে পূরক, সুষুম্নাতে কুম্ভক ও ইড়াতে রেচক হইয়া থাকে॥ ৩০৫॥

পূরকঃ কুরুতে পুষ্টিং ধাতুসাম্যং তথৈব চ। কুম্ভকঃ স্তম্ভনং কুর্য্যাজ্জীবরক্ষাবিবর্দ্ধনম্। রেচকো হরতে পাপং কুর্য্যাদ্‌যোগপদং ব্রজেৎ। পশ্চাৎ সংগ্রামবত্তিষ্ঠেৎ পদ্মে বন্ধে চ কারয়েৎ॥ ৩০৬—৩০৭॥

পূরকদ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হয়, এবং পিত্ত, কফ ও শ্লেষ্মা এই ত্রিবিধ ধাতুর একতমের প্রকোপ না হইয়া সাম্যাবস্থা থাকে। কুম্ভকদ্বারা উদরের অভ্যন্তরে শ্বাস স্তম্ভিত করিয়া রাখিবে। ইহাদ্বারা জীবন রক্ষা ও বৃদ্ধি হয়। রেচকদ্বারা শরীরগত সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, অর্থাৎ পূরকদ্বারা বহিঃস্থ বিশুদ্ধ বায়ু শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া কুম্ভকদ্বারা দেহাভ্যন্তরে দূষিত বাষ্পাদি আকর্ষণ করিয়া রেচকদ্বারা বহির্নিঃসারিত করিবে, তাহা হইলেই শরীর বিশুদ্ধ ও কলুষবিহীন হয়। অবশেষে প্রাণায়ামের অবসান হইলে পদ্মাসন ত্যাগ করিয়া বীরাসনে ক্ষণকাল অবস্থিত হইবে॥ ৩০৬—৩০৭॥

কুম্ভয়েৎ সহজং বায়ুং যথাশক্ত্যা প্রযত্নতঃ। রেচয়েচ্চন্দ্রমার্গেণ সূর্য্যেণ পূরয়েৎ সুধীঃ। চন্দ্রং পিবতি সূর্য্যশ্চ সূর্য্যং পিবতি চন্দ্রমাঃ। অন্যোঽন্যকালভাবেন জীবেদাচন্দ্রতারকম্॥ ৩০৮—৩০৯॥

যোগশিক্ষার সময়ে প্রথমে একবারেই অধিক সংখ্যায় প্রাণায়াম করিবে না। যথাসাধ্য যত্নের সহিত ক্রমশঃ অনায়াসগ্রাহ্য বায়ুগ্রহণদ্বারা কুম্ভক করিবে। অর্থাৎ চারিবার ওঁকার জপ করিতে যতকাল লাগে, তৎপরিমিত সময়মধ্যে পূরক করিবে, ষোলবার ওঁকার জপে যতটুকু সময় লাগে, তাহার মধ্যে কুম্ভক করিবে এবং আঠবার ওঁকার জপের যতটুকুকাল, তন্মধ্যে রেচক করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রাণায়াম-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়। একবারেই চারিশত ওঁকার জপে পূরক, ষোলশত ওঁকার জপে কুম্ভক ও আটশত ওঁকারজপে রেচক করিলে না, নতুবা পীড়াদিদ্বারা ব্যাঘাত ঘটিবে। প্রথমে দক্ষিণনাসাপথে বায়ুগ্রহণ করিয়া পূরক করিবে এবং বামনাসাপথদ্বারা বায়ুনিঃসারণ করিয়া রেচক করিবে, পশ্চাৎ উহার বিপর্য্যয়ে বামনাসাপথে পূরক ও দক্ষিণনাসাপথে রেচক করিবে। এইরূপ অনুলোম-বিলোমক্রমে প্রাণায়াম করিতে হয়। সিদ্ধি প্রভাবে যোগী যত দিন জগতে চন্দ্রতারাদির অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিনপর্য্যন্ত অনন্যসাধারণভাবে জীবিত রহিবে॥ ৩০৮—৩০৯॥

স্বীয়াঙ্গে বহতে নাড়ী তন্নাড়ীরোধনং কুরু।
মুখবন্ধমমুচানঃ পবনং জয়তে যুবা॥ ৩১০॥

যখন যে অঙ্গে যে নাড়ীতে শ্বাস বহন হইবে, তখন সেই অঙ্গে সেই নাড়ীরোধ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ শ্বাসবায়ুর রোধ এবং মোচন করিতে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি পবনকে জয় করিতে পারে, অর্থাৎ চিরজীবী হয় ও চিরকাল যুবাবস্থায় থাকে॥ ৩১০॥

মুখনাসাক্ষিকর্ণানামঙ্গুলীভির্নিরোধয়েৎ।
তত্ত্বোদয়মিতি জ্ঞেয়ং সম্মুখীকরণং প্রিয়ে॥ ৩১১॥

মুখবিবর, নাসাপুটদ্বয়, নয়নদ্বয় ও কর্ণরন্ধ্রদ্বয় দুই হস্তের অঙ্গুলিসমূহদ্বারা রুদ্ধ করিবে। এই উপায়ে কোন্ তত্ত্বের উদয় হইতেছে, তাহা অবগত হওয়া যায় এবং সম্মুখে তত্ত্বসকলের আকারাদি দর্শন করিতেও পাওয়া যায়॥ ৩১১॥

তস্য রূপং গতিঃ স্বাদো মণ্ডলং লক্ষণন্ত্বিদম্।
যো বেত্তি বৈ নরো লোকে স তু শূদ্রোঽপি যোগবিৎ॥৩১২॥

যে ব্যক্তি তত্ত্বসমূহের রূপ, গতি, স্বাদ, মণ্ডল ও লক্ষণ এ প্রকারে বিজ্ঞাত হইতে পারে, সে ব্যক্তি শূদ্র হইলেও যোগী পদবাচ্য হইবে॥ ৩১২॥

নিরাশী নির্ম্মলো যোগী ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
বাসনামুন্মূলীকৃত্য কালং জয়তি লীলয়া॥ ৩১৩॥

যোগীজন সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিবে, মলবিরহিতশরীর হইবে, কোন চিন্তা করিবে না, কোন ইচ্ছা রাখিবে না, এরূপে বিষয়লিপ্সা হইতে পরিমুক্ত হইলেই, সে ব্যক্তি কালকে জয় করিতে পারিবে, অর্থাৎ অমর হইবে॥ ৩১৩॥

* বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদ রাখিয়া এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বামপদ রাখিয়া উপবিষ্ট হইলে পদ্মাসন হয়, ঐরূপ করিয়া পৃষ্ঠদেশদিয়া দুই হস্ত বিপরীতদিকে লইয়া দুই পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, অর্থাৎ বামহস্তদ্বারা দক্ষিণপদের অঙ্গুষ্ঠ ও দক্ষিণহস্তদ্বারা বামপদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, এইরূপে উপবিষ্ট হইলেই বদ্ধপদ্মাসন হয়। ঐরূপ করিয়া পক্ষিবৎ ঊর্দ্ধে মস্তক করিয়া গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল আয়ত করিয়া উপবিষ্ট হইলে উড্ডীয়ান বন্ধ হয়।

বিশ্বস্থ বেশিকা শক্তির্নেত্রাভ্যাং পরিদৃশ্যতে। তত্রস্থং তু মনো যস্য যামমাত্রং ভবেদিহ। তস্যায়ুর্ব্বর্দ্ধতে নিত্যং ঘটিকাত্রিপ্রমাণতঃ। শিবেনোক্তং পুরা তন্ত্রং সিদ্ধস্য গুণগহ্বরম্ ॥ ৩১৪—৩১৫ ॥

যোগীব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের প্রবেশিকাশক্তি স্বচক্ষে দর্শন করেন, অর্থাৎ বিশ্বস্থ সমস্ত ব্যাপার যোগবলে অবহেলাক্রমে পরিজ্ঞাত হয়েন, তাঁহার মন প্রহরকালমধ্যে সমস্ত জগতে পরিভ্রমণসামর্থ্য ধারণ করিতে পারে। তাঁহার জীবন প্রতিক্ষণেই তিন ঘটিকা করিয়া বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে মহাদেবকর্ত্তৃক এই স্বরোদয় তন্ত্রশাস্ত্র কথিত হইয়াছে। ইহা সিদ্ধিদায়ক ও নানাবিধ গুণের কোষস্বরূপ ॥ ৩১৪—৩১৫ ॥

বদ্ধপদ্মাসনস্থোগুদপবনচয়ং সংনিরুধ্যোর্দ্ধমুচ্চৈঃ প্রাণং রন্ধ্রেণ কুম্ভত্রয়জিতমনিলং প্রাণশক্ত্যা নিরুধ্য। একীভূতং সুষুম্নাবিবরমুখগতং ব্রহ্মরন্ধ্রে চ নীত্বা। নিঃক্ষিপ্যাকাশমার্গে শিবচরণগতা যান্তি তে কেহপি ধন্যাঃ ॥ ৩১৬ ॥

বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুহ্যদেশস্থ অপান বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিবে এবং রন্ধ্রপথে প্রাণবায়ুকে কুম্ভকত্রয়ে জয় অর্থাৎ স্তম্ভিত করিয়া প্রাণশক্তিদ্বারা রুদ্ধ করিবে; এইরূপে এই উভয় বায়ুকে একত্র করিয়া সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্রমধ্যে প্রবিষ্টকরণপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবে, পরে আকাশপথে অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীর অন্তর্গত বজ্রানামে অতিসূক্ষ্ম নাড়ীর অভ্যন্তরে সমাকৃষ্ট করিয়া শিবের চরণে মিলিত করিবে, অর্থাৎ সহস্রারনামা সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্মে পরমব্রহ্মে লীন করিবে।—এই যোগসাধনক্রিয়া যে সকল মহাযোগী সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই ভুবনে ধন্য ॥ ৩১৬ ॥

ইতি হরপার্ব্বতীসংবাদে পবনবিজয়স্বরোদয়ে নাড়ীজ্ঞানম্ ॥

স্বরোদয়ফলশ্রুতিঃ।

এতজ্জানাতি যো যোগী এতং পঠতি নিত্যশঃ।
সর্ব্বদুঃখৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তো লভতে বাঞ্ছিতং ফলং ॥ ৩১৭ ॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র যে যোগী বিদিত আছেন এবং নিত্য নিত্য পাঠ করেন, তিনি সকল দুঃখহইতে মুক্তিলাভ করেন এবং অভীষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩১৭ ॥

স্বরজ্ঞানং শিরো যস্য লক্ষ্মীঃ করতলে ভবেৎ।
এতত্তু শরীরে যস্য সুখং তস্য সদা ভবেৎ ॥ ৩১৮ ॥

স্বরতত্ত্ববিদ্যা যাঁহার মস্তকস্বরূপ অর্থাৎ প্রধান অবলম্বন, তাঁহার করতলে লক্ষ্মী বিরাজমানা থাকেন, অর্থাৎ তিনি সকলবিধ বিভবের ঈশ্বর হয়েন। যাঁহার স্বরশাস্ত্র শরীরে থাকে, অর্থাৎ যিনি সকল কর্ম্মই স্বরশাস্ত্রপ্রণোদিত উপায়দ্বারা করিয়া থাকেন, তিনি নিত্য সুখসাগরে ভাসমান থাকেন ॥ ৩১৮ ॥

প্রণবঃ সর্ব্ববেদানাং ব্রহ্মাণ্ডে ভাস্করো যথা।
মর্ত্ত্যলোকে তথা পূজ্যঃ স্বরজ্ঞানী পুমানপি ॥ ৩১৯ ॥

যাদৃশ নিখিলবেদের মধ্যে প্রণব (ওঁকার) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বমধ্যে সূর্য্য যেমন সর্ব্বপ্রদীপ্ত, তাদৃশ মর্ত্ত্যলোকে স্বরশাস্ত্রবেত্তা পুরুষই সর্ব্বপূজনীয় ॥ ৩১৯ ॥

নাড়ীত্রয়ং বিজানাতি তত্ত্বজ্ঞানং তথৈব চ।
নৈব তেন ভবেত্তুল্যং লক্ষকোটিরসায়নং ॥ ৩২০ ॥

যিনি ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ অবগত আছেন, তাঁহার সহিত লক্ষকোটি রসায়নশাস্ত্র-(কিমিয়াবিদ্যা) বেত্তাও সমতুল্য হইতে পারেন না ॥ ৩২০ ॥

একাক্ষরপ্রদাতারং নাড়ীভেদনিবেদকম্।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা চানৃণী ভবেৎ ॥ ৩২১ ॥

যে মহাযোগী গুরু শিষ্যকে একাক্ষর পরম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন ও তিন নাড়ীর গূঢ়বৃত্তান্তের উপদেশ দান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে দান করিয়া তাঁহার নিকট ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় ॥ ৩২১ ॥

স্বরস্তত্ত্বং তথা যুদ্ধং দেববশ্যং স্ত্রিয়স্তথা।
গর্ভাব্দরোগকালাখ্যং নবপ্রকরণান্বিতম্ ॥ ৩২২ ॥

এই স্বরবিজ্ঞানশাস্ত্রে স্বর, তত্ত্ব, যুদ্ধ, দেববশীকরণ, স্ত্রীবশীকরণ, গর্ভ, বৎসর, রোগ এবং কাল—এই নয়টি বিষয় আছে ॥ ৩২২ ॥

এবং প্রবর্ত্তিতং লোকে সিদ্ধিদং সিদ্ধযোগিভিঃ।
আচন্দ্রার্কং গৃহী জীয়াৎ পঠনাৎ সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩২৩ ॥

স্বরোদয়শাস্ত্র এইরূপে সিদ্ধ যোগিবৃন্দদ্বারা লোকে প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক হইয়াছে। গৃহী ব্যক্তি এই শাস্ত্রপ্রদৃষ্ট পথে চলিলে, যত দিন ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্যাদির অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিনপর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং ইহা পাঠ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে ॥ ৩২৩ ॥

সুস্থাসনে সমাসীনো নিদ্রামাহারমল্পকং।
চিন্তয়েৎ পরমাত্মানং যদ্বদেত্তদ্ভবিষ্যতি ॥ ৩২৪ ॥

যোগী ব্যক্তি অল্পনিদ্র ও অল্পাহারী হইয়া সুস্থশরীরে আসনে উপবেশন করিয়া পরমব্রহ্মের চিন্তা করিবে, ইহাতেই যোগসিদ্ধি হইবে ॥ ৩২৪ ॥

ইতি শিবগৌরীসংবাদে নবপ্রকারান্বিতঃ পবনবিজয়ো
নাম স্বরোদয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

গারুড়োক্তস্বরজ্ঞাপকগ্রন্থঃ।

সূত উবাচ।

হরেঃ শ্রুত্বা হরো গৌরীং দেহস্থং জ্ঞানমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

সূত কহিতেছেন, মহাদেব হরির নিকট যে দেহনির্ণায়ক স্বরোদয়শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা পার্ব্বতীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

কুজো বহ্নী রবিঃ পৃথ্বী শৌরিরাপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বায়ুসংস্থঃ স্থিতো রাহুর্দ্দক্ষরন্ধ্রবিভাবকঃ ॥ ২ ॥

পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকাতে শ্বাসবহনকালে অগ্নিতত্ত্বের

অধিপতি মঙ্গল, পৃথিবীতত্ত্বের অধিপতি সূর্য্য, জলতত্ত্বের অধিপতি শনি এবং বায়ুতত্ত্বের অধিপতি রাহু হয় ॥ ২ ॥

গুরুঃ শুক্রস্তথা সৌম্যশ্চন্দ্রশ্চৈব চতুর্থকঃ।
বামনাড্যান্ত মধ্যস্থান্ কারয়েদাত্মনস্তথা ॥ ৩ ॥

ইড়া নাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকাতে শ্বাসবহনকালে বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র এই চারিটী গ্রহ অধিপতি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যদাচার ইড়াযুক্তস্তদা কর্ম্ম সমাচরেৎ। স্থানসেবাং তথা ধ্যানং বাণিজ্যং রাজদর্শনম্। অন্যানি শুভকর্ম্মাণি কারয়েত প্রযত্নতঃ ॥ ৪ ॥

যখন ইড়া নাড়ী অর্থাৎ বামনাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন স্থানসেবা (তীর্থযাত্রাদি) ধ্যান, বাণিজ্য, রাজদর্শন এবং অন্যান্য শুভকর্ম্ম অতীব যত্নের সহিত করিবে ॥ ৪ ॥

দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু শনিভৌমশ্চ সৈংহিকঃ।
ইনশ্চৈব তথাপ্যেব পাপানামুদয়ো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবহণকালে শনি, মঙ্গল, রাহু এবং সূর্য্য এই চারিটি পাপগ্রহের উদয় হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শুভাশুভবিবেকো হি জ্ঞায়তে তু স্বরোদয়াৎ ॥ ৬ ॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র শিক্ষা করিলে, সমুদায় শুভ ও অশুভ কর্ম্মের জ্ঞান জন্মে ॥ ৬ ॥

দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ সুবিস্তরাঃ। নাভেরধস্তাদ্ য স্কন্দঃ অঙ্কুরাস্তত্র নির্গতাঃ। দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি নাভিমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। চক্রবচ্চ স্থিতাস্তাস্তু সর্ব্বাঃ প্রাণহরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

শরীরের মধ্যে অনেকপ্রকার আকারের অনেকগুলি সুবিস্তৃত নাড়ী আছে। এই নাড়ীগুলি নাভির নিম্নে কন্দ (মূলাধার) হইতে নির্গত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ নাড়ীর সংখ্যা বাহাত্তর হাজার, ইহারা চক্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ষট্‌চক্রে বিবৃত আছে। পশ্চাৎ লিখিত হইবে ॥ ৭ ॥

(তাৎপর্য্য—শুভগ্রহ শুভকার্য্যের ফলপ্রদান করে। অতএব শুভকার্য্য করিতে হইলে, বামনাসাতে যখন শ্বাস প্রবাহিত হইবে, তখন করিবে এবং পাপকার্য্য করিতে হইলে, দক্ষিণনাসাতে যখন শ্বাসবহন হইবে, তখন করিবে।)

তাসাং মধ্যে ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠা বামদক্ষিণমধ্যমাঃ ॥ ৮ ॥

এই সকল নাড়ীর মধ্যে বাম (ইড়া) দক্ষিণ (পিঙ্গলা) ও মধ্যম (সুষুম্না) এই তিনটী নাড়ীই প্রধান ॥ ৮ ॥

বামা সোমাত্মিকা প্রোক্তা দক্ষিণা রবিসন্নিভা।
মধ্যমা চ ভবেদগ্নিঃ ফলতাং কালরূপিণী ॥ ৯ ॥

ইড়ানাড়ী চন্দ্র, পিঙ্গলা সূর্য্য এবং সুষুম্না অগ্নির তুল্য। এই সুষুম্না নাড়ীই কালরূপী ॥ ৯ ॥

বামা অমৃতরূপা চ জগদাপ্যায়নে স্থিতা। দক্ষিণা রৌদ্রভাগেন জগচ্ছোষয়তে সদা। দ্বয়োর্ব্বাহে তু মৃত্যুঃ স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী। নির্গমে তু ভবেদ্বামা প্রবেশে দক্ষিণা স্মৃতা ॥ ১০ ॥

বামদিকের ইড়ানাড়ী সুধারস-স্বরূপা ; জগতের তৃপ্তিসাধন ইহার কার্য্য। দক্ষিণদিকের পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাসবহনে মহাতাপ প্রকাশ পায়, জগতের পরিশোষণ করাই ইহার কার্য্য এবং উভয় নাসাপুটে শ্বাসবহনকালে মৃত্যু এবং সর্ব্বকর্ম্ম ধ্বংস হয় ॥ ১০ ॥

ইড়াচারে তথা সৌম্যং চন্দ্রসূর্য্যাগতস্তথা।
কারয়েৎ ক্রূরকর্ম্মাণি প্রাণে পিঙ্গলসংস্থিতে ॥ ১১ ॥

পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাবহনকালে ক্রূরকর্ম্ম সকল করিবে এবং ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসাবহনসময়ে শুভকার্য্য সকল করিবে এবং তাহাতে শুভ হইবে ॥ ১১ ॥

যাত্রায়াং সর্ব্বকার্য্যেষু বিষাপহরণে ইড়া।
ভোজনে মৈথুনে যুদ্ধে পিঙ্গলা সিদ্ধিদায়িকা ॥ ১২ ॥

ইড়ানাড়ী বহনকালে যাত্রা ও বিষহরণ এবং পিঙ্গলাতে অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বহনসময়ে ভোজন, যুদ্ধ, শৃঙ্গার ইত্যাদি কার্য্য করিবে ॥ ১২ ॥

উচ্চাটমারণাদ্যেষু কর্ম্মস্বেতেষু পিঙ্গলা।
* * চৈব সংগ্রামে ভোজনে সিদ্ধিদায়িকা ॥ ১৩ ॥

পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে উচ্চাটন, মারণ, * * সংগ্রাম প্রভৃতি কর্ম্ম করিলে, সিদ্ধি হইবে ॥ ১৩ ॥

শোভনেষু চ কার্য্যেষু যাত্রায়াং বিষকর্ম্মণি।
শান্তিমুক্ত্যর্থসিদ্ধ্যৈ চ ইড়া যোজ্যা নরাধিপৈঃ ॥ ১৪ ॥

ইড়ানাড়ীতে অর্থাৎ বামনাসা বহনসময়ে শুভকার্য্য, যাত্রা, বিষপ্রয়োগ, শান্তিকার্য্য, মুক্তি ও অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম সকল শুভদায়ক হইবে ॥ ১৪ ॥

দ্বাভ্যাঞ্চৈব প্রবাহে চ ক্রূরসৌম্যবিবর্জ্জনে।
বিষুবং তত্ত্ব জানীয়াৎ সংস্মরেত্তু বিচক্ষণঃ ॥ ১৫ ॥

উভয় নাড়ীতে অর্থাৎ উভয়নাসাবহনসময়ে শুভ কিম্বা অশুভ কোন কার্য্যই করিবে না। অর্থাৎ বিচক্ষণ ব্যক্তি সুষুম্নানাড়ী বহনকালে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫ ॥

সৌম্যাদিশুভকার্য্যেষু লাভাদিজয়জীবিতে।
গমনাগমনে চৈব বামা সর্ব্বত্র পুজিতা ॥ ১৬ ॥

লাভ, বিজয়, শুভ, আয়ুষ্করকার্য্য, গমন, আগমন ইত্যাদি বিষয়ে ইড়ানাড়ীই প্রশস্ত ॥ ১৬ ॥

যুদ্ধাদিভোজনে ঘাতে স্ত্রীণাঞ্চৈব তু সঙ্গমে।
প্রশস্তা দক্ষিণা নাড়ী প্রবেশে ক্ষুদ্রকর্ম্মণি ॥ ১৭ ॥

যুদ্ধ, ভোজন, আঘাত, স্ত্রীসঙ্গম, প্রবেশ, যাদুকরণ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকার্য্য, দক্ষিণনাসিকা বহনকালে করিলে সুসিদ্ধ হইবে ॥ ১৭ ॥

শুভাশুভানি কার্য্যাণি লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
জীবো জীবায় যৎ পৃচ্ছেৎ ন সিধ্যতি চ মধ্যমা ॥ ১৮ ॥

সুষুম্নানাড়ীর বহনকালে শুভ, অশুভ যে কোন কার্য্য, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, ইত্যাদি সিদ্ধ হয় না এবং জীবসম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও শুভ হয় না ॥ ১৮ ॥

বামাচারেঽথবা দক্ষে প্রত্যয়ে যত্র নায়কঃ। তত্রস্থঃ পৃচ্ছতে যস্তু তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। বৈচ্ছন্দো বামদেবস্তু যদা বহতি চাম্বনি। তত্র ভাগে স্থিতঃ পৃচ্ছেৎ সিদ্ধির্ভবতি নিষ্ফলা ॥ ১৯ ॥

বামনাসাতে অথবা দক্ষিণনাসাতে শ্বাস প্রবেশ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। ইহার বিপরীতে, অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণকালে এবং যে নাসিকাতে শ্বাসবহন হয়, সেই দিক হইতে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে, তাহা নিষ্ফল হইবে ॥১৯

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সংক্রমতে শিবা। ঘোরে ঘোরাণি কার্য্যাণি সৌম্যে বৈ মধ্যমানি চ। প্রাপ্তিতে ভাগতো হংসে দ্বাভ্যাং বৈ সর্ব্বনাশিনি। তদা মৃত্যুং বিজানীয়াদ্‌যোগী যোগবিশারদঃ ॥ ২০ ॥

বামনাসা অথবা দক্ষিণনাসাতে বায়ুবহনসময়ে ক্রূরের উদয়ে ক্রূর-কার্য্য করিবে এবং সুষুম্নার বহনে মৃত্যু হইয়া থাকে, ইহা যোগবিশারদ ব্যক্তি জ্ঞান আছেন ॥ ২০ ॥

যত্র তত্র স্থিতঃ পৃচ্ছেদ্বামদক্ষিণসম্মুখঃ। তত্র তত্র সমং দিশ্যাদ্বাতস্যোদয়নং সদা। অগ্রতো বামিকা শ্রেষ্ঠা পৃষ্ঠতো দক্ষিণা শুভা। বামেন বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা শুভা। জীবো জীবতি জীবেন যচ্ছূন্যং তৎ স্বরো ভবেৎ ॥ ২১ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা বাম, দক্ষিণ অথবা সম্মুখে স্থিত হইয়া যখন প্রশ্ন করিবে, তখন কোন্ নাড়ীতে বায়ুর বহন হইতেছে, বিশেষ করিয়া দেখিবে। যদি বামনাসা বহনকালে সম্মুখ কিম্বা বামদিক হইতে এবং দক্ষিণনাসা বহনকালে পশ্চাদ্ভাগ অথবা দক্ষিণদিক হইতে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে শুভ হইবে ॥ ২১ ॥

যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমুদ্দিষ্টং জয়াদিশুভলক্ষণম্। তৎসর্ব্বং পূর্ণনাড্যান্তু জায়তে নির্ব্বিকল্পতঃ। অন্তনাড্যাদিপর্য্যন্তং পঞ্চ-ত্রয়মুদাহৃতম্। যাবৎ ষষ্ঠীস্তু পৃচ্ছায়াং পূর্ণায়াং প্রথমো জয়েৎ। রিক্তায়ান্তু দ্বিতীয়স্তু কথয়েত্তদশঙ্কিতঃ ॥ ২২ ॥

পূর্ণনাড়ী বহনসময়ে জয় আদি শুভ লক্ষণ কার্য্য উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন কিম্বা কার্য্য করিলে, নিঃসন্দেহ সফল হইবে ॥ ২২ ॥

[illegible]চারসমো বায়ুর্জ্জায়তে কর্ম্মসিদ্ধিদঃ। প্রবৃত্তে দক্ষিণে [illegible]সে বিষমাক্ষরম্। অন্তত্র বামবাহে তু নাম বৈ বিষ-[illegible] তদাসৌ জয়মাপ্নোতি যোধঃ সংগ্রামমধ্যতঃ। [illegible]বাহে তু যদি নাম সমাক্ষরম্। জায়তে নাত্র সন্দেহো নাড়ীমধ্যে তু লক্ষয়েৎ। পিঙ্গলান্তর্গতে প্রাণে শমনীয়াহবঞ্জ-য়েৎ। যাবন্নাড্যোদয়ং চারস্তাং দিশং যাবদাপয়েৎ। ন দাতুং জায়তে সোঽপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৩ ॥

বামনাসাবহকালে প্রশ্নাক্ষর গণনায় যদি যুগ্ম হয়, তাহা হইলে কর্ম্মসিদ্ধি হইবে। এবং দক্ষিণনাসাবহন অথবা বামনাসাবহন সময়ে যদি অযুগ্ম অক্ষরে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে যোদ্ধা যুদ্ধে জয়প্রাপ্ত হইবে। দক্ষিণনাসাবহনকালে যদি প্রশ্ন কিম্বা নাম সমান অক্ষরে হয়, তাহা হইলে সন্ধির উপযুক্ত যুদ্ধেও জয় হইবে ॥ ২৩ ॥

অথ সংগ্রামমধ্যে তু যত্র নাড়ী সদা বহেৎ। সা দিশা জয়মাপ্নোতি শূন্যে ভঙ্গং বিনির্দ্দিশেৎ। জাতচারে জয়ং বিদ্যা শূন্যকে মৃতমাদিশেৎ। জয়ং পরাজয়ং চৈব যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ ২৪ ॥

যুদ্ধপ্রশ্ন সময়ে যে দিকের নাড়ী প্রবাহিত থাকিবে, সেই দিকে জয় প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার অন্যদিকে যুদ্ধভঙ্গ বুঝাইবে। ইড়া বা পিঙ্গলা, যে কোন নাড়ীতে বায়ু বহমান থাকিলে, প্রশ্নের উল্লিখিত মতে জয় এবং সুষুম্নানাড়ীবহমান থাকিলে মৃত্যু বুঝাইবে। যে ব্যক্তি এই জয় পরাজয় বিবরণ অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত ॥ ২৪ ॥

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সঞ্চরতে শিবম্।
কৃত্বা তৎ পাদমাপ্নোতি যাত্রা সততশোভনা ॥ ২৫ ॥

যাত্রাকালে বাম অথবা দক্ষিণ, যে নাসাতে বায়ু বহিবে, সেই দিকের পা অগ্রে ফেলিয়া যদি কোন ব্যক্তি গমন করে, তাহাতে অবশ্য শুভ হইবে ॥ ২৫ ॥

শশিসূর্য্যপ্রবাহে তু সতি যুদ্ধং সমাচরেৎ।
তত্রস্থঃ পৃচ্ছতে যস্তু স সাধুর্জ্জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৬ ॥

ইড়া কিম্বা পিঙ্গলানাড়ীতে বায়ুবহন সময়ে যুদ্ধ আচরণ করিবে এবং যে নাসাতে বায়ুবহন হইবে সেই দিকে জয় হইবে ॥ ২৬ ॥

যাং দিশং বহতে বায়ুস্তাং দিশং যাবদাজয়েৎ।
জায়তে নাত্র সন্দেহ ইন্দ্রো যদ্যগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

যে নাসাতে বায়ু প্রবাহিত হইবে, সেই দিকে স্থিত হইয়া যদি কেহ প্রশ্ন করে, তাহা হইলে যদি ইন্দ্রের সহিত যদি যুদ্ধ হয় তাহাতেও নিঃস-ন্দেহ জয় বুঝাইবে ॥ ২৭ ॥

মেষাদ্যা দশ যা নাড্যো দক্ষিণা বামসংস্থিতাঃ।
চরস্থিরদ্বিমার্গে তা স্থাদৃশে তাদৃশঃ ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥

বাম ও দক্ষিণদিকের দশটী নাড়ীতে মেষ আদি রাশি এবং তাহাদের চর, স্থির ও দ্ব্যাত্মকসংজ্ঞাদি বিচার করিয়া প্রশ্নের ফলাফল বলিবে ॥২৮॥*

* পিঙ্গলানাড়ীর দেবতা শিব, গুণ উগ্র। সূর্য্যের স্থিতিকাল চারি দণ্ড মাত্র, দিবা-ভাগে উদয়, রবি, মঙ্গল এবং শনি এই বারত্রয়ের, পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের এবং পৃষ্ঠ ও নিম্ন-দেশের অধিপতি। ইহার মিত্র বায়ু ও তেজ, সংজ্ঞা বিষম যথা,—এক তিন ও পাঁচ ইত্যাদি। প্রশ্নাক্ষর গণনা করিয়া বিষম ও সম জানিয়া রবি জানিতে হইবে। ইহা মেষ, কর্কট, তুলা এবং মকররাশির অধিপতি।

নির্গমে নির্গমং যাতি সংগ্রহে সংগ্রহং বিদুঃ।
পৃচ্ছকস্য বচঃ শ্রুত্বা ঘণ্টাকারেণ লক্ষয়েৎ ॥ ২৯ ॥

শ্বাসনির্গম সময়ে প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্নে অশুভ এবং শ্বাস প্রবেশকালে প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্নে শুভ জানা যাইবে ॥ ২৯ ॥

বামে বা দক্ষিণে বাপি পঞ্চতত্ত্বস্থিতঃ শিবে।
ঊর্দ্ধেঽগ্নিরধ আপশ্চ তির্য্যক্‌সংস্থঃ প্রভঞ্জনঃ।
মধ্যে তু পৃথিবী জ্ঞেয়া নভঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৩০ ॥

বাম এবং দক্ষিণ, উভয় নাসিকাতেই পঞ্চ তত্ত্ব উদিত হইয়া থাকে। শ্বাস যখন ঊর্দ্ধদেশ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হয়, তখন অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইবে, নাসাপুটের নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে জলতত্ত্ব, পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে বায়ুতত্ত্ব, মধ্যস্থান দিয়া বহিলে পৃথিবীতত্ত্ব এবং সর্ব্বত্র স্পর্শ করিয়া ঘূর্ণিত হইয়া বহিলে, আকাশতত্ত্বের উদয় হইবে ॥ ৩০ ॥

ঊর্দ্ধে মৃত্যুরধঃ শান্তিঃ তির্য্যক্ চোচ্চাটয়েৎ সুধীঃ।
মধ্যে স্তম্ভং বিজানীয়া মোক্ষঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বগে ॥ ৩১ ॥

অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তি, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, পৃথিবীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মোক্ষ, এই সকল কার্য্য করিবে ॥ ৩১ ॥

ইতি গারুড়ে পবনবিজয়াদি ৬৭ অধ্যায়ঃ।

ইড়ানাড়ীর দেবতা ব্রহ্মা, গুণ শীতল, স্থিতি চারিদণ্ড এবং ইহার উদয় কাল রাত্রি। ইহা সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই বারচতুষ্টয়ের, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের এবং অগ্রের, উচ্চস্থানের ও বামদিকের অধিপতি। ইহার মিত্র জল, পৃথ্বী ও আকাশ। ইহার সংজ্ঞা সম, যথা,—দুই চারি, এবং ইহা সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ, মিথুন ও কন্যারাশির অধিপতি।

সুযুম্নার দেবতা বিষ্ণু এবং ইহা ধনু ও মীন রাশির অধিপতি।

রাশি ও দেবতার বর্ণ ও লগ্নমান।

মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা
বর্ণ অরুণ	শ্বেত	হরিৎ	পীত	ধূম্র	পাণ্ডু
৩।৩৮	৪।১১	৫।৩	৫।৪৩	৫।৪৭	৫।৩৮
তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
কৃষ্ণ	পিঙ্গল	পিঙ্গল	কর্ব্বুর	কপিল	মলিন
৫।৩৮	৫।৪৭	৫।৪৩	৫।৩	৪।১১	৩।৩৮

স্বরোদয়-পরিশিষ্ট।

পিঙ্গলানাড়ীর দেবতা শিব, গুণ উষ্ণ। সূর্য্যের স্থিতিকাল চারিদণ্ড-মাত্র, দিবাভাগে উদয়। রবি, মঙ্গল এবং শনি এই বারত্রয়ের পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের এবং পৃষ্ঠ ও নিম্নদেশের অধিপতি। ইহার মিত্র বায়ু ও তেজ, সংজ্ঞা বিষম, যথা—এক, তিন, পাঁচ ইত্যাদি। প্রশ্নাক্ষরগণনা করিয়া বিষম সম জানিয়া রবি জানিতে হইবে। ইহা মেষ, কর্কট, তুলা এবং মকররাশির অধিপতি।

তাৎপর্য্য এই যে, ইহাদ্বারা পিঙ্গলানাড়ীর উদয় আদি জানা যায়। যথা,—রবি, মঙ্গল এবং শনিবারে পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসবহনকালে ঐ নাড়ীতে যে সকল কার্য্য করিবার নিয়ম আছে, তাহা করিলে সফল হয়। দৈবজ্ঞের পূর্ব্ব ও উত্তরদিক কিম্বা পৃষ্ঠদেশ ও কোন নিম্নস্থান হইতে প্রশ্নকারক অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলে পিঙ্গলানাড়ীর উদয় বোধ করিতে হইবে। এইরূপ প্রশ্নকারকের উচ্চারিত প্রশ্নাক্ষরগুলি গণনা করিয়া বিষম অক্ষর যথা—১, ৩, ৫ ইত্যাদি হইলে পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে মেষ, কর্কট, তুলা এবং মকর এই চারিটি রাশি গ্রহণ করিতে হইবে। পিঙ্গলানাড়ীবহনসময় বায়ু ও তেজতত্ত্বের উদয়কালে ইহার বিধিমত কার্য্য করিলে, সেই কার্য্য বিশেষ ফলবান্ হয়।

ইড়ানাড়ীর দেবতা ব্রহ্মা, গুণ শীতল, স্থিতিকাল চারিদণ্ড এবং ইহার উদয়কাল রাত্রি। ইহা সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই বারচতুষ্টয়ের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের, অগ্রের, উচ্চস্থানের এবং বামদিকের অধিপতি। ইহার মিত্র জল, পৃথ্বী ও আকাশ, ইহার সংজ্ঞা সম, যথা—দুই, চারি, ছয় ইত্যাদি এবং ইহা সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ, মিথুন ও কন্যা রাশির অধিপতি।

তাৎপর্য্য এই যে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারে ইড়ানাড়ী বামনাসিকাবহনসময়ে, এই নাড়ীর যে সকল কার্য্য নির্ণীত আছে, তাহা করিলে ফলের আধিক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৈবজ্ঞের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কিম্বা সম্মুখে অথবা বামদিক্ হইতে প্রশ্নকারক অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলে, ইড়ানাড়ীর উদয় বোধ করিতে হইবে। প্রশ্নাক্ষরগুলি সম হইলে অর্থাৎ ২, ৪, ৬ ইত্যাদি হইলে, ইড়ানাড়ীর উদয় বোধ করিতে হইবে। এই ইড়ানাড়ীর বহনকালে প্রশ্ন হইলে, সিংহ, বৃশ্চিক, মিথুন ও কন্যা রাশি ভিন্ন অন্যরাশি বুঝাইবে না।

সুষুম্নানাড়ীর দেবতা বিষ্ণু এবং ইহা ধনু ও মীনরাশির অধিপতি। তাৎপর্য্য এই যে সুষুম্নানাড়ীর বহনকালে ধনু ও মীনরাশি গ্রহণ করিয়া গণনা করিতে হইবে।

স্বরোদয়মতে রাশির বর্ণ ও লগ্নমান।

মেষ রাশির বর্ণ অরুণ, এবং লগ্নমান তিন দণ্ড ৩৮ পল। বৃষরাশির বর্ণ শ্বেত, এবং লগ্নমান ৪ দণ্ড ১১ পল। মিথুন রাশি হরিত বর্ণ, লগ্নমান ৫ দণ্ড ৩ পল। কর্কট পীত, মান ৫।৪৩। সিংহ ধূম্র, মান ৫।৪[illegible] পাণ্ডু, মান ৫।৩৮। তুলা কৃষ্ণ, মান ৫।৩৮। বৃশ্চিক পিঙ্গল, মা[illegible] ধনুঃ পিঙ্গল, মান ৫।৪৩। মকর কর্ব্বুর, মান ৫।৩। কুম্ভ ক[illegible] ৪।১১। মীন মলিন, মান ৩।৩৮ পল।

তাৎপর্য্য এই যে, ইড়া পিঙ্গলা কিম্বা সুষুম্নানাড়ী বহনকালে[illegible] সময়ে প্রশ্নকরিলে লগ্ন নিরূপণ করিয়া অপহৃত দ্রব্য বা যে বে[illegible]

র্ণ বলা যাইতে পারে এবং গ্রহ সংস্থাপন করিয়া সকল বিষয়ের ফলাফল জানা যাইতে পারে, ইত্যাদি।

শনি রবি ও মঙ্গলবারে যদি প্রাতঃকালে দক্ষিণনাসাপুটবহনসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সেই দিন নিশ্চিন্তরূপে অতিবাহিত হইবে। যদি ঐ দিবস প্রাতঃকালে বামনাসাপুটে বায়ুবহন সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সেই দিন মনে নানাবিধ চিন্তার উদয় হইবে।

স্বরপরিবর্ত্তন করার উপায়।

দিবাভাগে দক্ষিণনাসাপুটে পুরাতন তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে, কেবল বামনাসাপুটে শ্বাসবহন হইতে থাকে। ঐরূপ রাত্রিকালে বামনাসাপুট বন্ধ করিয়া রাখিলে দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসবহন হইবে। যদি কোন ব্যক্তির এক নাসাপুট হইতে অন্য নাসাপুটে স্বর পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দক্ষিণপার্শ্বে কিঞ্চিৎ হেলিয়া বসিলে বামনাসিকায় শ্বাস বহিবে এবং বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎ হেলিয়া বসিলে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস বহিবে।

শ্বাসবহনকালে প্রশ্ন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। শ্বাস প্রবেশকালে প্রশ্ন হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। বামনাসাপুট হইতে দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুর গমনকালকে উদয় এবং দক্ষিণনাসা হইতে বামনাসাপুটে বায়ুর সংক্রমণকালকে অস্ত বলে।

তত্ত্বের স্থান।

পৃথ্বীতত্ত্বের স্থান নাভির উপরদেশ, জলতত্ত্বের স্থান মস্তিষ্ক, অগ্নিতত্ত্বের স্থান পিত্ত, বায়ুতত্ত্বের স্থান নাভিদেশ এবং আকাশতত্ত্বের স্থান মস্তক।

কোন্ কোন্ তত্ত্বের উদয় হইলে কোন্ কোন্ বস্তুর আহারের ইচ্ছা হয়।

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে মিষ্টান্ন বস্তু, জলতত্ত্বে লবণাক্ত বস্তু, অগ্নিতত্ত্বে তিক্ত বস্তু, বায়ুতত্ত্বে অম্লরস এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মন্দ বস্তু।

তাৎপর্য্য এই সকল বস্তুর মধ্যে যখন যে বস্তুর আহারের প্রয়াস হইবে, সেই সময় কোন্ তত্ত্বের উদয় হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়।

তত্ত্বের গুণ।

পৃথ্বীতত্ত্বে ভয়, জলে লোভ, অগ্নিতে লজ্জা, বায়ুতে সন্তোষ, এবং আকাশে দুঃখের উদ্ভব হয়।

তাৎপর্য্য এই যে, ভয়, লোভ, লজ্জা, সন্তোষ বা দুঃখ মনে প্রথমে উদিত হইবামাত্র সেই সময়ে কোন্ তত্ত্বের বহন হইতেছে, জানা যায়।

পক্ষমধ্যে নিজদেহে কোন রোগ জন্মিবে কি না, তাহা জানিবার ক্রম।

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ তিথিতে প্রাতঃকালে দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুবহনসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাহার পক্ষ দিনপর্য্যন্ত কোন ব্যাধি হয় না। যদি বামস্বরবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে শ্লেষ্মা জন্মিয়া পীড়া হইতে পারে।

ঐরূপ রোগোৎপত্তি হইলে নিবারণের উপায়।

যে কালপর্য্যন্ত রোগ শান্ত না হইবে, সেই কালপর্য্যন্ত পুরাতন তুলাদ্বারা বামনাসাপুট বন্ধ করিয়া রাখিবে। শুক্লপক্ষ প্রতিপৎ তিথিতে বামস্বরবহনসময়ে যদি নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে পঞ্চদশদিনপর্য্যন্ত দেহে কোন পীড়া জন্মিবে না; যদি দক্ষিণস্বরবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে একপক্ষ দেহ গরম হইয়া পীড়া জন্মে। ঐ কারণে দেহে রোগ জন্মিলে যে পর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত ঐ নাসিকা পুরাতন তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে।

দৈনন্দিন সুখদুঃখের বিচার।

যদি সোম, শুক্র, বুধ অথবা বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে বামনাসাপুটে বায়ুবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সেই দিন সুখে অতিবাহিত হইবে, যদি রবিনাড়ীবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সে দিবস কোনপ্রকার চিন্তা উপস্থিত হইবে।

গর্ভপ্রশ্ন।

প্রশ্নকালে যদি দৈবজ্ঞ ও প্রশ্নকারক এই উভয়ের দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুবহন হয়, তবে সেই গর্ভে পুত্র জন্মিবে; এবং ঐ পুত্র ভাগ্যবান্ ও দীর্ঘজীবী হইবে। যদি প্রশ্নকালে উভয়ের বামনাসিকাবহন হয়, তবে পুত্রী জন্মিবে। প্রশ্নকালে যদি পৃচ্ছকের বামনাসিকা ও দৈবজ্ঞের দক্ষিণনাসিকা বহন হয়, তবে পুত্র জন্মিয়া ঐ পুত্রের মৃত্যু হয়। যদি পৃচ্ছকের দক্ষিণনাসা এবং দৈবজ্ঞের বামনাসা বহন হয়, তবে পুত্রী জন্মিয়া মৃত্যু হয়, যদি উভয়ের স্বর সুষুম্নায় বহন হয় তবে যমজ পুত্র জন্মে। এবং যদি আকাশতত্ত্বের সময় প্রশ্ন হয়, তবে গর্ভ নষ্ট হয়, অথবা নপুংসক সন্তান জন্মে। যদি প্রশ্নকর্ত্তা দৈবজ্ঞের বামদিক্ হইতে প্রশ্ন করেন, এবং সেই সময়ে যদি দৈবজ্ঞের স্বর দক্ষিণনাসাপুটে বহন হয়, তবে পুত্র জন্মিবে। কিন্তু প্রসূতির মৃত্যু হইবে।

গর্ভ হইয়াছে কি না।

দৈবজ্ঞের যে নাসিকায় শ্বাসবহন হয়, যদি সেই দিক হইতে পৃচ্ছক গর্ভসম্বন্ধীয় প্রশ্ন করে, তবে গর্ভ হয় নাই। আর প্রশ্নকালে দৈবজ্ঞের যে নাসাপুটে শ্বাসবহন হইতেছে না, যদি সেই দিক হইতে প্রশ্ন হয়, তবে গর্ভ হইয়াছে জানিবে।

অথ পুত্রকন্যাজ্ঞান।

দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুবহনকালে অগ্নি কিম্বা বায়ুতত্ত্ব উদয়কালে গর্ভসঞ্চার যদি হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র জন্মে; এবং সেই পুত্র ভাগ্যবান্ ও শুভলক্ষণযুক্ত হয়, যদি চন্দ্রনাড়ী উদয়কালে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে কন্যা জন্মে। কিন্তু প্রসূতির মস্তিষ্ক বীর্য্যের দোষে অল্পদিন মধ্যে বিকার অর্থাৎ রোগ জন্মে। যদি জল ও পৃথ্বীতত্ত্ব উদয়কালে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে ভাগ্যবতী ও শুভলক্ষণযুক্তা কন্যা জন্মে। যদি দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুবহনকালে জল ও পৃথ্বীতত্ত্বে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মে। কিন্তু প্রসূতির প্রসবের দুই হইতে চারি দিবসের মধ্যে মৃত্যু হয়। অথবা ঐ গর্ভ ষষ্ঠ বা সপ্তম মাসে বিনষ্ট হয়। যদি

সুষুম্নাবহনকালে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে প্রেতদিগের দ্বারা ঐ গর্ভ বিনষ্ট হয়। কিন্তু যদি প্রেতদ্বারা গর্ভ বিনষ্ট না হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র জন্মায়, এবং সেই সন্তান যোগী ও মহাপুরুষ হইতে যশস্বী হয়।

দূরদেশস্থিত ব্যক্তির আগমন প্রশ্ন।

যদি প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তার ও দৈবজ্ঞের স্বর দক্ষিণনাসায় বহন হয়, তবে বিদেশগত ব্যক্তি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে। যদি উভয়ের স্বর বামনাসাপুটে বহন হয়, তবে বিদেশস্থ ব্যক্তির আগমনে বিলম্ব হইবে। যদি প্রশ্নকর্ত্তার এবং দৈবজ্ঞের কাহার স্বর দক্ষিণে এবং কাহার স্বর বামে বহন হয় তবে বিদেশস্থ ব্যক্তির আগমন হইবে না।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কি না।

যদি প্রশ্নকালে প্রচ্ছক এবং দৈবজ্ঞের এক প্রকার স্বর হয়, অর্থাৎ বাম দক্ষিণ, দিবা রাত্রি, রাশি ও অক্ষর এবং প্রশ্নকর্ত্তার বসিবার স্থান যথা উচ্চ নীচ ইত্যাদি মিলিত হইয়া এক স্বর হয়, তবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, আর যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয় তবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না।

যুদ্ধ প্রকরণ।

বায়ুতত্ত্ববহন সময়ে যুদ্ধে যাত্রা করিলে বিজয়ী হয়, পৃথ্বীতত্ত্ব বহন সময় যুদ্ধে যাত্রা করিলে শত্রুর সহিত মিলন হয়, জলতত্ত্বে যুদ্ধ যাত্রা করিলে অস্ত্রাঘাত হয়, অগ্নিতত্ত্বেও যুদ্ধে জয়ী হয় অথবা শত্রুর সহিত সন্ধি হয় এবং আকাশতত্ত্ব বহনকালে যুদ্ধে যাত্রা করিলে মৃত্যু কিম্বা বন্দী হয়।

ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট গমনের নিয়ম।

যে দিকের স্বর বহন হয় তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে ফেলিয়া ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট গমন করিবে। ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া, যে নাসিকার শ্বাস বন্ধ থাকে সেই দিকে ক্রোধিত ব্যক্তিকে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে। এইরূপ প্রয়োগ করিলে ক্রোধিত ব্যক্তির ক্রোধ শান্ত হইবে।

মৃত্যুকালজ্ঞান।

প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি মস্তকে দিয়া চক্ষুঃদ্বারা ঐ হস্তের "কবজা" দৃষ্টি করিবে, যাহার মৃত্যুর ছয়মাস মাত্র বাকি থাকিবে সে ব্যক্তি ঐ হস্তের মুষ্টি তাহার হস্ত হইতে অসংলগ্ন অর্থাৎ পৃথক থাকা দৃষ্টি করিবে।

অন্যপ্রকার।

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিকে মুড়িয়া অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে লাগাইয়া বক্রী অঙ্গুলিগুলি মৃত্তিকায় সংলগ্ন করিবে। তৎপরে ঐ অঙ্গুলিত্রয় এক একটী করিয়া উঠাইয়া অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে সংলগ্ন করিবে। যদি ঐরূপে অনামিকা অঙ্গুষ্ঠের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত যায়, তবে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর আর দুই প্রহর কাল বাকী আছে জানিবে।

যে ব্যক্তির শরীর নীলবর্ণ হয় এবং কটু অম্ল ও লবণ ইত্যাদি দ্রব্যের আস্বাদনের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার ষণ্মাসে মৃত্যু হয়।

অগ্নি লাগিলে নির্ব্বাণের প্রক্রিয়া।

গৃহে অগ্নি লাগিলে কূপ হইতে এক পাত্রপূর্ণ জল তুলিয়া এবং অগ্নিকে সম্মুখে করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তৎকালে যে নাসিকায় শ্বাসবহন হইবে, সেই নাসাপুটে শ্বাস প্রবেশ কালে সেই নাসাপুট দ্বারা ঐ জল একশ্বাসে পান করিবে তাহা হইলে অগ্নি আর বৃদ্ধি হইবে না এবং শীতল হইয়া নির্ব্বাণ হইবে।

শত্রুর সহিত মিলনের প্রক্রিয়া।

যদি কেহ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছা করেন, তবে এক পূর্ণপাত্র জল লইয়া রবির দিকে সম্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান পূর্ব্বক ঐ সময় যে নাসাপুটে শ্বাস বহন হইবে, সেই নাসাপুটে শ্বাসের প্রবেশ কালে সেই নাসাপুটদ্বারা ঐ জল পান করিবে, তাহা হইলে অল্পদিন মধ্যে বৈরির চিত্ত হইতে বৈরভাব দূর হইয়া মিত্র ভাব উপস্থিত হয়।

ছায়াপুরুষসাধন প্রক্রিয়া।

সূর্য্য, চন্দ্র অথবা প্রদীপের আলোকে দণ্ডায়মান হইলে স্বীয় দেহের যে ছায়া পতিত হইবে, ঐ ছায়ার উপর প্রতিদিন পাঁচ দণ্ডকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চাৎ সম্মুখে দৃষ্টি করিবে। এইরূপ ক্রিয়া কিছুদিন করিতে করিতে ছায়াপুরুষ পৃষ্ঠদেশে দূরে দণ্ডায়মান আছেন এইরূপ দৃষ্টি হইবে এবং ক্রমে ক্রমে ছায়াপুরুষ নিকটে আগমন করিতে থাকিবে। এইরূপ ক্রম ছয়মাস যাবৎ করিলে ছায়াপুরুষ সম্মুখে আসিয়া নিজ দেহের ছায়ারূপে দর্শন দিবেন এবং ঐ ছায়াপুরুষকে যে প্রশ্ন করা হইবে ঐ পুরুষ তাহার উত্তরদান করিবেন। এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা ছায়াপুরুষ সাধনা করিয়া লোকে ছায়াপুরুষ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অন্যপ্রকার ছায়াপুরুষসাধন প্রক্রিয়া।

শিব উবাচ। নিরভ্রং গগনং দেবি যদা ভবতি নির্ম্মলম্। তদা ছায়ামুখোভূত্বা নিশ্চলং প্রযত্নোধিয়া॥ স্বচ্ছায়াকণ্ঠমালোক্য স্বগুরুক্রমেণ বৈ। সম্মুখং গগনং পশ্যেন্নির্নিমেষস্তথৈকধীঃ॥ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ পুরুষস্তত্র দৃশ্যতে। ন দৃশ্যতে যদা তত্র পুনস্তদ্বৎ পরীক্ষয়েৎ॥ বহুধা দর্শনেনৈব সাক্ষাৎকারোভবেদ্ধ্রুবম্। কস্যচিদ্ভাগ্যতঃ পশ্যেদ্যদি বিশ্বোঽক্ষিগোচরঃ॥ ভবত্যেব ন সন্দোহোগুরুবিশ্বাসতঃ শিবে। গুরুং সম্যক্ পূজয়িত্বা পশ্যেচ্ছায়াং সমাহিতঃ॥ তথা ষণ্মাসপর্য্যন্তং মৃত্যুস্তস্য ন বিদ্যতে। শিরোহীনং যদা পশ্যেৎ ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃতিঃ॥ যথা পাদৌ ন দৃশ্যতে ভার্য্যাহানির্ন সংশয়ঃ॥ ন দৃশ্যেতে যদা পাণী ভ্রাতুর্হানির্ন সংশয়ঃ। এতজ্জ্ঞাত্বা সুধীঃ সম্যগ্ গঙ্গাতীরং সমাশ্রয়েৎ। যোগাভ্যাসেন সততং প্রাণায়ামেণ সংস্থিতঃ॥ যথা বা সৎসমীপস্থোলক্ষং মৃত্যুঞ্জয়ং জপেৎ। মৌনভুক্তা হবিষ্যাশী যতবাগ্‌যতমানসঃ॥ মৃত্যুঞ্জয়েন্ন সন্দেহঃ অন্যথা মৃত্যুমৃচ্ছতি। যদা তু মলিনং পশ্যেজ্জ্বরপীড়া ভবেত্তদা॥ তত্র শান্তিং প্রকুর্ব্বীত শিবসেবাং সমাহিতঃ। রক্তবর্ণং যদা পশ্যেদৈশ্বর্য্যং ভবতি ধ্রুবম্॥ মধ্যচ্ছিদ্রং যদা পশ্যেচ্ছত্রুঘাতো ভবেত্তদা। এবং সন্দর্শনং দেবি জ্ঞানবান্ ভবতি ধ্রুবম্॥ নারদায় পুরা প্রোক্তং ময়া পুরুষদর্শনম্। তৎপ্রসাদান্মহাযোগী ভূত্বা লোকাংশ্চরত্যসৌ॥ স্বচ্ছায়াদর্শনং দেবি কলৌ পুরুষলক্ষণম্। দীর্ঘায়ুঃ সমবাপ্নোতি জ্ঞানঞ্চাপি

স্বনিশ্চলম্॥ ইতি যোগপ্রদীপিকায়াং উমামহেশ্বরসংবাদে ছায়াপুরুষলক্ষণং নাম পঞ্চমঃ পটলঃ॥

ওঁ অস্য শ্রীচ্ছায়াপুরুষগ্রহণমন্ত্রস্য ব্রহ্মর্ষির্বৃহদ্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ছায়াদেবী দেবতা হ্রাং বীজং স্বাহা শক্তিঃ পুরুষ ইতি কীলকং সর্ব্বসিদ্ধিসংদর্শনসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। হ্রামিত্যাদি ষড়ঙ্গন্যাসঃ॥ মায়য়া ময়য়া লৌং লৌং হ্রীঁ মায়া শিববিচার্য্যা ধ্বয়ঃ ওঁ হ্রীঁ অং গাং সরস্বতি ওঁ নমো ভগবতে ভূতশরীরমাত্মানমাকাশে দর্শয় দর্শয় ভ্রাঁ ভ্রাঁ ভ্রাঁ হ্রীঁ ভৈরবায় নমঃ স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ॥

পাদাভাবে চ পুত্রং বা বাহ্বভাবে চ বান্ধবম্। আত্মানাং শিরসোঽভাবে সর্ব্বাভাবে কুলক্ষয়ম্॥ বিশীর্ণে বিপ্লুতে ধূতে কুত্তে ধূমেচ বিজ্বরম্ দুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং কজ্জলে চ পরাঙ্মুখে॥ সংপূর্ণে চ মুখে স্বচ্ছে ক্ষেমলাভং সুসিদ্ধয়ে। হীনে রক্তে জয়ে শীতে উষ্ণে মৃত্যুর্নসংশয়॥ গতিভীতিং শস্ত্র ঘাতমিতি বেদবিদো বিদুঃ। মৃত্যুঞ্জয়ং জপন্নেব শান্তিস্তস্য বিধীয়তে॥ ষণ্মাসে মরণং তস্য শীর্ষাদ্যপচয়ে বিদুঃ॥ মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্রম্। প্রথমং প্রণবমালিখ্য তন্মধ্যে সাধ্যনামকম্ বহিরষ্টদলং পদ্মং ষান্তান্তং বসুপত্রকে॥ বিলিখেৎ সহকারস্য কেশরেষু সুশোভিতম্। তদ্বহিশ্চন্দ্রবিম্বং স্যাৎ ষোড়শস্বরকং লিখেৎ॥ দ্বারং ভূপুরমালিখ্য চতুর্দ্বারস্য বারুণম্। পার্থেয়স্য চতুষ্কোণং চক্রং মৃত্যুঞ্জয়ং ভবেৎ॥ জ্বরাদিসর্ব্বরোগাদিদাহশান্তিকরং পরম্। মৃত্যুঞ্জয় মহাচক্রং সর্ব্বরক্ষাকরং নৃণাম্॥ ধ্যানম্ চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুভপ্রভম্। কোটীরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥ নত্বা তাতগুরুং শিবং গণপতিং মন্ত্রং জপেৎ সর্ব্বদা। খে লক্ষেৎ সততং বিলোকনবশং শুক্রে রবৌ প্রত্যহম্॥ খে বিলোকনমন্ত্রস্ত। ওঁ হ্রীঁ ভূচরী খেচরী আত্মানমাকাশে দর্শয় সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয় কথয় হুং ফট্ স্বাহা। বং পশ্যেৎ সর্ব্বগং শান্তং আত্মানং সত্যমদ্বয়ম্। ন তেন কিঞ্চিদ্ধ্যাতব্যং জ্ঞাতব্যং বাবশিষ্যতে॥ ইতি যোগপ্রদীপিকায়াং ছায়াপুরুষোপদেশো নাম ষষ্ঠঃ পটলঃ॥

স্বরোদয় পরিশিষ্ট সমাপ্ত॥

ইতি ঢাকাজিলার অন্তঃর্গত বুতুনী-গ্রামনিবাসী শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত পবনবিজয়স্বরোদয় গ্রন্থ সমাপ্ত।

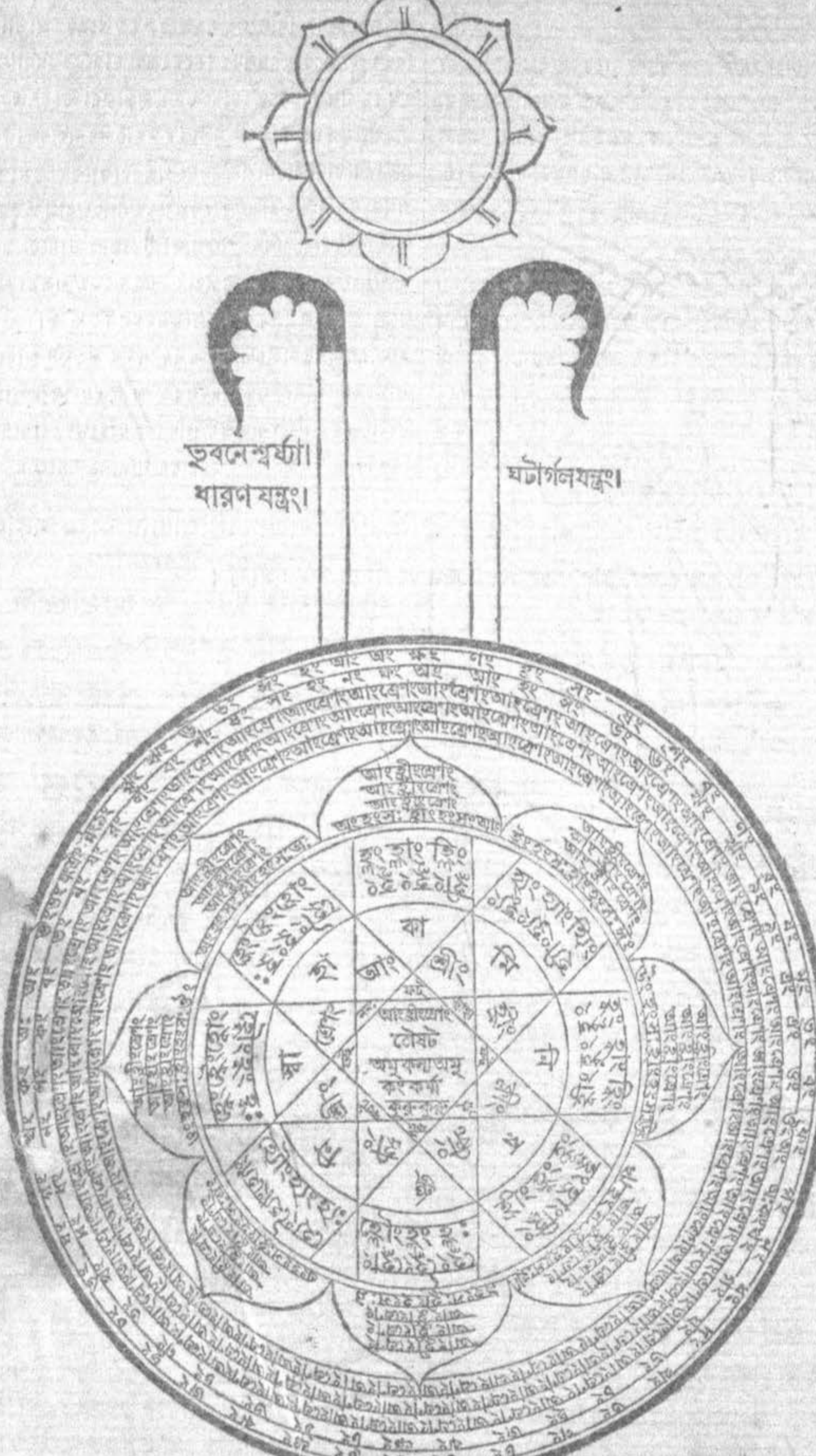
ভুবনেশ্বর্য্যা।
ধারণ যন্ত্রং।
ঘটার্গলযন্ত্রং।

ভূতডামরঃ।

ওঁ নমঃ ক্রোধভৈরবায়। ব্যোমবক্তুং মহাকায়ং প্রলয়াগ্নিসমপ্রভম্। অভেদ্যভেদকং স্তৌমি ভূতডামর-নামকম্ ॥ ১ ॥

আকাশবদন বিশালশরীর প্রলয়কালীন অনলসমবিভাসম্পন্ন ও অভেদ্য-ভেদকারী ভূতডামর নামক উন্মত্তভৈরবকে স্তব করি ॥ ১ ॥

ত্রৈলোক্যাধিপতিং রৌদ্রং সুরসিদ্ধনমস্কৃতম্।
উন্মত্তভৈরবং নত্বা পৃচ্ছত্যুন্মত্তভৈরবী ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরবী ত্রিভুবনাধীশ্বর দেবসিদ্ধসেব্য রুদ্ররূপী উন্মত্তভৈরবকে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ২ ॥

ভৈরব্যুবাচ। কথং যক্ষা নরা নাগাঃ কিন্নরাঃ প্রমথা-দয়ঃ। জম্বুদ্বীপে কলৌ সিদ্ধিং যচ্ছন্ত্যেতা বরাঙ্গনাঃ ॥ ৩ ॥

ভৈরবী বলিলেন,—হে ভৈরব! কলিকালে জম্বুদ্বীপে কিরূপে যক্ষ, মানুষ, ভুজগ, কিন্নর, প্রমথ, নায়িকাদি সকলে সিদ্ধি লাভ করে? ॥ ৩ ॥

যেঽন্যে পাপরতা মিথ্যাবাদিনঃ শীলবর্জ্জিতাঃ।
সালস্যা যে নরা স্তেভ্যঃ সাহায্যং কুরুতঃ স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

যে সকল মনুষ্য, পাপিষ্ঠ, মিথ্যাবাদী, দুঃশীল ও অলস, আপনি তাহা-দিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

কেনোপায়েন নশ্যন্তি কলৌ দুষ্টাঘরাশয়ঃ। লভ্যন্তে সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বা মোক্ষপদ্ধতয়ঃ শুভাঃ। সিদ্ধয়োঽপ্যনি-মাদ্যাশ্চ মহাপাতকনাশিকাঃ ॥ ৫ ॥

কলিতে কি উপায়ে দুর্দ্দান্ত পাপসমূহ নষ্ট হয় এবং সমস্ত মঙ্গলদায়ী অভিলষিত সিদ্ধি, মোক্ষপ্রাপ্তি ও পাপরাশিনাশক অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৫ ॥

অন্যান্নাশনতঃ পাপমন্যস্ত্রীগমনাদিজম্।
কথং নশ্যন্তি দেবেশ হেলয়া নরকং তমঃ ॥ ৬ ॥

হে দেবেশ! কি প্রকারে অন্যজাতির অন্নভোজন ও অন্যস্ত্রীগমনজনিত পাপ বিনষ্ট হয় এবং নরক ও অন্ধকার হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়? ॥ ৬ ॥

চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভো ভূত্বা তিষ্ঠেদ্রুদ্রপুরে চিরম্।
সুর-সিদ্ধ-সর্প-ভূত-যক্ষ-গুহ্যক-নায়িকাঃ ॥ ৭ ॥

কিরূপে দেব, সিদ্ধ, সর্প, ভূত, যক্ষ, গুহ্যক ও নায়িকাসকল চন্দ্রসূর্য্যবৎ তেজঃসমন্বিত হইয়া রুদ্রপুরে চিরকাল অবস্থান করিতে পারে? ॥ ৭ ॥

দূরাদাগত্য কামার্ত্তা বলাদালিঙ্গয়ন্তি কম্। ব্রহ্মেশ-শক্রপ্রমুখা মারিতা বা কথং প্রভো। পুনঃ কেন প্রকা-রেণ মৃতা জীবন্তি নির্জ্জরাঃ ॥ ৮ ॥

কি প্রকারে কামাতুরা স্ত্রীগণ দূর হইতে আগমন করিয়া বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করে। প্রভো! কি উপায়ে ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকেও বিনষ্ট করিতে পারা যায়? কি প্রকারে মৃত ব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইয়া অজরামর হয়?—এই সকল কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ॥ ৮ ॥

শ্রুত্বৈতদ্বল্লভাবাক্যমুন্মত্তভৈরবোঽসকৃৎ।
সন্তুষ্টো ভৈরবীং প্রাহ সর্ব্বং বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৯ ॥

উন্মত্তভৈরব প্রিয়ার এই সকল বাক্য মুহুর্মুহু শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ভৈরবীকে বিনয়পূর্ব্বক সমুদায় বলিলেন ॥ ৯ ॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ। ক্রোধাধিপং ব্যোমবক্তুং বজ্র-পাণিং সুরান্তকম্। বক্ষ্যে নত্বা ততস্তত্র ভূপতিং ভূত-ডামরম্। সর্ব্বপাপক্ষয়করং দুঃখদারিদ্র্যঘাতকম্। সর্ব্ব-রোগক্ষয়করং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্। মহাপ্রভাবজননং দমনং দুষ্টচেতসাম্। মহাচমৎকারকরং স্থিত্যুৎপত্তিলয়াত্মকম্। জ্ঞানমাত্রেণ দেবেশি। ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ১০ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন। ভৈরবি! আমি নমস্কার করিয়া ক্রোধপতি, গগনমুখ, বজ্রহস্ত, ভূপতি ভূতডামর বিবৃত করিব। ইহাতে সকল পাপ নষ্ট হয়, দুঃখ ও দারিদ্র্য দূর হয়, সর্ব্বরোগ ক্ষয় হয়, সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ হয়, মহাপ্রভাব বৃদ্ধি হয় এবং দুষ্টচিত্তসমূহের দমন হয়। এই ভূতডামর অতি চমৎকারজনক, ইহার শক্তিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতে পারে। এই ভূতডামরের জ্ঞানমাত্রেই ইহলোকে বিবিধ ভোগ ও পরকালে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তব স্নেহান্মহাদেবি! কথ্যতেঽকথ্যমদ্ভুতম্। যৎ সুরৈর্দুর্ল্লভং স্বর্গে মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যৈর্মুমুক্ষুভিঃ। নাগলোকে তথা নাগৈস্তচ্ছৃণুষ্ব মম প্রিয়ে। যস্য জ্ঞানং বিনা কাপি

নারীণাং নিগ্রহো ভবেৎ। যক্ষিণ্যো নৈব গচ্ছন্তি সিদ্ধিমিষ্টাং শৃণুষ্ব তৎ ॥ ১১ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ ॥

মহাদেবি! আমি তোমার স্নেহের বশীভূত হইয়া এই অদ্ভুত গোপনীয় বিষয় বলিতেছি। এই ভূতডামর স্বর্গে দেবগণের, মর্ত্ত্যে মুমুক্ষুমনুজবর্গের ও নাগলোকে নাগসমূহের দুর্লভ। প্রিয়ে! ইহা শ্রবণ কর। ইহা না জানিলে যক্ষিণীরা অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না এবং নারীদিগেরও নিগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি সুগোপ্যং মনুমুত্তমম্।
সুরাণামথ ভূতানাং মারণং যেন সিধ্যতি ॥ ১ ॥

আমি অতি গোপনীয় উত্তম মন্ত্র বলিতেছি। যাহাদ্বারা দেবতা এবং ভূতগণেরও মারণ কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

বিবং বজ্রজ্বালেন হনযুগ্মং ততঃপরম্। সর্ব্বভূতান্ ততঃ কূর্চ্চমস্ত্রান্তং মনুমীরিতম্। অস্য বিজ্ঞ ননাত্রেণ ক্রোধেশাদ্রোমকূপতঃ। বজ্রজ্বালাঃ প্রজায়ন্তে শুষ্যন্তি প্রমথাদয়ঃ। ব্রহ্মেশশক্রপ্রমুখা নীতাঃ স্যুর্যমশাসনম্ ॥২-৩॥

"ওঁ বজ্রজ্বালে হন হন সর্ব্বভূতান্ হুঁ ফট্",—এই মন্ত্রের জ্ঞানমাত্রে ক্রোধভৈরবের রোমকূপ হইতে বজ্রজ্বালা উদ্ভূত হয় ও প্রমথাদি ভূতগণ শুষ্ক হয় এবং ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকেও যমশাসনের অধীন হইতে হয় ॥ ২—৩ ॥

ততঃ সবিস্ময়ং প্রাহুরুদ্রাদ্যাঃ ক্রোধভূপতিম্। পশ্চিমে সময়ে কালে নারীযাং নিগ্রহং কুরু। সর্ব্বে ভূতাশ্চ ভূতিন্যঃ করিষ্যন্তি ভবদ্বচঃ ॥ ৪ ॥

ক্রোধভৈরব উন্মত্তভৈরবীকে এইরূপ বলিলে, রুদ্রাদি দেবগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধভৈরবকে বলিলেন,—ভৈরব! এই সময়ে আপনি ইহাদিগের নিগ্রহ করিবেন না। সকল ভূত ও ভূতিনী আপনার বাক্য প্রতিপালন করিবে ॥ ৪ ॥

বিজ্ঞানাকর্ষিণী মন্ত্রং ভাষতেঽতোঽতিবিস্মিতা। তারং ব্রহ্মমুখে প্রোক্ত্বা শরযুগ্মান্তমীরিতম্। অস্য ভাষিতমাত্রেণ বজ্রজ্বালা বিনিঃসৃতাঃ ॥ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা মৃতপ্রাণপ্রদায়িনী। ভূতানাং দুরিতধ্বংসো ভবেদস্য প্রভাবতঃ ॥ ৫—৬ ॥

অতীব বিস্ময়জনক বিজ্ঞানাকর্ষণ মন্ত্র কথিত হইতেছে।—"ওঁ ব্রহ্মমুখে শর শর ফট",—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র বজ্রভয় নিবারিত হয়। ইহা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা, ইহাতেই মৃতব্যক্তি জীবিত হয়। ইহার প্রভাবেই ভূতাদির ভয় বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫—৬ ॥

অথাপরাজিতানাথো নাথপাদৌ প্রগৃহ্য চ। শিরসা বন্দয়িত্বা চ ত্রাতা ত্বং ভগবান্ পরঃ। ত্রাহি মাং ভূতনিচয়ং জম্বুদ্বীপে কলৌ যুগে ॥ ৭ ॥

অনন্তর ভূতনাথ উন্মত্তভৈরবের পাদগ্রহণ ও নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনি পরিত্রাতা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পুরুষপ্রধান। জম্বুদ্বীপে কলিযুগে প্রাণিবর্গকে ও আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৭ ॥

রসং রসায়নং সৌখ্যং স্বর্ণবৈদূর্য্যমৌক্তিকম্। হংসেন্দুকান্তাদিমণিগন্ধবস্ত্রঞ্চ কাঞ্চনম্। ভোজনং কুসুমং ক্ষেমং বরং দাস্যাম ঈপ্সিতম্ ॥ ৮ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিলেন,—রস, রসায়ন (মহৌষধি), সুখভোগ, স্বর্ণ, বিদূরপর্ব্বতজাত মণি (নীলকান্ত), মুক্তা, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মণি, গন্ধদ্রব্য বসন, আহার্য্য, পুষ্প, মোক্ষ আদি অভীষ্ট বর আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৮ ॥

ভূতিন্যশ্চেটিকাঃ ক্রোধজাপিনাং চেটকা বয়ম্। রাজা হি তস্করভয়ং জরানিষ্টাঘসম্ভবম্। ভূতপ্রেতপিশাচাদান্নাশয়ামঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৯ ॥

ক্রোধভৈরবের মন্ত্র যাঁহারা জপ করেন, আমারা তাঁহাদিগের ভৃত্য এবং ভূতিনারা তাঁহাদিগের দাসী। জরা অনিষ্ট ও পাপ হইতে সম্ভূত ভয়, রাজা ও তস্করভয়, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি সমস্ত অশুভ আমরা অতি যত্নপূর্ব্বক বিনষ্ট করিব ॥ ৯ ॥

যদি সিদ্ধিং ন যচ্ছন্তি ভূতিন্যঃ সাধকং প্রতি। স্ফোটয়ামি তদা নূনং ক্রোধবজ্রেণ মূর্দ্ধনি। ক্বচিদগ্নৌ মহাঘোরে নরকে পাতয়ামি চ ॥ ১০ ॥

যদি ভূতিনী, যক্ষিণী, পিশাচাদি সাধকের প্রতি সিদ্ধি প্রদান না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ তাহাদের মস্তক ক্রোধবজ্রদ্বারা স্ফাটিত করি (ফাটাইয়া দি), কিম্বা অগ্নিতে, অথবা মহাঘোর নরকে নিক্ষেপ করি ॥ ১০ ॥

এবমস্ত্বিতি তাঃ প্রাহুর্ব্বিস্মিতাঃ ক্রোধভূপতিম্ ॥ ১১ ॥

মহাদেবাদি দেবগণ বিস্মিত হইয়া, ক্রোধভৈরবকে বলিলেন,—আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হউক ॥ ১১ ॥

ততো নৃণাং হিতার্থায় প্রমথাদ্যুপকারকম্।
ক্রোধরাজঃ পুনঃ প্রাহ মৃতসঞ্জীবনীমনুম্ ॥ ১২ ॥

অনন্তর ক্রোধভৈরব লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রমথাদির উপকারক মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র বলিলেন ॥ ১২ ॥

পঞ্চরশ্মিং সমুদ্ধৃত্য সঙ্কটেতি দ্বিধা পদম্। অস্য ভাষিতমাত্রেণ মূর্চ্ছিতা ভূতদেবতাঃ। স্তম্ভিতা বেপমানাশ্চ উত্তিষ্ঠন্ত্যতিবিহ্বলাঃ ॥ ১৩ ॥

"ওঁ সংঘট মৃতান্ জীবয় স্বাহা,"—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র ভূতাদি দেবতা সমস্ত মূর্চ্ছিত, স্তম্ভিত, কম্পিত এবং বিহ্বল হইয়া উঠে ॥১৩॥

অথ প্রাহ মহাদেবো ভূপতিং তং মুহুর্মুহুঃ।
ক্রোধাধিপং বজ্রপাণিং হিত্বা ত্রাতা ন বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনন্তর মহাদেব ক্রোধভৈরবকে মুহুর্মুহু বলিতে লাগিলেন,—বজ্রপাণি ক্রোধভৈরব-ভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই ॥ ১৪ ॥

অথোবাচাশনিধরো মাভৈর্ম্মাভৈর্ম্মহেশ্বরম্। তবান্যেষাঞ্চ দেবানাং হিতার্থং ভূতনিগ্রহং। করিষ্যামি কলৌ জম্বুদ্বীপস্থানাং নৃণামপি ॥ ১৫ ॥

তাহার পর বজ্রপাণি ক্রোধভৈরব মহাদেবকে বলিলেন,—ভীত হইও না; তোমার ও অন্যান্য দেবগণের এবং জম্বুদ্বীপস্থ মনুষ্যদিগের হিতের জন্য কলিযুগে ভূত-নিগ্রহ করিব ॥ ১৫ ॥

রক্ষাস্মানসকৃৎ প্রাহুঃ প্রথমাশ্চাপ্সরোঽঙ্গনাঃ।
নাগিন্যো যক্ষকামিন্যঃ ক্রোধাশং প্রণিপত্য চ ॥ ১৬ ॥

প্রমথগণ এবং অপ্সর, নাগিনী, যক্ষিণী প্রভৃতি অঙ্গনারা ক্রোধভৈরবকে প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥১৬॥

অথ বজ্রধরঃ প্রাহ ভৈরবো রোমহর্ষণঃ। সুন্দরি ত্রিপুরে ভদ্রকালি ভৈরবচণ্ডিকে। মজ্জাপিনাং নৃণাং যূয়মুপস্থানং করিষ্যথ। স্বর্ণাদ্যাকাঙ্ক্ষিতান্নানি জাপিনেঽপি প্রদাস্যথ ॥ ১৭ ॥

অনন্তর কুলীশপাণি লোমহর্ষণ ক্রোধভৈরব বলিলেন,—সুন্দরি! ত্রিপুরে! ভদ্রকালি! ভৈরবচণ্ডিকে! তোমরা সকলে আমার জাপক নরগণের উপাসনা কর এবং তাহাদিগকে কাঞ্চন, অভিলষিত ভক্ষ্যবস্তু আদি প্রদান কর ॥ ১৭ ॥

যক্ষিণ্যোঽপ্সরোদেবকন্যকানাগকন্যকাঃ। দাস্যামো দেবদেবেশ নিশ্চিতং ক্রোধজাপিনঃ। করিষ্যাম উপস্থানং দাস্যামঃ প্রার্থিতং ধনম্ ॥ যদি কুর্ম্মোঽন্যথা নষ্টাঃ ভবামঃ সকুলং প্রভো। সর্ব্বকর্ম্ম করিষ্যামো দাসত্বং ক্রোধজাপিনাম্ ॥ যদ্যন্যথা করিষ্যামো ভগবান্ মূর্দ্ধ্নি দারয়েৎ। শতধা ক্রোধবজ্রেণ নরকে বা নিপাতয়েৎ ॥১৮-২০॥

যক্ষিণী, অপ্সরা, দেবকন্যা ও নাগকন্যাগণ বলিতে লাগিলেন,—হে দেবদেবেশ! আপনার উপাসকবর্গের উপাসনা করিব এবং তাঁহাদিগকে প্রার্থিত ধনও প্রদান করিব। প্রভো! যদি আমারা আপনার বাক্যের অন্যথা করি, তাহা হইলে যেন সবংশে বিনাশ পাই। যাঁহারা ক্রোধভৈরবের মন্ত্র উপাসনা করেন, আমরা তাঁহাদের দাসী হইয়া সর্ব্বকার্য্য সাধন করিব। আমরা যদি আপনার বাক্যের অন্যথাচরণ করি, তাহা হইলে আপনি আমাদিগের মস্তক ক্রোধবজ্রদ্বারা শতধা বিদীর্ণ করিবেন, অথবা আমাদিগকে নরকে নিপাতিত করিবেন ॥ ১৮—২০ ॥

সাধ্বিত্যুক্ত্বা বজ্রপাণিঃ পুনঃ প্রাহ সুরানিতি। করিষ্যথেত্যুপস্থানং নরাণাং ক্রোধজাপিনাম্। বৈদূর্য্যাদিমণীন্ স্বর্ণমুক্তাদ্রব্যাণি দাস্যথ ॥ ২১ ॥

অশনিধর ক্রোধভৈরব দেবগণের প্রতি বলিলেন "তোমরা সাধু!"—নায়িকাগণ! যে সকল মনুষ্য ক্রোধভৈরবের মন্ত্র জপ করে, তোমরা তাহাদিগের উপাসনা কর এবং নীলকান্তাদি মণি ও কনকমৌক্তিক ইত্যাদি দ্রব্য-সকল তাহাদিগকে অর্পণ কর ॥ ২১ ॥

এবমস্ত্বিতি তং নত্বা ক্রোধরাজং সুরান্তকম্।
গতা আজ্ঞাং শিরঃ কৃত্বা স্বস্থানং যক্ষনায়িকাঃ ॥ ২২ ॥

যক্ষিগণ "এইরূপই হউক" বলিয়া সুরাসুরাদিধ্বংসকারী ক্রোধভৈরবকে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥

তেনেষ্টসিদ্ধিদাঃ সর্ব্বা জম্বুদ্বীপে কলৌ যুগে ॥ ২৩ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥

এইরূপে কলিকালে জম্বুদ্বীপে নায়িকাগণ অষ্টসিদ্ধি প্রদায়িনী হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ। ভগবন্! সুন্দরীমন্ত্রসাধনং বদ মে প্রভো। মন্ত্রোদ্ধারং তথা মুদ্রামর্চ্চনং জপপদ্ধতিম্ ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী কহিলেন,—ভগবন্! সুন্দরী দেবতার মন্ত্রসাধন, মন্ত্রোদ্ধার, মুদ্রা ও অর্চ্চনাপদ্ধতি আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ। একবৃক্ষে দেবগেহে বনে বজ্রধরালয়ে। নিম্নগাসঙ্গমে বাপি পিতৃভূমাবথাপি বা। সিধ্যন্তি ভূতভূতিন্যো নৃণামিষ্টফলপ্রদাঃ ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব কহিলেন, তরুতল, দেবালয়, বন, শিবমন্দির, নদীসঙ্গমস্থল, অথবা শ্মশান, এই সকল স্থানে উপাসনা করিলে, ভূত ভূতিনী আদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতেই মনুষ্যেরা ইষ্টফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি যথাবদবধারয়। আদিবীজং সমুদ্ধৃত্য মহাপদমনন্তরম্। ভূতশব্দাৎ কুলপদং সুন্দরী-কূর্চ্চসংযুতম্ (১)। অনাদিবীজমুচ্চার্য্য ততো বিজয়সুন্দরী। ততো রুদ্রবধূবীজং কলাযুক্তং দ্বিতীয়কং (২)। আদিবীজং সমুদ্ধৃত্য বিমলেতি পদন্ততঃ। সুন্দরীতি পদং পাশঃ সবিসর্গস্তৃতীয়কঃ (৩)। ব্রহ্মবীজং সমুদ্ধৃত্য সুন্দরী পদমুদ্ধরেৎ। ষড়ক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সকূর্চ্চযুগলোমতঃ (৪)। হালাহলং সমুদ্ধৃত্য মনোহরীপদন্ততঃ। সুন্দরীবীঃ সমাযুক্তঃ পঞ্চমোঽয়ং মহামনুঃ (৫)। বহুরূপিণমাভাষ্য ভূষণেতি পদন্ততঃ। সুন্দরী পদমাভাষ্য কামবীজং পরো মনুঃ (৬)। হালাহলং সমাদায় ততো ধবলসুন্দরী। ততঃ প্রাথমিকং বীজং সবিসর্গস্তু সপ্তমঃ (৭)। বিষাচ্চকুমধুপদং ততো মত্তপদং লিখেৎ। সুন্দরীপদতো বহ্নিজায়া চণ্ডিকয়ান্বিতা (৮) ॥৩॥

অনন্তর যথাবৎ মন্ত্রোদ্ধার বলিব, মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। ৩

দ্বারা ধূপ দিবে। তৎপরে অষ্টসহস্র জপ করিলে কুলসুন্দরী সিদ্ধা হইবে। মন্ত্র পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

ততঃ ক্রোধমন্তুং স্মৃত্বা সহস্রং প্রজপেন্নিশি। আয়াতি নিশ্চিতং দদ্যাদর্ঘ্যং জাম্বূদকেন চ। ততঃ কাময়িতব্যা সা ভার্য্যা ভবতি নিশ্চিতং। ত্যক্ত্বা স্বর্ণপলং যাতি প্রভাতে চ দিনে দিনে। মাসাভ্যন্তর এবন্তু সিধ্যতে কুলসুন্দরী ॥ ১৮ ॥

তৎপরে ক্রোধমন্ত্র স্মরণকরিয়া রাত্রিতে সহস্রবার জপকরিবে। এইরূপ করিলে কুলসুন্দরী নিশ্চয় আগমন করিবে, তদনন্তর জাতীফলোদকদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে কুলসুন্দরী তুষ্ট হইয়া নিশ্চয় ভার্য্যা হন। সমস্ত রাত্রি ভার্য্যারূপে সাধকের নিকট থাকিয়া প্রভাতকালে এক পলং(৮ তোলা) স্বর্ণ প্রদানকরিয়া গমনকরেন। এই প্রকারে একমাস ব্যবহার করিলেই কুলসুন্দরী সিদ্ধা হয় ॥ ১৮ ॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা চন্দনেন চ মণ্ডলং। দধিভক্তং নিবেদ্যাথ জপেদষ্টসহস্রকং। যাবৎ সপ্তদিনান্যেব আয়াতি দিবসেঽষ্টমে। চন্দনেন নিবেদ্যার্ঘং বদেত্তুষ্টা বরং বৃণু। সাধকেন তু বক্তব্যং রাজ্যং মে দেহি সুন্দরি। রাজ্যং দদাতি সা নিত্যং বস্ত্রালঙ্কারভোজনং। স্বয়ং যচ্ছতি দেবীয়ং তুষ্টা বিজয়সুন্দরী ॥ ১৯ ॥

কোন নদীর সঙ্গমে গমন করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল করিবে এবং দধি ও অন্নদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অষ্টাধিক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে সপ্তদিবস অর্চ্চনা ও জপ করিলে অষ্টমদিবসে দেবী আগমন করিবেন। তখন চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিলে দেবী তুষ্টা হইয়া বর গ্রহণ করিতে বলিবেন। সাধক সেই সময়ে বলিবে, হে দেবি! আমাকে রাজ্য প্রদান করুন, দেবী তৎক্ষণাৎ রাজ্যপ্রদান করেন এবং প্রতিদিন বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিতে থাকেন, বিজয়সুন্দরী সিদ্ধা হইলে স্বয়ং রাজ্যাদি প্রদান করেন ॥ ১৯ ॥

বজ্রপাণিগৃহং প্রাপ্য শুভ্রচন্দনমণ্ডলে। হয়মারপ্রসূনৈশ্চ সংপূজ্য ধূপয়েত্ততঃ। গুগ্‌গুলুনা জপেদষ্টসহস্রং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। সহস্রং হি জপেদ্রাত্রৌ পুনরাগচ্ছতি ধ্রুবম্। দত্বা পুষ্পাণি বক্তব্যং স্বাগতং হৃষ্টমানসঃ। তুষ্টা ভবতি সা ভার্য্যা দিব্যাম্বর-রসায়নম্। ধনং দদাতি শত্রূণাং করোতি নিধনং ধ্রুবম্। ত্রিদিবং পৃষ্ঠমারোপ্য নয়তীষ্টং প্রযচ্ছতি। দশবর্ষসহস্রাণি সুন্দরী প্রীতি সাধকং ॥ ২০ ॥

কোন শিবমন্দিরে গমন করিয়া শ্বেতচন্দনকৃতমণ্ডলে অশ্বপুষ্পদ্বারা পূজাকরিয়া গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ দিবে এবং অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপকরিয়া দেবীকে সিদ্ধিকরিবে। পুনর্ব্বার রাত্রিতে সহস্রবার জপ করিলে দেবী আগমন করিবেন, সেই সময় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবে। এইরূপ করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া তাহার ভার্য্যা হন এবং দিব্য বস্ত্র ও ধনাদি দানকরেন ও শত্রু বিনাশ করেন। সাধককে স্বর্গপুরে লইয়া গিয়া অভীষ্ট বস্তু অর্পণকরেন। সুন্দরী দেবী এইরূপে দশসহস্রবর্ষপর্য্যন্ত প্রসন্না থাকেন ॥ ২০ ॥

গত্বা নদীতটং কৃত্বা মণ্ডলং গন্ধবারিণা। গন্ধেন সিতপুষ্পেন অর্ঘ্যং গুগ্‌গুলুনা পুনঃ। ধূপয়িত্বা জপেদষ্টসহস্রং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। সহস্রং হি পুনারাত্রৌ জপেদাগচ্ছতি ধ্রুবম্। দত্বা পুষ্পোদকেনার্ঘ্যং বক্তব্যং ভগিনী ভব। ভূত্বা তু ভগিনী নিত্য মিষ্টদ্রব্যাণি যচ্ছতি। রসং রসায়নং কাম্যং স্বয়ং যচ্ছতি সুন্দরী ॥ ২১ ॥

নদীতীরে গমন করিয়া গন্ধোদকদ্বারা মণ্ডল করিয়া তাহাতে শ্বেতপুষ্প ও গন্ধদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে এবং গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ দিয়া অষ্টসহস্র জপকরিবে, এইরূপ করিলে সুন্দরী সিদ্ধা হন। পুনর্ব্বার রাত্রিতে সহস্র জপ করিলেই সুন্দরী দেবী আগমন করেন, তৎকালে পুষ্পোদকদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া বলিবে দেবি! তুমি আমার ভগিনী হও, দেবী তৎক্ষণাৎ ভগিনীর ন্যায় হইয়া বিবিধ দ্রব্য প্রদান করিতে থাকেন। নানাপ্রকার রস ও অভিলষিত বস্তু দেবী স্বয়ং অর্পণ করেন ॥ ২১ ॥

শূন্যং দেবালয়ং গত্বা বলিং দত্ত্বা যথোচিতম্। জপেদষ্ট সহস্রন্তু সিদ্ধা গচ্ছতি সন্নিধিং। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা রাজ্যং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্। স্বর্গং নয়তি সা তুষ্টা পৃষ্ঠমারোপ্য দুর্লভম্। রাজকন্যাং সমাদায় নিযচ্ছতি দিনে দিনে। দীনারাণাং সহস্রন্তু প্রদদাতি মনোহরী। পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ভুক্ত্বা ভোগং মহীতলে। মৃতে রাজকুলে জন্ম পুনর্ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২২ ॥

নির্জন দেবালয়ে গমন করিয়া যথাযোগ্য বলি প্রদান ও পূজা করিয়া অষ্টাধিক সহস্র জপ করিলে সুন্দরী সিদ্ধা হইয়া নিকটে আগমন করেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া রাজ্য ও বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়া স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া সাধককে স্বর্গে লইয়া যান এবং প্রতিদিন শত শত রাজকন্যা আনিয়া দেন। প্রতিদিন এক একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সাধক এইরূপে পৃথিবীতে পঞ্চসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার ভোগ করিয়া মরণান্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ২২ ॥

নীচগাসঙ্গমং প্রাপ্য মণ্ডলং পরিকল্পয়েৎ। দত্বামিষোপহারঞ্চ করবীর প্রসূনকং। ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। সিদ্ধা ভবতি কামিন্যাং পুনঃ পূজাং সমাচরেৎ। প্রজ্বাল্য ঘৃতদীপঞ্চ সহস্রং প্রজপেন্মনুং। নূপুরস্য তু শব্দেন দেবী ভূষণসুন্দরী। সহস্রার্দ্ধপরিবারৈর্যুক্তা গচ্ছতি সন্নিধিং। কামিতা তুষ্টিভাবেন ভার্য্যা

দ্বারা ধূপ দিবে। তৎপরে অষ্টসহস্র জপ করিলে কুলসুন্দরী সিদ্ধা হইবে। মন্ত্র পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

ততঃ ক্রোধমনুং স্মৃত্বা সহস্রং প্রজপেন্নিশি। আয়াতি নিশ্চিতং দদ্যাদর্ঘ্যং জাম্বূদকেন চ। ততঃ কাময়িতব্যা সা ভার্য্যা ভবতি নিশ্চিতং। ত্যক্ত্বা স্বর্ণপলং যাতি প্রভাতে চ দিনে দিনে। মাসাভ্যন্তর এবন্তু সিধ্যতে কুলসুন্দরী ॥ ১৮ ॥

তৎপরে ক্রোধমন্ত্র স্মরণকরিয়া রাত্রিতে সহস্রবার জপকরিবে। এইরূপ করিলে কুলসুন্দরী নিশ্চয় আগমন করিবে, তদনন্তর জাতীফলোদকদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে কুলসুন্দরী তুষ্ট হইয়া নিশ্চয় ভার্য্যা হন। সমস্ত রাত্রি ভার্য্যারূপে সাধকের নিকট থাকিয়া প্রভাতকালে এক পলং(৮ তোলা) স্বর্ণ প্রদানকরিয়া গমনকরেন। এই প্রকারে একমাস ব্যবহার করিলেই কুলসুন্দরী সিদ্ধা হয় ॥ ১৮ ॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা চন্দনেন চ মণ্ডলং। দধিভক্তং নিবেদ্যাথ জপেদষ্টসহস্রকং। যাবৎ সপ্তদিনান্যেব আয়াতি দিবসেঽষ্টমে। চন্দনেন নিবেদ্যার্ঘং বদেত্তুষ্টা বরং বৃণু। সাধকেন তু বক্তব্যং রাজ্যং মে দেহি সুন্দরি। রাজ্যং দদাতি সা নিত্যং বস্ত্রালঙ্কারভোজনং। স্বয়ং যচ্ছতি দেবীয়ং তুষ্টা বিজয়সুন্দরী ॥ ১৯ ॥

কোন নদীর সঙ্গমে গমন করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল করিবে এবং দধি ও অন্নদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অষ্টাধিক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে সপ্তদিবস অর্চ্চনা ও জপ করিলে অষ্টমদিবসে দেবী আগমন করিবেন। তখন চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিলে দেবী তুষ্টা হইয়া বর গ্রহণ করিতে বলিবেন। সাধক সেই সময়ে বলিবে, হে দেবি! আমাকে রাজ্য প্রদান করুন, দেবী তৎক্ষণাৎ রাজ্যপ্রদান করেন এবং প্রতিদিন বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিতে থাকেন, বিজয়সুন্দরী সিদ্ধা হইলে স্বয়ং রাজ্যাদি প্রদান করেন ॥ ১৯ ॥

বজ্রপাণিগৃহং প্রাপ্য শুভ্রচন্দনমণ্ডলে। হয়মারপ্রসূনৈশ্চ সংপূজ্য ধূপয়েত্ততঃ। গুগ্গুলুনা জপেদষ্টসহস্রং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। সহস্রং হি জপেদ্রাত্রৌ পুনরাগচ্ছতি ধ্রুবম্। দত্ত্বা পুষ্পাণি বক্তব্যং স্বাগতং হৃষ্টমানসঃ। তুষ্টা ভবতি সা ভার্য্যা দিব্যাম্বর-রসায়নম্। ধনং দদাতি শত্রূণাং করোতি নিধনং ধ্রুবম্। ত্রিদিবং পৃষ্ঠমারোপ্য নয়তীষ্টং প্রযচ্ছতি। দশবর্ষসহস্রাণি সুন্দরী প্রীতি সাধকং ॥ ২০ ॥

কোন শিবমন্দিরে গমন করিয়া শ্বেতচন্দনকৃতমণ্ডলে অশ্বত্থপুষ্পদ্বারা পূজাকরিয়া গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ দিবে এবং অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপকরিয়া দেবীকে সিদ্ধকরিবে। পুনর্ব্বার রাত্রিতে সহস্রবার জপ করিলে দেবী আগমন করিবেন, সেই সময় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবে। এইরূপ করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া তাহার ভার্য্যা হন এবং দিব্য বস্ত্র ও ধনাদি দানকরেন ও শত্রু বিনাশ করেন। সাধককে স্বর্গপুরে লইয়া গিয়া অভীষ্ট বস্তু অর্পণকরেন। সুন্দরী দেবী এইরূপে দশসহস্রবর্ষপর্য্যন্ত প্রসন্না থাকেন ॥ ২০ ॥

গত্বা নদীতটং কৃত্বা মণ্ডলং গন্ধবারিণা। গন্ধেন সিতপুষ্পেন অর্ঘ্যং গুগ্গুলুনা পুনঃ। ধূপয়িত্বা জপেদষ্টসহস্রং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। সহস্রং হি পুনারাত্রৌ জপেদাগচ্ছতি ধ্রুবম্। দত্ত্বা পুষ্পোদকেনার্ঘ্যং বক্তব্যং ভগিনী ভব। ভূত্বা তু ভগিনী নিত্য মিষ্টদ্রব্যাণি যচ্ছতি। রসং রসায়নং কাম্যং স্বয়ং যচ্ছতি সুন্দরী ॥ ২১ ॥

নদীতীরে গমন করিয়া গন্ধোদকদ্বারা মণ্ডল করিয়া তাহাতে শ্বেতপুষ্প ও গন্ধদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে এবং গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ দিয়া অষ্টসহস্র জপকরিবে, এইরূপ করিলে সুন্দরী সিদ্ধা হন। পুনর্ব্বার রাত্রিতে সহস্র জপ করিলেই সুন্দরী দেবী আগমন করেন, তৎকালে পুষ্পোদকদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া বলিবে দেবি! তুমি আমার ভগিনী হও, দেবী তৎক্ষণাৎ ভগিনীর ন্যায় হইয়া বিবিধ দ্রব্য প্রদান করিতে থাকেন। নানা প্রকার রস ও অভিলষিত বস্তু দেবী স্বয়ং অর্পণ করেন ॥ ২১ ॥

শূন্যং দেবালয়ং গত্বা বলিং দত্ত্বা যথোচিতম্। জপেদষ্ট সহস্রন্তু সিদ্ধা গচ্ছতি সন্নিধিং। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা রাজ্যং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্। স্বর্গং নয়তি সা তুষ্টা পৃষ্ঠমারোপ্য দুর্লভম্। রাজকন্যাং সমাদায় নিযচ্ছতি দিনে দিনে। দীনারাণাং সহস্রন্তু প্রদদাতি মনোহরী। পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ভুক্ত্বা ভোগং মহীতলে। মৃতে রাজকুলে জন্ম পুনর্ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২২ ॥

নির্জন দেবালয়ে গমন করিয়া যথাযোগ্য বলি প্রদান ও পূজা করিয়া অষ্টাধিক সহস্র জপ করিলে সুন্দরী সিদ্ধা হইয়া নিকটে আগমন করেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া রাজ্য ও বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়া স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া সাধককে স্বর্গে লইয়া যান এবং প্রতিদিন শত শত রাজকন্যা আনিয়া দেন। প্রতিদিন এক একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সাধক এইরূপে পৃথিবীতে পঞ্চসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার ভোগ করিয়া মরণান্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ২২ ॥

নীচগাসঙ্গমং প্রাপ্য মণ্ডলং পরিকল্পয়েৎ। দত্ত্বামিষোপহারঞ্চ করবীর প্রসূনকং। ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। সিদ্ধা ভবতি কামিন্যাং পুনঃ পূজাং সমাচরেৎ। প্রজ্বাল্য ঘৃতদীপঞ্চ সহস্রং প্রজপেন্মনুং। নূপুরস্য তু শব্দেন দেবী ভূষণসুন্দরী। সহস্রার্দ্ধপরিবারৈর্যুক্তা গচ্ছতি সন্নিধিং। কামিতা তুষ্টিভাবেন ভার্য্যা

ভবতি নান্যথা। ভার্য্যাশ্চেৎ পরিহারে অরিনাশো ভবেদ্ ধ্রুবং। প্রত্যহং পৃষ্ঠমারোপ্য সূর্য্যলোকং নয়ত্যপি। পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ভুক্ত্বা ভোগমনুত্তমং। মৃতে রাজকুলে জন্ম ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

কোন নদীসঙ্গমস্থলে গমন করিয়া মণ্ডল নির্ম্মাণপূর্ব্বক মাংসোপহারে ও করবীর পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। পরে গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া অষ্টাধিক সহস্র মন্ত্র জপ করিলে দেবী ভূষণসুন্দরী সিদ্ধা হইবেন। এই রূপে মন্ত্র সিদ্ধি হইলে পুনর্ব্বার রাত্রিতে বিবিধ উপহার দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। এবং ঘৃত প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে দেবী ভূষণসুন্দরী সহস্রার্দ্ধ পরিবার সমভিব্যাহারে নূপুর-ধ্বনি করিয়া নিকটে উপস্থিত হন। তুষ্টভাবে কামনাপূর্ণ করিলে তৎক্ষণাৎ সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন। এবং প্রতিদিন পৃষ্ঠে করিয়া সূর্য্যলোকে লইয়া যান। এইরূপে পঞ্চসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার ভোগ করিয়া মরণান্তর ভূপতিকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৩ ॥

কুঙ্কুমেন বিধায়াথ মণ্ডলং নীচগাতটে। ধূপঞ্চাত্রাহগুরুং দত্ত্বা বলিং দদ্যাদ্ যথোচিতম্। জপেদষ্টসহস্রন্তু পুনারাত্রা-বতন্দ্রিতঃ। প্রাগ্বৎ পূজাং বিধায়াথ সহস্রং প্রজপেন্মনুং। আগতা চেত্ততো দদ্যাদর্ঘং চন্দনবারিণা। হৃষ্টা ব্রূতে বরং ব্রূহিস্বয়ং ধবলসুন্দরী। সাধকেন তু বক্তব্যং মাতৃবৎ পরি-পালয়। সহস্রার্দ্ধপরিবারং বস্ত্রালঙ্কারভোজনৈঃ। নিত্যং তোষয়তে দেবী বাঞ্ছিতার্থং প্রয়চ্ছতি। দশবর্ষসহস্রাণি ভোগ্যং ভুক্ত্বা মৃতোভবেৎ। পুনর্ব্বিপ্রকুলে জন্ম ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

কোন নদীতীরে বসিয়া কুঙ্কুমদ্বারা মণ্ডল করিবে। তৎপরে অগুরু-দ্বারা ধূপ ও যথাবিধি বলিপ্রদান করিয়া অষ্টাধিকসহস্র মন্ত্র জপ করিবে, পুনর্ব্বার রজনীযোগে পূর্ব্ববৎ পূজা ও বলিপ্রদান করিয়া সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। দেবী আগমন করিলে চন্দনবারিদ্বারা অর্ঘ্য দিবে। এই-রূপে দেবী ধবলসুন্দরী তুষ্টা হইয়া স্বয়ং বরগ্রহণ করিতে আদেশ করেন। তখন সাধক বলিবেন, হে দেবি! আমাকে মাতৃবৎ প্রতিপালন করুন। এইরূপে সিদ্ধা হইলে সহস্রার্দ্ধ পরিবারের সহিত সাধককে প্রত্যহ বস্ত্র অলঙ্কার, ভোজনদ্রব্য ও অভিলষিত অর্থ প্রদানে সন্তুষ্ট করেন। এইরূপে দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকারে ভোগ করিয়া মরণানন্তর বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৪ ॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা কৃত্বা পূজামনুত্তমাং। প্রজ্বাল্য ঘৃতদীপঞ্চ বলিং দত্ত্বা প্রযত্নতঃ। প্রজপেৎ সকলাং রাত্রিং একচিত্তো ভয়োজ্ঝিতঃ। ততোহর্দ্ধরাত্রসময়ে সমাগচ্ছতি সন্নিধিং। কর্ত্তব্যং কিং ময়া ধীর বদ ত্বং নিজবাঞ্ছিতম্। সাধকেন চ বক্তব্যং রাজ্যং মে দেহি সুন্দরি। রাজ্যং যচ্ছতি সা তুষ্টা দীনারাণাং সহস্রকম্। দিনে দিনেপি বা লক্ষং দদাতি ম্রিয়তে যদি। সার্ব্বভৌমকুলে জন্ম বজ্র-পাণিপ্রসাদতঃ। এতা অষ্টৌ মহাভূতরাজ্যোহভীষ্টফল-প্রদাঃ। ক্রোধাধিপভয়াৎ সিদ্ধিং প্রয়চ্ছন্তি কলৌ যুগে ॥ ২৫ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্রে সুন্দরীসাধনং তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥

নদীসঙ্গমস্থলে বসিয়া উত্তমরূপে পূজা করিবে। পরে ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া যত্নসহকারে সমস্ত রাত্রি নির্ভয়চিত্তে জপ করিবে। এই-রূপে জপ করিলে রাত্রিশেষে দেবী আগমন করিয়া সাধককে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার কি অভীষ্ট কার্য্য করিতে হইবে বল। তখন সাধক বলিবে, হে সুন্দরি! আমাকে রাজ্যপ্রদান করুন। দেবী সন্তুষ্টা হইয়া রাজ্য ও সহস্র সুবর্ণমুদ্রা তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন। এইরূপে দিন দিন লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে থাকেন। ইহাতে সাধক বজ্রপাণি ক্রোধভৈরবের অনুগ্রহে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ব কথিত অষ্টপ্রকার মহাভূত কলিযুগে ক্রোধভৈরবের ভয়ে সাধককে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ সুরাসুরভয়প্রদ।
শ্মশানবাসিনীং ব্রূহি যদি তুষ্টোহসি ভৈরব ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন, হে দেবদেবেশ্বর [illegible]মি সুরাসুর সকলের ভয়প্রদান কর, এইক্ষণ যদি তুমি আমার প্র[illegible] সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে শ্মশানবাসিনীর মন্ত্রাদি আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

ভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পিতৃভূবাসিনীমনুং।
দীনানামুপকারায় নত্বাগ্রে ক্রোধভূপতিং ॥ ২ ॥

ভৈরব বলিতেছেন, আমি ক্রোধভূপতিকে নমস্কার করিয়া দীন ব্যক্তিদিগের উপকারার্থ শ্মশানবাসিনীর মন্ত্র বলিতেছি ॥ ২ ॥

বিষং প্রাথমিকং কালবীজং দ্বিগুণমীরিতং। প্রালেয়-মথভূতেশবীজং কটুদ্বয়ং পুনঃ। ততঃ সর্ব্বভূতিনীনাং পদং ভগবতঃ পদং। বজ্রধরস্য সময় মনুপালয় সংলিখেৎ। হনবধাক্রমপদং সমুদ্ধৃত্য দ্বয়ং দ্বয়ং। ভোভো রাত্রাবিতি-পদাৎ শ্মশানবাসিনীপদম্। আগচ্ছ শীঘ্রং কূর্চ্চাস্ত্রং ভূতিন্যাহ্বানকৃন্মনুঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ হ্রীঁ হুঁ হুঁ ওঁ হ্রীঁ কটু কটু সর্ব্বভূতিনীনাং ভগবতো বজ্রধরস্য সময় মনুপালয় হন হন বধ বধ আক্রম আক্রম ভো ভো রাত্রৌ শ্মশান-বাসিনী আগচ্ছ শীঘ্রং হুঁ ফট, এই মন্ত্র ভূতিনীর আবাহন কারক ॥ ৩ ॥

তারং জ্বলযুগং পশ্চাদ্বিধুনৈব চলদ্বয়ম্। চালয়-প্রবিশৌ প্রাগ্বজ্জ্বলতিষ্ঠ দ্বয়ং দ্বয়ং॥ সময়মনুপালয় পদং

ভোভো রাত্রাবুদীরয়েৎ। শ্মশানবাসিনী কালদ্বয়াদস্ত্রদ্বয়ং দ্বিঠঃ। অসৌ শ্মশানবাসিন্যা মনুঃ সময়সংজ্ঞকঃ। শ্মশানবাসিনীমন্ত্রমতো বক্ষ্যে যথাক্রমং ॥ ৪ ॥

ওঁ জ্বল জ্বল বিধূন চল চল চালয় চালয় প্রবিশ প্রবিশ জ্বল জ্বল তিষ্ঠ তিষ্ঠ সময় মন্থপালয় ভো ভো রাত্রৌ শ্মশানবাসিনী হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ স্বাহা, এই শ্মশানবাসিনীর সময়সংজ্ঞক মন্ত্র কথিত হইল ॥ ৪ ॥

পঞ্চরশ্মিং সমুদ্ধৃত্য চলদ্বয় পঠদ্বয়ং। মহাপদমতো লেখ্যং ভূতিনীং সাধয়েতি চ। কুলে প্রিয়ে স্ফুরযুগং তদ্বদ্বিস্ফুর কটুচ। ততঃ প্রতিহতপদং জয় বিজয় যুগ্মকং। তর্জ্জযুগ্মং কালযুগ্মং ফট্‌যুগ্মঞ্চ প্রথদ্বয়ং। বিষমাগ্নিপ্রিয়ান্তেয়ং প্রোক্তা দংষ্ট্রাকারালিনী ॥ ৫ ॥

ওঁ চল চল পঠ পঠ মহাভূতিনীং সাধয় কুলে প্রিয়ে স্ফুর স্ফুর বিস্ফুর বিস্ফুর কটু কটু প্রতিহত জয় জয় বিজয় বিজয় তর্জ তর্জ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ প্রথ প্রথ ওঁ স্বাহা। এই মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ॥ ৫ ॥

প্রালেয়ং প্রথমং গৃহ্য ততো ঘোরমুখীপদং। শ্মশানবাসিনীশব্দাৎ সাধকানুপদান্ততঃ। কুলেঽপ্রতিতপদং সিদ্ধিদায়ক ইত্যপি। অনাদিস্থষ্টিত্রিতয়ং নতিজ্বলনবল্লভা। ইদং ঘোরমুখীমন্ত্র মুক্তমিষ্টার্থসাধকম্ ॥ ৬ ॥

ওঁ ঘোরমুখী শ্মশানবাসিনী সাধকানুকূলেঽপ্রতিহতসিদ্ধিকায়িকে ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ নমঃ স্বাহা। এই মন্ত্র সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান করে এবং ঘোরমুখী মন্ত্রে ইষ্টার্থ সাধন হয় ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মসূত্রং সমুদ্ধৃত্য তদন্তে তর্জ্জনীমুখী। বিষদ্বয়ং সমাভাষ্য ততো বিশ্বচিতাচিতে। সর্ব্বশত্রুপদাদ্গৃহ্য ভয়ঙ্করিপদন্ততঃ। হনদ্বয়ং দহযুগং পচমারয় দ্বয়ং দ্বয়ং। ততো মমাকারপদং গৃহ্য মৃত্যুক্ষয়ঙ্করী। সর্ব্বনাগপদাদ্‌যক্ষভক্ষ মট্টট্টহাসিনি। সর্ব্বভূতেশ্বরী কূর্চ্চহতাদ্বিষ শিখিপ্রিয়া ॥ ৭ ॥

ওঁ তর্জ্জনীমুখী ওঁ ওঁ বিশ্বচিতাচিতে সর্ব্বশত্রুভয়ঙ্করি হন হন দহ দহ পচ পচ মারয় মারয় মমাকারস্ত মৃত্যুক্ষয়ঙ্করি সর্ব্বনাগ যক্ষ ভক্ষ অট্টহাসিনী সর্ব্বভূতেশ্বরি হুঁ হত ওঁ স্বাহা ॥ ৭ ॥

বেদাদিতোঽগ্রেশ্চ প্রিয়ান্তা তর্জ্জনীমুখী। অনাদিবীজমাভাষ্য ততঃ কমললোচনী। মনুষ্যবৎসলে সর্ব্বপদাদ্দুঃখবিনাশিনী। সাধকানুপদাৎ কূলে প্রিয়ে জয় পদদ্বয়ং। দ্বেগৃহ্য চ কালবীজ মস্ত্রং গৃহ্য পদং নতিঃ। বহ্নিপ্রিয়ান্তযুক্তেয়ং দেবী কমললোচনী ॥ ৮ ॥

ওঁ কমললোচনি মনুষ্যবৎসলে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনি সাধকানুকূলে প্রিয়ে জয় জয় হুঁ হুঁ ফট্ নমঃ স্বাহা। এই কমললোচনী মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক ॥ ৮ ॥

বিষাদ্যা বিকটমুখী ততোদংষ্ট্রা করালিনী। জ্বলদ্বয়পদাদ্গৃহ্য সর্ব্বযক্ষভয়ঙ্করী। ধীরধীরপদং গৃহ্য গচ্ছগচ্ছ পদং ততঃ। ভোভোঃ সাধকপদং কিমাজ্ঞাপয়সীত্যপি। শিবোস্তাচেরিতা দেবি বিকটাস্থেষ্টসিদ্ধিদা ॥ ৯ ॥

ওঁ বিকটমুখী দংষ্ট্রাকরালিনী জ্বল জ্বল সর্ব্বযক্ষভয়ঙ্করি ধীর ধীর গচ্ছ গচ্ছ ভোভোঃ সাধক কিমাজ্ঞাপয়সি হুঁ। এই বিকটা মন্ত্র ইষ্টসিদ্ধি প্রদান করে ॥ ৯ ॥

বিষং ধ্রুবিপদং কর্ণপিশাচিনী ততঃপরং। কটুদ্বয়ং ধুনযুগং মহাসুরপদং ততঃ। পূজিতে ভিন্দযুগলং মহাকর্ণপিশাচিনী। ভোভোঃ সাধকেতি পদং কিং করোম্যুদ্ধরেত্ততঃ। লজ্জাবীজং বিসর্গান্তং কালাদস্ত্রযুগং লিখেৎ। বহ্নিপ্রিয়ান্তমিত্যুক্তমুদ্ধরেন্মনুবিগ্রহং ॥ ১০ ॥

ওঁ ধ্রুবি কর্ণপিশাচিনী কটু কটু ধুন ধুন মহাসুরপূজিতে ভিন্দ ভিন্দ মহাকর্ণপিশাচিনী ভোভোঃ সাধক কিঙ্করোমি হ্রীঁ অঃ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ স্বাহা। এই কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ ॥ ১০ ॥

বিষং ধ্রুবিপদং লেখ্যং সরুকটুদ্বয়ং দ্বয়ং। জস্তয়দ্বয়মাভাষ্য চালয়দ্বয়মীরয়েৎ। মোহয়দ্বয়তো বিদ্যুৎকরালী পদমুদ্ধরেৎ। অতিভূত চরস্থাগ্রে বিলিখেৎ সিদ্ধিদায়িকে॥ হুঁ ফেঁ ভয়ঙ্করী বীজমন্ত্রাগ্নিদয়িতান্বিতম্। ইতিবিদ্যুৎকরাল্যুক্তা বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ১১ ॥

ওঁ ধ্রুবি সরু সরু কটু কটু স্তম্ভয় স্তম্ভয় চালয় চালয় মোহয় মোহয় বিদ্যুৎকরালিনী অতিভূতচরস্থ সিদ্ধিদায়িকে হুঁ ফেঁ ভয়ঙ্করী ফট্ স্বাহা। এই বিদ্যুৎকরালী মন্ত্র বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে ॥ ১১ ॥

বিষং সৌম্যমুখীং গৃহ্যাকর্ষয়দ্বয়মুদ্ধরেৎ। ততঃ সর্ব্বভূতিনীনাং জয়দ্বয় মুদীরয়েৎ। ভোভোস্ততঃ সাধকেতি পদং তিষ্ঠদ্বয়ং ততঃ। সময়মম্বিতিপদং পালয়েতি পদং ততঃ। সাধু সাধু ততোভোভোঃ কিমাজ্ঞাপয়সিদ্বয়ং। কিলিদ্বয়াগ্নিজায়ান্তঃ প্রোক্তঃ সৌম্যমুখীমনুঃ॥১২॥

ওঁ সৌম্যমুখী আকর্ষয় আকর্ষয় সর্ব্বভূতিনীনাং জয় জয় ভোভোঃ সাধক তিষ্ঠ তিষ্ঠ সময় মন্থপালয় সাধু সাধু ভোভোঃ কিমাজ্ঞাপয়সি কিলি কিলি স্বাহা। এই সৌম্যমুখীমন্ত্র সাধকের সিদ্ধি প্রদান করে ॥ ১২ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পিতৃভূমিনিবাসিনীং।
কর্ণ পৈশাচিকীং মুদ্রাং যয়া সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শ্মশানবাসিনী কর্ণপিশাচী দেবীর মুদ্রা বলিতেছি, এই মুদ্রা দ্বারা সাধকের সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয় ॥ ১৩ ॥

কৃত্বান্যোন্যস্ততোমুষ্টিং কনিষ্ঠে বেষ্টয়েদ্ভুভে। ততঃ

প্রসার্য্য তর্জ্জন্যৌ বক্তু দেশে নিয়োজয়েৎ। দংষ্ট্রাকরালিনী মুদ্রা কথিতা সা মহাপ্রভা ॥ ১৪ ॥

উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে, তৎপর তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া মুখে সংযুক্ত করিবে, ইহার নাম দংষ্ট্রাকরালিনী মুদ্রা এই মুদ্রা সর্ব্ব কার্য্য সাধন করে ॥ ১৪ ॥

কৃত্বা বামকরে মুষ্টিং মধ্যমাস্তু প্রসারয়েৎ।
তর্জ্জন্যৌ বা প্রসার্য্যোভে মুদ্রাঘোরমুখীমতা ॥১৫॥

বাম হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া মধ্যমা ও তর্জনী প্রসারিত করিবে, ইহার নাম ঘোরমুখী মুদ্রা ॥ ১৫ ॥

বদ্ধান্যোন্যং ততোমুষ্টিং কনিষ্ঠে দ্বেচ বেষ্টয়েৎ। ততঃ প্রসার্য্য তর্জ্জন্যৌ বক্তু দেশে নিবেশয়েৎ। কথিতা-তর্জ্জনী মুদ্রা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী ॥ ১৬ ॥

উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া পরস্পর কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় বেষ্টন করিবে এবং তর্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া বক্তুদেশে সংযুক্ত করিবে। ইহার নাম তর্জনীমুদ্রা এই মুদ্রা সাধকের সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে ॥ ১৬ ॥

অস্যা এবচ মুদ্রায়া ভগ্না কার্য্যাতু মধ্যমা।
প্রসার্য্যানামিকা মুদ্রা প্রোক্তা কমললোচনী ॥১৭॥

তর্জনীমুদ্রাতে কেবল মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় বক্র রাখিয়া অনামিকাদ্বয় প্রসারিত করিলে কমললোচনী মুদ্রা হয় ॥ ১৭ ॥

অস্যা এবতু মুদ্রায়াঃ প্রবেশ্যানামিকাপুনঃ।
কনিষ্টাস্তু প্রসার্য্যাসৌ বিকটাস্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥১৮॥

কমললোচনি মুদ্রাতে অনামিকাদ্বয় মুষ্টিমধ্যে প্রবেশিত করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয় প্রসারিত করিবে, ইহার নাম বিকটাস্যামুদ্রা ॥ ১৮ ॥

দক্ষপাণিকৃতা মুষ্টি স্তর্জ্জনীস্তু প্রসারয়েৎ।
খ্যাতৈষারুন্ধতী মুদ্রা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী ॥ ১৯ ॥

দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া তর্জনী অঙ্গুলী প্রসারিত করিবে, ইহার নাম অরুন্ধতীমুদ্রা, এই মুদ্রায় সাধকের অভীষ্ট সাধন হয় ॥ ১৯ ॥

অস্যা এব তু মুদ্রায়াস্তর্জ্জন্যাকৃষ্য মধ্যমাং।
প্রসার্য্য দর্শয়েদেষা মুদ্রাবিদ্যুৎকরালিনী ॥ ২০ ॥

অরুন্ধতী মুদ্রায় তর্জনীদ্বারা মধ্যমাকে আকর্ষণ করিয়া প্রসারিত করিলে বিদ্যুৎকরালিনী মুদ্রা হয় ॥ ২০ ॥

দক্ষমুষ্টিং বিধায়াথ কনিষ্ঠাস্তু প্রসারয়েৎ।
প্রোক্তা সৌম্যমুখী মুদ্রা বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদা ॥২১॥

দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে, ইহার নাম সৌম্যমুখী মুদ্রা এই মুদ্রা সাধকের বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে ॥ ২১ ॥

অথাসাং সাধনং বক্ষ্যে দরিদ্রাণাং হিতায় চ।
কুর্ব্বিরে চেটিকাকর্ম্ম দেব্যোঽমূঃ সাধকস্য চ ॥২২॥

পূর্ব্বে যে সকল দেবতার মন্ত্র বলা হইয়াছে এইক্ষণ তাঁহাদের সাধন-বিধান বলিতেছি, এইরূপ সাধন করিলে দেবীগণ সাধকের দাসীত্ব স্বীকার করেন ॥ ২২ ॥

গত্বা শ্মশানং প্রজপেন্মনুমষ্টসহস্রকং। সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং পূর্ব্বমেষা পুরস্ক্রিয়া। পিতৃভূমৌ সমাস্থায় দধিক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতং। হুনেদষ্টসহস্রন্তু খাদিরং সমিধং-সুধীঃ। সিদ্ধে হোমে সমাগত্য পিতৃভূবাসিনী বদেৎ। কিংকরোমি বদ ত্বং মে সন্তুষ্টা সাধকং প্রতি। সাধকে-নাপি বক্তব্যং কিঙ্করী চেটিকা ভব। যচ্ছতীহ দীনারঞ্চ ক্ষেত্রকর্ম্ম করোতি চ। মৎস্যমাংসং বলিং ক্ষেত্রবাটিকায়াং প্রদাপয়েৎ। যত্রৈকবিংশরাত্রিশ্চ চেটীকর্ম্ম করোতি চ॥২৩

শ্মশানে গমন করিয়া তত্তদ্দেবতার মন্ত্র অষ্ট সহস্র জপ করিবে। সকল প্রকার মন্ত্র সিদ্ধিতেই প্রথমত এইরূপ জপ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে ঐ স্থানে থাকিয়াই দধি, ঘৃত ও মধুর সহিত খদির কাষ্ঠদ্বারা অষ্টসহস্র হোম করিবে। এইরূপে জপ ও হোম সমাপন হইলে শ্মশানবাসিনী দেবী সাধকের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া সাধককে বলেন, আমি তোমার কি কার্য্য করিব ? তাহা বল, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তখন সাধক বলিবে, তুমি আমার দাসী হইয়া থাক। এই প্রকারে সিদ্ধি হইলে দেবী সাধককে স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহার ক্ষেত্র কর্ম্ম করিতে থাকেন। তৎপর সাধক ক্ষেত্রবাটীতে মৎস্য মাংসদ্বারা বলি-প্রদান করিবে। এইরূপে এক বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত সাধন করিলে ঐ দেবী গুপ্তভাবে সাধকের ক্ষেত্রকর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

অথবা প্রজপেদ্রাত্রৌ শ্মশানেঽষ্টসহস্রকং। দশম্বদি-কৃসহায়াঢ্যা ভূতিন্যায়াতি বক্তি চ। কিংকরোমীতি তচ্-শ্রুত্বা সাধকোভাষতে পুনঃ। কিঙ্করী ভব দাসী ত্বং গৃহকর্ম্ম কুরুষ্ব মে ॥ ২৪ ॥

অথবা রাত্রিতে শ্মশানে বসিয়া অষ্ট সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে ভূতিনী, লক্ষ পরিবারগণের সহিত আগমন করেন এবং সাধককে বলেন যে, তোমার কি কর্ম্ম করিব ? সাধক তাহা শ্রবণ করিয়া বলিবে, তুমি আমার কিঙ্করী হইয়া গৃহকর্ম্ম কর ॥ ২৪ ॥

পিতৃভূমৌ তু যামিন্যাং জপেদষ্টসহস্রকং। দিগ্দশম্ব-সহায়াঢ্যা ভূতিন্যায়াতি সন্নিধিং। মৎস্যমাংসৌদনবলিং গৃহ্য হৃষ্টা প্রযচ্ছতি। বাসোযুগ্মমলঙ্কারং দীনারং প্রতি-বাসরং। সহস্রযোজনাদ্দিব্যনারীমানীয় যচ্ছতি। সুগুপ্তং চেটিকাকর্ম্ম যাবজ্জীবং করোতি চ ॥ ২৫ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্রে পিশাচিনী চেটিকা সাধনং নাম চতুর্থঃ পটলঃ ॥

রাত্রিকালে শ্মশানে উপবেশন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপ সাধন করিলে ভূতিনী লক্ষপরিবারগণের সহিত আগমন করেন, তৎক্ষণাৎ সাধক মৎস্যমাংসাদি উপহারের সহিত অন্নভোগ প্রদান করিবে, তাহাতে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া প্রতি দিবস সাধককে বস্ত্রযুগ্ম ও স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন। এবং সহস্র যোজন অন্তর হইতে দিব্য কামিনী আনিয়া সাধককে দেন, ঐ কামিনী যাবজ্জীবন তাহার দাস্য কর্ম্ম করে ॥ ২৫ ॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ প্রমথাদ্যৈর্নমস্কৃত। যদি তুষ্টোসি দেবেশ চণ্ডকাত্যায়নীং বদ। চণ্ডকাত্যায়নী রৌদ্রী ভূতিনী যা প্রকীর্ত্তিতা। মনুং তস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি নত্বা ক্রোধাধিপং পুনঃ। বীজং হালাহলং কূর্চ্চনতিমন্ত্রদ্বয়ং শিবঃ। স্মরকাত্যায়নীমন্ত্র মীরিতঞ্চাতিদুর্ল্লভং ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন, হে সর্ব্বভূতেশ্বর! প্রমথগণ তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার করিয়া থাকে। যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক তবে চণ্ডকাত্যায়নীর মন্ত্রাদি আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

বিষং কালং বদেদ্বীজং জ্বালান্তং কূর্চ্চসংজ্ঞিতং।
অস্ত্রান্তোয়ং ময়া প্রোক্তো মহাকাত্যায়নীমনুঃ ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন, চণ্ডকাত্যায়নী, রৌদ্রী ও ভূতিনীপ্রভৃতি দেবতা কথিত আছে আমি ক্রোধভৈরবকে নমস্কার করিয়া সেই সকল দেবতার মন্ত্র তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ২ ॥

বিবাদ্রৌদ্রযুগং কালযুগ্মং হালাহলস্ততঃ। চামুণ্ডালিঙ্গিতং ব্যোমদ্বয়ংমন্ত্রদ্বয়ং শিবঃ। রৌদ্রকাত্যায়নী প্রোক্তা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৩ ॥

ওঁ হুঁ নমোনমঃ হৌঁ এই কাত্যায়নী দেবীর মন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম। এই মন্ত্র অতি দুর্লভ। ওঁ হুঁ জ্বালা হুঁ ফট্। এই মহাকাত্যায়নীর মন্ত্র আমি তোমার নিকট বলিলাম।

ওঁ হৌঁ হৌঁ হুঁ হুঁ ওঁ হঁঃ হঁঃ ফট্ ফট্ স্বাহা। এই রৌদ্রকাত্যায়নীমন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে ॥ ৩ ॥

আদি বীজং সমুদ্ধৃত্য ততো রুদ্রভয়ঙ্করী। অট্টট্টহাসিনি সাধকপ্রিয়ে পদমুদ্ধরেৎ। মহাবিচিত্ররূপকরি স্বর্ণহস্ত ইত্যপি। যমনিকৃন্তনিপদং সর্ব্বদুঃখপদস্ততঃ। প্রশমনীপদমুচ্চার্য্য ত্রিবিষং হুঁ চতুষ্টয়ং। ততঃ শীঘ্রঞ্চ সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছেতি পদং ততঃ। রৌদ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং ততশ্চ বহ্নিসুন্দরী। চণ্ডকাত্যায়নী প্রোক্তা মহাভূতেশ্বরীমনুঃ। প্রোক্তাভীষ্টপ্রদা লোকে জম্বুদ্বী কলৌ যুগে ॥ ৪ ॥

ওঁ রুদ্রভয়ঙ্করি অট্টহাসিনি সাধকপ্রিয়ে মহাবিচিত্ররূপকরি স্বর্ণহস্তে যমনিকৃন্তনি সর্ব্বদুঃখপ্রশমনি ওঁ ওঁ ওঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ শীঘ্রং সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ হৌঁ অঃ স্বাহা। মহাভূতেশ্বরী চণ্ডকাত্যায়নীর এই মন্ত্র কথিত হইল। এই মন্ত্র কলিযুগে জম্বুদ্বীপে সাধকের সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে ॥ ৪ ॥

হালাহালং সমুদ্ধৃত্য ততোযমনিকৃন্তনি। অকালমৃত্যুনাশিনীতি খড়্গত্রিশূলতঃ পুনঃ। হস্তে শীঘ্রপদং প্রোক্ত্বা সিদ্ধিং মে দেহি ভোঃ পদং। সাধকং সমাজ্ঞাপয় বীজং প্রাথমিকং ততঃ। দ্বিঠান্তোয়ং ময়া প্রোক্তা বজ্রকাত্যায়নীমনুঃ ॥ ৫ ॥

ওঁ যমনিকৃন্তনি অকালমৃত্যুনাশিনি খড়্গত্রিশূলহস্তে শীঘ্রং সিদ্ধিং মে দেহি ভোঃ সাধকং সমাজ্ঞাপয় হ্রীঁ স্বাহা,। এই বজ্রকাত্যায়নীমন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম ॥ ৫ ॥

পঞ্চরশ্মিং সমুদ্ধৃত্য হেমকুণ্ডলিনী পদং। ধীরদ্বয়ং জ্বলযুগং ততো দিব্যমহাপদং। কুণ্ডলবিভূষিতপদং বারণমথনীতি চ। ভগবন্নাজ্ঞাপয়সি চ শিরোহস্তমনুমুদ্ধরেৎ। ইতি কুণ্ডলপূর্ব্বশ্চ প্রোক্তঃ কাত্যায়নীমনুঃ ॥৬॥

ওঁ হেমকুণ্ডলিনী ধীর ধীর জ্বল জ্বল দিব্যমহাকুণ্ডলবিভূষিতে বারণমথিনি ভগবন্নাজ্ঞাপয়সি স্বাহা। এই কুণ্ডলকাত্যায়নীমন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ॥৬

বিষমুদ্ধৃত্য দ্বিকুটীদ্বিঠঃ কটুযুগং ততঃ। ধীরযুগ্মং জ্বলযুগং স্বাহা কুলমুখী ততঃ। গচ্ছ বেতাল উপরি অনিশম্পাদতঃ পুনঃ। কুণ্ডলদ্বয়ম [illegible] পাশদ্বয়ং ভগবান্ পদং। আজ্ঞাপয় ততো রৌদ্র [illegible] সমুদ্ধরেৎ। বহ্নিপ্রিয়ান্তঃ কথিতো জয়কাত [illegible] ॥ ৭ ॥

ওঁ কুটী কুটী স্বাহা কটু কটু ধীর [illegible] জ্বল স্বাহাশনমুখি গচ্ছ বেতাল উপরি অনিশং কুণ্ডল কুণ্ডল, আং আং আং ভগবন্ আজ্ঞাপয় অঃ স্বাহা। এই জয়কাত্যায়নীমন্ত্র কথিত হইল ॥ ৭ ॥

বিষমুদ্ধৃত্যাপি সুরতপ্রিয়ে দিব্যলোচনি। কামেশ্বরী জগন্মোহিনি ততশ্চ সুভগে পদং। ততঃ কাঞ্চনমালেতি ভূষণীতি পদং বদেৎ। ততো নূপুরশব্দেন প্রবিশদ্বয়মুদ্ধরেৎ। ততঃ পুরদ্বয়ং সাধকপ্রিয়ে পদমুদ্ধরেৎ। আদিবীজং বিসর্গাঢ্যং শিবোহন্তো ভূতিনীমনুঃ ॥ ৮ ॥

ওঁ সুরতপ্রিয়ে দিব্যলোচনি কামেশ্বরি জগন্মোহিনি সুভগে কাঞ্চনমালে ভূষণি নূপুরশব্দেন প্রবিশ প্রবিশ পুর পুর সাধকপ্রিয়ে ওঁ অঃ স্বাহা। এই ভূতিনীমন্ত্র কথিত হইল; ইহাদ্বারা সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় ॥৮॥

বিষং মাতৃপদাদ্ভ্রাতৃমদ্ভগিনীপদমুদ্ধরেৎ। ততঃ

কটুদ্বয়ং প্রোক্তং জয়যুগ্মং সমুদ্ধরেৎ। সর্ব্বাসুরপদাৎ প্রেতপূজিতে সমুদীরয়েৎ। হালাহলং ব্যোমবক্তুং সবিসর্গং সমুদ্ধরেৎ। বহ্নিজায়ান্ত উক্তোঽসৌ শুভ-কাত্যায়নী মনুঃ ॥ ৯ ॥

ওঁ মাতৃ মাতৃ মণ্ডগিনী কটু কটু জয় জয় সর্ব্বাসুরপ্রেতপূজিতে ওঁ হুঁ অঃ স্বাহা, এই শুভকাত্যায়নীমন্ত্র, এই মন্ত্রে উক্ত দেবতা সিদ্ধি হয় ॥ ৯ ॥

ইয়ং কাত্যায়নী বিদ্যা স্মৃতা সিদ্ধিপ্রদায়িনী।
অস্যা মুদ্রাবিধিং বক্ষ্যে ভূতিনীসিদ্ধিদায়কং ॥ ১০ ॥

এই কাত্যায়নীবিদ্যা কথিত হইল। এই বিদ্যা সাধকের সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিপ্রদান করেন। অনন্তর এই কাত্যায়নীবিদ্যার মুদ্রাবিধি বলিতেছি। এই মুদ্রায় ভূতিনীর সিদ্ধি হয় ॥ ১০ ॥

মুষ্টিমন্যোন্যমাস্থায়াঙ্গুলীনাবেষ্ট্য ততঃ পরং। প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েত্তত্র তর্জ্জনীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। দেহে মন্ত্রে চ সিদ্ধে চ মনাবাকর্ষকর্ম্মণি। ভূতিনীমাকর্ষয়েৎ ক্রোধমন্ত্রযোগসহস্রকং। জুহুয়াদ্বশ্যতাং যাতি ভূতিনী নাত্র সংশয়ঃ। শ্রদ্ধাভক্তিযুতোঽনেন মন্ত্রেণাবাহয়েদমুং। সুরকাত্যায়নীমুদ্রা অসাধ্যার্থপ্রদায়িনী ॥ ১১ ॥

উভয়হস্তে মুষ্টি সংযুক্ত করিয়া পরস্পর অঙ্গুলি সকল বেষ্টন করিবে, তৎপর তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিবে। এই মুদ্রায় সিদ্ধি লাভ হয়। দেহশোধন, মন্ত্রসিদ্ধি ও আকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে এই মুদ্রা প্রশস্ত। ক্রো[illegible] সহস্র জপ করিয়া এই মুদ্রা প্রদর্শন করিলে ভূতিনীর আকর্ষণ সি[illegible] তৎপরে হোমাদি করিলে ভূতিনী বশীভূতা হন। ভক্তি[illegible] ক্রোধমন্ত্রে ভূতিনীর আবাহন করিতে হইবে। এই সুরকা[illegible] অসাধ্যার্থ সাধন হয় ॥ ১১ ॥

মুষ্টিং বিধায় চান্যো[illegible] কুঞ্চয়েত্তর্জ্জনীদ্বয়ং।
ইয়ং কাত্যায়নীমুদ্রা ভূতিনী সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥ ১২ ॥

উভয়হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া রাখিবে, ইহার নাম কাত্যায়নীমুদ্রা, এই মুদ্রায় ভূতিনী সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন ॥ ১২ ॥

অস্যা এব তু মুদ্রায়া মধ্যমে মুখসঙ্গতে। কনিষ্ঠে দ্বে নিবেশ্যাথ নির্দ্দিষ্টা সাধকপ্রিয়া। কুলভূতেশ্বরীমুদ্রা ভূতিনী কুলবাসিনী। অনয়া বদ্ধয়া শীঘ্রং সিদ্ধিং যচ্ছতি ভূতিনী ॥ ১৩ ॥

উক্ত কাত্যায়নীমুদ্রাতে মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় সংযুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে। এই মুদ্রা সাধকের অতিশয়প্রিয়কার্য্য সাধন করে। ইহার নাম কুলভূতেশ্বরীমুদ্রা, এই মুদ্রা বন্ধন করিলে কুলবাসিনী ভূতিনী শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

মুষ্টিদ্বয়ং পৃথক্কৃত্বা তর্জ্জনীঞ্চ প্রসারয়েৎ।
ভদ্রকাত্যায়নীমুদ্রা অভিপ্রেত[illegible]দায়িনী ॥ ১৪ ॥

উভয়হস্তে পৃথক্ পৃথক্ মুষ্টিবন্ধন করি[illegible] তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিবে। ভদ্রকাত্যায়নী মুদ্রা সাধকের অভি[illegible] প্রদান করে ॥ ১৪ ॥

উভে মুষ্টিং বিধায়াথ বেষ্টয়েত্তর্জ্জনীদ্বয়ং। কুলকাত্যায়নীমুদ্রা ভূতিনীরক্ষণ[illegible]। খ্যাতেয়ং চণ্ডপূর্ব্বায়া জয়মুখ্যার্থসাধিনী। দ্রাবিণী কুলগোত্রাণাং সর্ব্বভূতভয়ঙ্করী ॥ ১৫ ॥

উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে। ইহার নাম কুলকাত্যায়নীমুদ্রা, এই মুদ্রায় ভূতিনী রক্ষা করেন। চণ্ডকাত্যায়নীসাধনেও এই মুদ্রা প্রশস্ত। এই মুদ্রা সর্ব্বশত্রুর কুলগোত্রাদির বিদ্রাবণ ও সর্ব্বভূতের ভয়বর্দ্ধন করে ॥ ১৫ ॥

বদ্ধা মুষ্টিং ততোঽন্যোন্যং কনিষ্ঠে বেষ্টয়েদুভে। প্রসার্য্যোভে চ তর্জ্জন্যৌ প্রকুর্য্যাৎ কুণ্ডলাকৃতী। ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী মুদ্রা সা রুদ্রব্রহ্মসাধিনী। কিং পুনঃ সর্ব্বভূতিন্যঃ সিদ্ধিরস্যাঃ প্রসাদতঃ। শুভকাত্যায়নীমুদ্রা প্রোক্তেয়ং বজ্রপাণিনা। পূজিতাগন্ধপুষ্পোদ্যৈর্ম্মৎস্য মাংসাদিভিস্তথা। সিদ্ধিং যান্তি ভূতিন্যো দাস্যতাং-যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥

উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া পরস্পর কনিষ্ঠাদ্বয় বেষ্টন করিবে, তৎপরে তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া কুণ্ডলাকৃতি করিবে। এই মুদ্রায় ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারে। এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পর্য্যন্ত সিদ্ধ হন। এই মুদ্রাপ্রসাদে ভূতিনীসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহার নাম শুভকাত্যায়নীমুদ্রা, এই মুদ্রা দেবরাজ বজ্রপাণি বলিয়াছেন। এই মুদ্রাদ্বারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, মৎস্য ও মাংসাদি উপহারে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ ভূতিনী সিদ্ধি হইয়া দাসত্ব স্বীকার করেন ॥ ১৬ ॥

অথ বক্ষে দরিদ্রাণাং হিতায় ক্রোধভূপতিং। ভূতকাত্যায়নীসিদ্ধিসাধনং পরমাদ্ভুতং। পিতৃভূমৌ ত্র্যহং স্থিত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ভূতকাত্যায়নী দেবী শীঘ্রমায়াতি সন্নিধিং। রক্তপূর্ণকপালেন ভক্তিতোঽর্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। কিঙ্করোমি বদেত্তুষ্টা ভব মাতেতি সাধকঃ। রাজ্যং দদাতি ভোগ্যঞ্চ সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যপি। পালয়েন্মাতৃবৎপঞ্চসহস্রাব্দানি জীবতি। মৃতে রাজকুলে জন্ম নান্যথা ক্রোধভাষিতং ॥ ১৭ ॥

অনন্তর [illegible]দরিদিগের হিতসাধনের নিমিত্তে ভূতকাত্যায়নীর পরমাদ্ভুত সিদ্ধি সাধন বলিতেছি। শ্মশানস্থানে তিন দিবস বাস করিয়া অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ [illegible]রিবে। এইরূপ করিলে দেবী ভূতকাত্যায়নী শীঘ্র সাধকের

নিকট আগমন করেন। তৎপর সাধক রক্তপূর্ণ মনুষ্যমস্তকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ইহাতে দেবী তুষ্টা হইয়া সাধককে বলেন যে, তোমার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা বল। তখন সাধক বলিবে—দেবি! আমাকে রাজ্য ও ভোগ্য প্রদান কর এবং আমার সমস্ত আশা পরিপূর্ণ হউক। এইরূপে সিদ্ধি হইলে দেবী সাধককে মাতৃবৎ প্রতিপালন করেন এবং সাধক পঞ্চসহস্রবৎসর জীবিত থাকে। তৎপরে মরণানন্তর রাজকুলে সাধকের জন্ম হয়; ইহার অন্যথা হয় না, ইহা ক্রোধভূপতি বলিয়াছেন॥ ১৭॥

বজ্রপাণিগ্রহং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ক্রোধরাজং নমস্কৃত্য দিবা কুর্য্যাৎ পুরস্ক্রিয়াং। ততো রাত্রাবেকলিঙ্গং গত্বা সংপূজ্য ভক্তিতঃ। জপেদষ্টসহস্রন্তু দিব্যপুষ্পং প্রয়চ্ছতি। প্রার্থিতং যচ্ছতে দেবী ক্রোধভূপপ্রসাদতঃ॥১৮॥

বজ্রপাণির গৃহে গমন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপে দিবান্ত পূর্ব্বকৃত্য সমাধান করিয়া, রাত্রিতে শিবলিঙ্গের নিকটে গমন করিয়া ক্রোধরাজকে নমস্কারপূর্ব্বক অষ্টসহস্র জপ করিবে। এবং দিব্য-পুষ্প প্রদান করিয়া দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে। দেবী ক্রোধভূপতির প্রসাদতঃ সাধককে প্রার্থিত বরপ্রদান করেন॥ ১৮॥

গত্বৈকলিঙ্গং যামিন্যাং জপেদষ্টসহস্রকং। মঞ্জীর-শব্দিতং তত্র শ্রূয়তে প্রথমে দিনে। দৃশ্যতে চ দ্বিতীয়েঽহ্নি দৃষ্টব্যা ন চ ভাষতে। তৃতীয়ে যচ্ছতে বাচং কিমিচ্ছসি বদ স্ফুটং। ভয়োপস্থাপিকা যাবজ্জীবমিত্যাহ সাধকঃ। ধনান্যানীয় দিব্যাং স্ত্রীং কন্যাং রাজাঙ্গনামপি। সুমেরুশৃঙ্গং নয়তি পৃষ্ঠমারোপ্য জীবতি। সহস্রার্দ্ধঞ্চ বর্ষাণাং জন্মরাজকুলে পুনঃ॥ ১৯॥

রাত্রিকালে শিবলিঙ্গের নিকট বসিয়া অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে প্রথম দিবস সাধক নূপুর শব্দ শুনিতে পায়। দ্বিতীয় দিবসে ঐরূপ জপ করিলে দেবীর দর্শন পায়, কিন্তু দেবী সেই দিবসে কোন কথা বলেন না। তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার ঐরূপ জপ করিলে দেবী সাধককে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে থাকেন,—অহে সাধক! তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ? তখন সাধক বলিবে—তুমি আমার জীবনপর্য্যন্ত পরিচারিকা হইয়া থাক। তাহাতে দেবী সাধকের বাধ্য হইয়া ধন-রত্নাদি ও দিব্যস্ত্রী আনয়ন করিয়া সাধককে অর্পণ করেন এবং পৃষ্ঠে আরোহিত করাইয়া সুমেরুশৃঙ্গে লইয়া যান। এইরূপে সিদ্ধি হইলে সাধক পঞ্চশত বৎসর জীবিত থাকিয়া মরণানন্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে॥ ১৯॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। পরিবারান্বিতা দিব্যং ভূতিন্যায়াতি সন্নিধিং। আগতা মন্ত্রিতা তু স্ত্রী ভাবেনাপি চ কামিতা। উপস্থায়ী ভবেন্নিত্যং দীনার-দ্বয়দায়িনী। গত্বোদ্যানঞ্চ যামিন্যাং জপেদষ্টসহস্রকং। দিনানি ত্রীণি মঞ্জীরশব্দস্য শ্রবণং ভবেৎ। চতুর্থে দৃশ্যতে দেবীং পঞ্চমে দৃশ্যতে পুনঃ। ষষ্ঠসংখ্যাদিনে পঞ্চদীনা-রাণি প্রযচ্ছতি। সপ্তমেঽহ্নি শিবস্থানে বিধায় মণ্ডলং শুভং। ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ভূতিনী কন্যকাগত্য গৃহং স্বাগতমাচরেৎ। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা প্রত্যহং রতিমাচরেৎ। মুক্তাহারং পরিত্যজ্য শয়নে যাতি নিত্যশঃ। গৃহীতব্যং ন তদ্ধারং গ্রহণাভাবতোঽপি চ। পঞ্চবিংশতিদীনারং বস্ত্রদ্বয়মনুত্তমং। শত্রুং নাশয়তে শীঘ্রং সহস্রায়ুঃ করোতি চ। মৃতে রাজকুলে জন্ম সাধকস্য ন সংশয়ঃ॥ ২০॥

কোন নদীতীরে গমন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে, এইরূপ করিলে পরিবারগণে বেষ্টিত হইয়া ভূতিনী দেবী সাধকের নিকট আগমন করেন এবং স্ত্রীভাবে সাধকের পরিচারিকা হইয়া প্রতিদিন দুইটী সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন॥ ২০॥

বজ্রপাণিগৃহং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। অন্যং দেবা-লয়ং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। পুনারাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রং ত্র্যহমেব চ। শতাষ্টপরিবারাঢ্যা শীঘ্রমায়াতি ভূতিনী। সতোয়চন্দনার্ঘ্যেণ তুষ্টা যচ্ছতি কামিকং। পরিবার-শতান্যষ্টবস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। রসৈ রসায়নং পঞ্চসহস্রাব্দানি জীবতি। মৃতে রাজকুলে জন্ম ভবেৎ ক্রোধপ্রসাদতঃ॥২১॥

কোন উদ্যানমধ্যে গমন করিয়া যামিনীযোগে অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপে তিন রাত্রি জপ করিলে নূপুরশব্দ শ্রুত হয়, চতুর্থ দিবসে দেবীর দর্শন হয় এবং পঞ্চম দিবসেও পুনর্ব্বার দেবীর দর্শন হইয়া থাকে এবং ষষ্ঠ দিবসে দেবী সাধককে পঞ্চ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। তৎপর সপ্তম দিবসে শিবলিঙ্গের নিকট দিব্য ভূষণাদি ও ধূপ, দীপ স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার অষ্টসহস্র জপ করিবে। ইহাতে ভূতিনী যুবতীবেশে গৃহে আগমন করিয়া সাধকের মঙ্গলাচরণ করেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া প্রতি দিবস রাত্রিতে তাহার সহিত বিবিধ বিহারে কালযাপন করিয়া থাকেন। প্রতিদিন প্রভাতকালে শয্যাতে মুক্তাহার পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন এবং প্রতিদিন এইরূপে দেবী আগমন করিয়া থাকেন। দেবী প্রত্যহ সাধককে পঞ্চবিংশতি সুবর্ণমুদ্রা ও বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করেন, সাধকের সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া থাকেন। সাধক এইরূপে সহস্রবর্ষ জীবিত থাকিয়া মরণানন্তর নিঃসংশয় রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে। বজ্র-পাণির গৃহে গমন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিয়া অন্য দেবালয়ে অষ্টসহস্র জপ করিবে, তৎপর রজনীযোগে অষ্টসহস্র জপ করিবে, এই-রূপে তিন দিবস সাধন করিলে এবং একশত অষ্ট পরিবারের সহিত ভূতিনী আগমন করেন। সাধক দেবীকে জল ও চন্দনাদিদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিলে দেবী তুষ্টা হইয়া শত শত পরিবারের সহিত বস্ত্রা-লঙ্কারদ্বারা সাধকের কামনা পরিপূর্ণ করেন। সাধক এইরূপে পঞ্চসহস্র

বর্ষ পর্য্যন্ত নানাবিধ রসকেলিতে সুখ ভোগ করিয়া জীবিত থাকে এবং মরণানন্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ২১ ॥

বজ্রপাণিগৃহং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। পূর্ব্বসেবা-ভবেদস্যাঃ পুরশ্চরণপূর্ব্বিকা। দ্বিতীয়ায়াং সমারভ্য চতুর্থ্যান্তু সমাপয়েৎ। রাত্রিযোগে চ পঞ্চম্যাং হুনেদষ্ট-সহস্রকং। করবীরভবৈর্ব্বহ্নৌ দধিক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতৈঃ। মালতীকুসুমৈরষ্টসহস্রৈকং শতদ্বয়ং। সহস্রার্দ্ধসহায়াঢ্যা মহাভূতেশ্বরী দ্রুতং। এতে নূপুরশব্দেন দেয়োঽর্ঘ্যঃ পুষ্পবারিণা। জননী ভগিনী ভার্য্যা স্বেচ্ছয়া কামিতা ভবেৎ। মাতা স্বর্ণাদ্যলঙ্কারং ভোজনঞ্চ প্রয়চ্ছতি। ভগিনী স্ত্রিয়মানীয় রাজ্যং যচ্ছতি কামিকং। দিব্যা রূপা ভবেদ্ভার্য্যা সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যপি। দদাতি ভোজনঞ্চায়ু-র্দ্দশবর্ষসহস্রকং। মৃতে রাজকুলে জন্ম বজ্রপাণিপ্রসাদতঃ। অযুতং হি জপেম্মন্ত্রং পৌর্ণমাস্যাং পুরস্ক্রিয়া। রাত্রৌ দেবালয়ং গত্বা দ্বারপূজাং বিধায় চ। সকলাং প্রজপে-দ্রাত্রিং প্রাতরাগচ্ছতি ধ্রুবং। দত্ত্বার্ঘ্যং রুধিরেণৈব তুষ্টা ভবতি কিঙ্করী। প্রত্যহং ভোজনং পঞ্চ দীনারাণি প্রয়-চ্ছতি। শতমেকং পঞ্চবর্ষং জীবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

বজ্রপাণির গৃহে গমন করিয়া রাত্রিকালে অষ্টসহস্র জপ করিবে এবং বিধান ক্রমে পুরশ্চরণপূর্ব্বক দ্বিতীয়াতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থীতে জপ সমা-পন করিতে হইবে, তৎপর পঞ্চমীর রাত্রিতে দধি, মধু ও ঘৃতযুক্ত করবী-পুষ্প দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র এবং মালতীপুষ্প দ্বারা ১২ শত সংখ্যক হোম করিবে। এইরূপে জপহোমাদি করিলে অর্দ্ধসহস্র পরিবারে আবৃত হইয়া মহাভূতেশ্বরী নূপুরধ্বনিপূর্ব্বক শীঘ্র আগমন করেন। ভূতেশ্বরীর আগমন মাত্রে তাহাকে পুষ্প ও জলধারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ঐ সময় সাধক ইচ্ছানুসারে জননী, ভগিনী কিম্বা ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিবে। মাতৃ সম্বোধনে ভূতিনী সুবর্ণাদি অলঙ্কার ও নানাবিধ ভোজনীয় দ্রব্য এবং ভগিনী সম্বোধনে উত্তমাস্ত্রী ও ভোজ্যবস্তু প্রদান করেন। ভার্য্যা বলিয়া ভূতিনীকে আহ্বান করিলে সাধকের সকল আশা পরিপূর্ণ করিয়া উত্তমোত্তম ভোজনীয় দ্রব্য আনিয়া দেন। এইরূপে ভূতিনী সিদ্ধি হইলে সাধক দশাধিক সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে এবং মরণান্তর রাজকুলে জন্ম-গ্রহণ করে। পরে পূর্ণিমাতে দশসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ইহাই এই মন্ত্রসাধনের পূর্ব্বকৃত্য। রাত্রিতে দেবালয়ে গমন করিয়া দ্বার পূজা করিবে, তৎপর সকল রাত্রি মন্ত্র জপ করিলে প্রভাতকালে দেবী আগ-মন করেন ঐ সময়ে রুধির দ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের কিঙ্করী হন। এবং প্রতিদিন বিবিধ ভোজন ও পঞ্চসুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন। এইরূপ সিদ্ধি হইলে সাধক একশত পাঁচ বৎসর জীবিত থাকে ॥ ২২ ॥

বিষবীজং ততো বর্ম্ম তোয়মঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। মাংসং মে পদস্মাভাষ্য প্রয়চ্ছানলবল্লভা। রাত্রৌ পিতৃভুবং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। পিশিতাকর্ষিণী দেবী সিদ্ধা ভবতি নিশ্চিতং। নীত্বা মাংসপলান্যষ্টৌ বিলোক্য চ চতুর্দ্দিশং। যোষিদ্রূপস্বরূপেণ পুরস্তিষ্ঠতি ভূতিনী। ততো মাংসং প্রদাতব্যং ভুক্ত্বা মাংসং প্রয়চ্ছতি। মাংসাদানেন ম্রিয়তে অক্ষি কুক্ষিঃ স্ফুটত্যপি ॥ ২৩ ॥

ইতি ভূতডামরে অষ্টকাত্যায়নীসাধনং নাম
পঞ্চমঃ পটলঃ।

ও তোয়ম্বং মাংসং মে প্রয়চ্ছ স্বাহা, রাত্রিকালে শ্মশানে বসিয়া উক্ত মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে মাংসাকর্ষিণী ভূতিনী দেবী সিদ্ধা হন। তৎপরে সাধক অষ্টপল অর্থাৎ ৬৪ তোলা পরিমিত মাংস হস্তে করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলে সম্মুখে ভূতিনীকে দেখিতে পায়, তৎক্ষণাৎ দেবীকে মাংস প্রদান করিবে, এই সময়ে মাংস প্রদান না করিলে সাধকের মৃত্যু কিম্বা চক্ষু ও কুক্ষি স্ফুটিত হয় ॥ ২৩ ॥

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ। সুরাসুরজগদ্বন্দ্য জগতামুপকারক। শ্রীমহামণ্ডলং ব্রূহি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং। উন্মত্তভৈরব উবাচ। বিদ্যাধরোঽপ্সরোযক্ষপ্রেতগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ। মহো-রগৈঃ পরিবৃতো মহাদেবস্ত্রিলোচনঃ। ক্রোধং প্রদক্ষিণী কৃত্য নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ। পাদৌ শিরে বিধায়াথ ভাষতে ক্রোধভূপতিং। ক্রোধীশস্ত্বং মহাভূতদুষ্টগ্রহবিমর্দ্দক। কটপূতনবেতালক্লেশবিঘ্নবিঘাতক। প্রসীদ দেবদেবেশ সংসারার্ণবতারক। পশ্চিমে সময়ে কালে জম্বুদ্বীপে কলৌ যুগে। মর্ত্ত্যানামুপকারার্থং দুষ্টদুর্জ্জননিগ্রহং। ভূতিনী-যক্ষিণী-নাগকন্যকা-সাধনং বদ। বোধিসত্ত্বো মহা-দেবং সাধুসাধ্বিতি পূজয়ন। মহামণ্ডলমাখ্যাতং সুব্যক্তং সুরপাদপং ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন, হে ভৈরব! তুমি সুরাসুরাদি জগতের পূজনীয় ও জগতের উপকারক, অতএব মহাসিদ্ধিপ্রদায়ক মহামণ্ডল আমার নিকট বল। উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন, মহাদেব বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, প্রেত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ও সর্পগণে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভূপতিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নমস্কারানন্তর পাদদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া ক্রোধভূপতিকে বলিলেন। হে ক্রোধেশ্বর; তুমি মহাভূত ও দুষ্টগ্রহাদির বিনাশক। দেবাদিদেব ও সংসারস্বরূপ সমুদ্রতারক; এইক্ষণ এই কলিযুগে নরলোকের উপকারার্থ দুষ্টজন নিগ্রহকারক ভূতিনী, যক্ষিণী ও নাগকন্যাদি সাধন আমার নিকট বল। ক্রোধপতি মহাদেবকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিতেছেন ॥ ১ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহামণ্ডলমুত্তমং। চতুরস্রং চতুর্দ্বারং চতুষ্কোণবিভূষিতং। দলৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং

...প্রপ্রাকারশোভিতং। তত্র মধ্যে ন্যসেদ্ভীমং ত... ...লানলমাকুলং। সাট্টহাসং মহারৌদ্রং ভিন্নাঞ্জনচয়োপ... ...প্রত্যালীঢ়ং চতুর্ব্বাহুং দক্ষিণে বজ্রধারিণং। তর্জ্জনী... ...স্তেন তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা করালিনং। কপালরত্নমুকুটং ত্রৈলো... ...ারিনাশনং। আদিত্যকোটিসঙ্কাশমষ্টনাগবিভূষিতং। ...পরাজিতপদাক্রান্তং মুদ্রাবন্ধেন তিষ্ঠতি। অনামিকা- ...য়ং ...ট্য আকুঞ্চ্য তর্জ্জনীদ্বয়ং। কনিষ্ঠাং মধ্যমাঞ্চৈব ...জ্যেষ্ঠ ...ষ্ঠেন চ ক্রমাৎ। এবং মুদ্রাধরঃ শ্রীমান্ ত্রৈলোক্য- ...াধ্য... কঃ। উমাপতিং লিখেৎ ক্রোধপুরো বিষ্ণুঞ্চ দক্ষি... রক্ষোদেবং পশ্চিমে তু কার্ত্তিকেয়ং তথোত্তরে। ঈশা... চ গণাধীশমাদিত্যং বহ্নিসংস্থিতং। নৈর্ঋতে তু লিখেদ্রাহুং বায়ুকোণে নটেশ্বরং। চন্দ্রং সংপূজয়েদ্বামে ক্রোধরাজস্য ভূপতেঃ। প্রভাদেবীং স্বর্ণাভাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং। ঈষদ্ধসিতবদনাং ক্রোধবামে সদা লিখেৎ। ক্রোধাগ্রে পুষ্পহস্তাঞ্চ শ্রীদেবীং পরিভাবয়েৎ। সালঙ্কারাং ধূপহস্তাং ক্রোধদক্ষে তিলোত্তমাং। ক্রোধস্য পৃষ্ঠভাগে চ দীপহস্তামলঙ্কৃতাং। দিব্যরূপাং শচীং দেবীং দ্বিজরাজমুখীন্তথা। আগ্নেয্যাঞ্চ ন্যসেদ্ভদ্রাং দিব্যকুণ্ডলমণ্ডিতাং। গৃহীতগন্ধহস্তাঞ্চ রত্নভূষণভূষিতাং। বিন্যসেদ্রক্ষঃ কোষ্ঠায়াং বীণাযুক্তাং সরস্বতীং। বায়ব্যাং যক্ষিণীং রত্নমালাঢ্যাং সুরসুন্দরীং। ঈশানে চ বিশালাক্ষীং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং। রূপযৌবনসম্পন্নাং স্বর্ণবর্ণাং সমালিখেৎ। ইন্দ্রোবহ্নির্যমোরক্ষো বরুণো বায়ুরেব চ। কুবেরশ্চ শশীশানো বাহ্যপ্রাচ্যাদিমণ্ডলে ॥ ২ ॥

অতঃপর আমি মহামণ্ডল বলিতেছি শ্রবণ কর। চতুরস্র ও চতুর্দ্বার, চতুষ্কোণ, ষোড়শদল পদ্ম ও বপ্রপ্রাকারাদি শোভিত মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ভীমমূর্ত্তি বিন্যাস করিবে। ভীমমূর্ত্তির আকার এইরূপ; অতিশয় তেজীয়ান, অট্টহাসযুক্ত, মহাভয়ঙ্কর, অঞ্জনের ন্যায় দেহকান্তি, অগ্রে দক্ষিণ পদ, চতুর্ব্বাহুধারী, দক্ষিণহস্তে বজ্র, বাম হস্তে তর্জ্জনীমুদ্রা, তীক্ষ্ণদন্তে ভয়ঙ্করাকার, মনুষ্য মস্তক ও রত্নমুকুটধারী ত্রিভুবনের শত্রুবিনাশক, কোটীসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, অষ্টনাগ-বিভূষিত এবং মুদ্রা বন্ধন করিয়া স্থিত আছেন। অনন্তর মুদ্রা কথিত হইতেছে অনামিকাঙ্গুলীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় আকুঞ্চিত করিবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা মধ্যমা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীকে আবদ্ধ করিবে, এইরূপ মুদ্রাধর শ্রীমান্ ক্রোধপতি ত্রিভুবনের সিদ্ধিপ্রদান করেন। ক্রোধপতির অগ্রভাগে দক্ষিণে বিষ্ণুমূর্ত্তি লিখিবে। মণ্ডলের পশ্চিমে কুবের, উত্তরে কার্ত্তিকেয়, ঈশানকোণে গণেশ, দক্ষিণে সূর্য্য, নৈঋতকোণে রাহু ও বায়ুকোণে নিঋতি ও ক্রোধ ভূপতির বামে চন্দ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে। ক্রোধরাজের বামে স্বর্ণবর্ণা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা ও কিঞ্চিৎ হাস্যবদনা প্রভা দেবীর মূর্ত্তি লিখিবে। ক্রোধরাজের অগ্রে পুষ্পহস্তা লক্ষ্মীদেবী, দক্ষিণ ভাগে সালঙ্কারা ধূপহস্তা তিলোত্তমা, পৃষ্ঠভাগে দীপহস্তা, সালঙ্কারা বিদ্যাধরীরূপা চন্দ্রমুখী শচীদেবী, অগ্নিকোণে দিব্যকুণ্ডলধারিণী গন্ধহস্তা, রত্নভূষণ ভূষিতা ভদ্রাদেবী, উত্তর কোষ্ঠাতে বীণাযুক্তা সরস্বতী, বায়ুকোণে রত্নমালা-বিভূষিতা সুন্দরসুন্দরীরূপা বিদ্যাধরী, ঈশানকোণে সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা বিশালাক্ষী এবং মণ্ডলের পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান এই সকলের মূর্ত্তি লিখিয়া আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে ॥ ২ ॥

অথ দীক্ষাবিধিং বক্ষ্যেপ্রাণিনাং দুরিতাপহং। ক্রোধমুদ্রাধরঃ শিষ্যং নীলবস্ত্রযুগেন চ। ছাদিতং ক্রোধগং চিত্তং গুরুর্ম্মন্ত্রং নিশাময়েৎ ॥ ৩ ॥

অনন্তর প্রাণিবর্গের সর্ব্বপাপনাশক দীক্ষাবিধি কথিত হইতেছে। শিষ্যকে ক্রোধমুদ্রাবদ্ধ করিয়া নীলবস্ত্রযুগ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। তৎপরে গুরুদেব ক্রোধমন্ত্র শ্রবণ করাইবেন ॥ ৩ ॥

অথ ক্রোধমনুং বক্ষ্যে অসাধ্যং যেন সিধ্যতি। বীজং হালাহলং গৃহ্য ক্রুং ক্রোং বীজমতঃপরং ভয়ঙ্করার্ণমাভাষ্যাসিতাঙ্গং ক্ষতজং স্থিতম্। প্রলয়াগ্নিমহাজ্বালামাভাষ্য মনুমুদ্ধরেৎ। এবমুচ্চারিতে ক্রোধঃ স্বয়মেব প্রবিশ্যতি। বদ্ধাতু ক্রোধনীং মুদ্রাং শিরস্যাস্যে চ বক্ষসি। স্বয়ং বজ্রধরো ভূত্বা তাবত্তিষ্ঠদ্বয়ং পুনঃ। আভাষ্য পাতয়েত্তোয়ং বজ্রদেহো ভবেন্নরঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর ক্রোধভূপতির মন্ত্র বলিতেছি। এই মন্ত্রে মনুষ্য অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ওঁ হুঁ বজ্র ফট্ ক্রঁ ক্রোঁ ক্রুঁ ক্রুঁ হুঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ক্রোধভৈরব স্বয়ং আগমন করেন। শিষ্যের মস্তকে হৃদয়ে ও মুখে ক্রোধমুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক উক্ত মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করিয়া শিষ্যমস্তকাদিতে সিঞ্চন করিলে শিষ্যদেহ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয় ॥ ৪ ॥

বিসর্গাৎ প্রবিশক্রোধকূর্চ্চযুগ্মমুদীরয়েৎ। বিশেদনেন মন্ত্রেণ ক্রোধেনাভ্যর্চ্চয়েত্রিধা নীলবস্ত্রং পরিত্যজ্য দর্শয়েৎ কুলদেবতাং। ততোঽভিষেচনার্থঞ্চ মুদ্রামন্ত্রং জলে ক্ষিপেৎ তেনাভিষিঞ্চিতঃ শিষ্যো গুরুং সন্তোষয়েত্ততঃ ॥৫॥

অঃ প্রবাসি ক্রোধ হুঁ হুঁ এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া ক্রোধ ভূপতিকে অর্চ্চনা করিবে এবং শিষ্যের মস্তক হইতে নীলবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কুলদেবতা প্রদর্শন করিবে। তৎপরে অভিষেকার্থে জলে মুদ্রামন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই জলদ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবে শিষ্য গুরুকে দক্ষিণাদি প্রদানপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিবে ॥ ৫ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ক্রোধমন্ত্রস্য সাধনং। যেন সাধিতমাত্রেণ সিদ্ধিঃ সর্ব্ববিধা ভবেৎ। ধৃত্বা হস্তদ্বয়েনাসৌ ভাবয়েচ্চন্দ্রমণ্ডলং। বিষং ভয়ঙ্করং বীজং জ্বালা-

মালাকুলং হৃদি। ধ্যাত্বা জপেদমুং মন্ত্রং বক্ষ্যমাণ শৃণুষ্ব তৎ। বিষং হনযুগং গৃহ্য বিধ্বংসয়দ্বয়ান্বিতং। নাশয়েতি ততঃ পাপং কালমন্ত্রান্বিতোমনুঃ। শূন্যং স্বমন্তরং চিন্ত্যং হৃদয়ং ক্রোধমণ্ডিতং। জ্বালামালাকুলং তস্য মধ্যে ধ্যায়েন্নিরঞ্জনং। অনেন ক্রোধমন্ত্রেণ চিন্তয়েৎ ক্রোধভূপতিং। তারাং ক্রোধাবেশয়াবেশয় কূর্চ্চান্বিতং মনুং। সঞ্চিন্ত্য বজ্রপাণিঞ্চ ক্রোধাধীশংস্মরেদ্বুধঃ। হালাহলাল্লিখেদ্বজ্রং ক্রোধাবেশ প্রশাময়। কালবীজান্তমুচ্চার্য্য চিন্তয়েচ্চ স্বদেবতাং। ততস্তু ক্রোধমন্ত্রেণ ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ। বিষং বজ্রযুতং বোধিমহাকালংন্যসেদ্ধৃদি। বিষং হনযুগং বজ্রং কূর্চ্চাদ্যং বিন্যসেৎ শিরঃ। হালাহলং দহযুগং বজ্রং কালং ন্যসেৎ শিখাং। বিষমন্ত্রযুতং বজ্র মন্ত্রঞ্চ কবচং ন্যসেৎ। তারং দীপ্তযুতং বজ্র মহাকালঞ্চ নেত্রয়োঃ। বিষং হনযুগং গৃহ্য দহযুগ্মপদান্বিতং। ক্রোধবজ্রপদং তদ্বৎ সর্ব্বদুষ্টানতঃ পরং। ততো মারয় বর্ম্মাস্ত্রং দিগ্বন্ধনান্তং ষড়ঙ্গকং। অন্যোন্যান্তারিতাং মুষ্টিং কুঞ্চয়েত্তর্জ্জনীযুগং। বিখ্যাতা ক্রোধমুদ্রেয়ং হৃদয়াৎ ক্রোধমাহ্বয়েৎ। বিষং বজ্র ধরাদ্গৃহ্য মহাক্রোধপদং ততঃ। শময়েতিপদাদ্গৃহ্য অনুপালয় মুদ্ধরেৎ। শীঘ্রমাগচ্ছসি পদং বর্ম্মাস্ত্রং জ্বলনপ্রিয়া। অনেন মণ্ডলে স্থাপ্যং ততোঽর্ঘ্যমনুমুদ্ধরেৎ। বিষং সর্ব্বপদাদ্দেবতাপদং সমুদীরয়েৎ। প্রসীদ কালবীজান্তাং সবিসর্গাস্ত্র চণ্ডিকাং। অনেন দাপয়েদর্ঘ্যং পূজার্থং মনুমুদ্ধরেৎ। বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য নাশয়েতি পদং ততঃ। সর্ব্বদুষ্টান্ হনযুগং পচ ভস্মী ততঃ কুরুঃ। মহাকালদ্বয়ং চাস্ত্রং শিবোন্তমর্চ্চনীমনুঃ। তারাদ্বজ্রং সমুদ্ধৃত্য মহাচণ্ডিপদং ততঃ। বন্ধদ্বয়ং ততো দত্বা দশদিশো নিরূঢ়দ্বয়ং। দ্বিগ্বন্ধনমনুঃ প্রোক্তা বক্ষ্যে মাহেশ্বরং মনুং। শিবো ব্যাহৃতয়ঃ স্বাহা মহাদেবমনুর্ম্মতঃ। বিষং বিকালিকাযুক্তামুদ্ধরেৎ কুলভৈরবীং। শ্রীচক্রপাণিনে দ্বিঠোঽয়ং বৈষ্ণো মনুঃ। বিষং বিষ্ণুর্দ্দেব গুরুপদমাভাষ্য তৎপরং। দেবকায় শিবোন্তোঽয়ং প্রজাপতি মনুর্ম্মতঃ। বিষং রৌদ্র ক্রোধপদং ধারিণে চ ততঃ পরং। বহ্নিকান্তাস্ত্রযুক্তোঽয়ং মনুঃ কৌমাররূপিণঃ। বীজং হালাহলং গৃহ্য গণপতয়ে পদং ততঃ। দ্বিঠান্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তো গাণপত্যোয় মীরিতঃ। সান্তং সানন্তমুদ্ধৃত্য নাদবিন্দুসমন্বিতং। ততঃ প্রাথমিকং ধূম্রং ধ্বজ-

...র সংযুতং সহস্রকিরণায়েতিপদাজ্জলনবল্লভা। হালা... দিরুক্তোঽসৌ মনুরাদিত্য রূপিণঃ। স্থিতি বীজং ...ন্য চন্দ্রসূর্য্যপদং ততঃ। পরাক্রমায় বর্ম্মাস্ত্রং দ্বিঠোঽয়ং ...র্ম্মনুঃ স্মৃতঃ। বিষং নটেশ্বরপদং নটদ্বয়মতঃ পরং বিষং ভূতেশ্বরং বীজং শিরোন্তোঽসৌ নটেশ্বরঃ। হালাহলং সমুদ্ধৃত্য চন্দ্রায়পদমীরয়েৎ। বহ্নিপ্রিয়ান্তমিত্যুক্তো মনুশ্চন্দ্রমসঃ স্মৃতঃ বিষং সৌভ্রমনুং প্রোক্ত। নত ...সৌ প্রভেশ্বরী। তারং বিষ্ণুপ্রিয়াবীজং নমোঽন্তঃশ্রীমনু ...তঃ। বিষং হরিপ্রিয়াবীজং হাংনতিশ্রীতিলোত্তমা। ... রশ্মিরম্ভাবীজং নত্যন্তা চ শশীমতাঃ। বিষবীজং জং ...ন্যাং সনত্যন্তং সমুদ্ধরেৎ। রম্ভামনুরয়ং প্রোক্তো ...শুনে ক্রোধভূপতেঃ। হালাহালং সমুদ্ধৃত্য সরস্বত্যৈ পদং ততঃ। গাহয়দ্বয় সর্ব্বাংশ্চ দ্বিঠঃ সারস্বতো মনুঃ। বিষং যক্ষেশ্বরীবীজং ধূম্রভৈরব্যলঙ্কৃতং। বহ্নিপ্রিয়ান্তোঽস্তোয়ং প্রোক্তো যক্ষেশ্বরী মনুঃ। হালাহলং সমুদ্ধৃত্য ভূতিনীপদসংযুতং। ততঃ প্রাথমিকং বহ্নিপ্রিয়ান্তো ভূতিনীমনুঃ। ভূতিন্যষ্টৌ মহাদ্বারপালিন্যঃ সমুদীরিতাঃ। বিষং নিরঞ্জনং গৃহ্য তিষ্ঠ সুবাসিনীপদং। শিরোনতিশ্চ ভূতিন্যা মন্ত্রোয়ং হৃদয়াহ্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর ক্রোধ মন্ত্রে সাধন বলিতেছি। যেরূপে সাধন করিবামাত্র সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সিদ্ধি হয়। হস্তদ্বয়ে মুদ্রা ধারণ করিয়া চন্দ্রমণ্ডল চিন্তা করিবে। ওঁ জ্বালাসমাকুলং নমঃ এই মন্ত্র হৃদয়ে ধ্যান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র সকল জপ করিবে। ওঁ হন হন বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় নাশয় নাশয় পাপং হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র জপ করিয়া হৃদয়ে ক্রোধভৈরবকে চিন্তা করিবে। ওঁ ক্রোধ আবেশয় আবেশয় এই মন্ত্র বজ্রপাণি ক্রোধভূপতিকে স্বীয় হৃদে ভাবনা করিবে। ওঁ বজ্রক্রোধাবেশয় প্রশাময় হুঁ, এই মন্ত্রে স্বীয় দেবতার চিন্তা করিবে। তৎপরে ক্রোধ মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ওঁ বজ্রবোধি হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হন হন বজ্র হুঁ স্বাহা। ওঁ দহ দহ বজ্র হুঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ফট্ বজ্র ফট্ কবচায় হুঁ। ওঁ দীপ্ত বজ্র হুঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হন হন দহ দহ ক্রোধ বজ্র সর্ব্বদুষ্টান্ মারয় মারয় হুঁ ফট্ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া দিগ্বন্ধন করিবে। উভয় হস্তের মুষ্টি পরস্পর সংযুক্ত করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় আকুঞ্চিত করিবে এই বিখ্যাত ক্রোধ মুদ্রাদ্বারা হৃদয়দেশে ক্রোধরাজকে আবাহন করিবে। ওঁ বজ্রধর মহাক্রোধ সময়মনুপালয় শীঘ্রমাগচ্ছসি হুং হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে মণ্ডলে দেবতাকে স্থাপিত করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে, অর্ঘ্য প্রদানের মন্ত্র এই ওঁ সর্ব্বদেবতা প্রসীদ হুঁ অঃ হ্রীঁ। এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ওঁ নাশয় সর্ব্বদুষ্টান্ হন হন পচ পচ ভস্মীকুরু হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ওঁ বজ্র মহাচণ্ডি বন্ধ বন্ধদশদিশো নিরূঢ় এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা এই মন্ত্রে মহাদেবের

লাষ পূর্ণ করেন ॥ ৩ ॥

চম্পাবৃক্ষতলে রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকং। দিনানি ত্রীণি জাপান্তে উদারার্চ্চনমাচরেৎ। ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা পুনারাত্রৌ জপেন্মনুং। অর্দ্ধরাত্রিগতে দেবী সমাগচ্ছতি ভূতিনী। দদ্যাদ্গান্ধোদকেনার্ঘ্যং তুষ্টা মাত্রাদিকা ভবেৎ। মাতেত্যষ্টশতানাঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারভোজনং। ভগিনী চেত্তদা নারীং দূরাদ... ...ন্দরীং। রসং রসাঞ্জনং দিব্যং বিধানঞ্চ প্রয়চ্ছতি। ভার্য্যা চ পৃষ্ঠমারোপ্য স্বর্গং নয়তি কামিতা। দীনারাণাং সহস্রাণি নিত্যং রসরসায়নং। ভোজনং কামিকং দেবী সাধকায় প্রয়চ্ছতি ॥ ৪ ॥

রাত্রিকালে চম্পাবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া অষ্টসহস্র ভূতিনীমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ তিন দিবস জপ করিয়া মহাপূজা করিবে। তৎপরে গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত পুনর্ব্বার মন্ত্র জপ আরম্ভ করিতে হইবে। অর্দ্ধরাত্রি গত হইলে ভূতিনীদেবী আগমন করেন। ঐ সময় চন্দনোদক দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে ভূতিনীদেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের ইচ্ছানুসারে মাতা, ভগিনী অথবা ভার্য্যা হইয়া থাকেন। মাতা হইলে অষ্টশত বস্ত্র অলঙ্কার ও ভোজন প্রদান করেন। ভগিনী হইলে দূর হইতে সুন্দরী কামিনী আনয়ন করিয়া সাধককে অর্পণ করেন এবং নানাবিধ রসায়ন ভোজ্যবস্তু প্রদান করেন। ভার্য্যা হইলে সাধককে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বর্গপুরে লইয়া যান এবং প্রতিদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও নানাবিধ রসান্বিত অভিলষিত ভোজনদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥৪॥

রাত্রৌ গত্বা শ্মশানে তু জপেদষ্টসহস্রকং। জপান্তে কুণ্ডলবতী সমাগচ্ছতি নিশ্চিং। রুধিরার্ঘ্যেণ সন্তুষ্টা মাতৃবৎ পালয়ত্যপি। ...ঞ্চবিংশতি দীনারং দদাতি ম্রিয়তেঽন্যথা ॥ ৫ ॥

রাত্রিকালে শ্মশানে গমন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপান্তে কুণ্ডলবতীভূতিনী সাধকের নিকট আগমন করেন। তৎকালে সাধক রুধির দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া মাতার ন্যায় সাধককে প্রতিপালন করেন এবং পঞ্চবিংশতি সুবর্ণমুদ্রা অর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

শূন্যে দেবালয়ে রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকং। সিন্দূরিণী সমায়াতি ভার্য্যাকর্ম্ম করোতি চ। বস্ত্রাদি ভোজনং তুষ্টা দ্বাদশেহ্নি প্রয়চ্ছতি। পঞ্চবিংশতি দীনারং ভোজ্যঞ্চাপি রসায়নং ॥ ৬ ॥

শূন্য দেবালয়ে উপবেশন করিয়া রাত্রিকালে অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে সিন্দূরিণী দেবী আগমন করিয়া ভার্য্যাকর্ম্ম সম্পাদন করেন এবং দ্বাদশদিবসে তুষ্টা হইয়া বস্ত্রাদি, ভোজনীয়দ্রব্য ও পঞ্চবিংশতি সুবর্ণমুদ্রা অর্পণ করেন ॥ ৬ ॥

গত্বৈকলিঙ্গং যামিন্যাং জপেদষ্টাযুতং ততঃ। হারিণী শীঘ্রমাগত্য ভাষতে কিং করোমি চ। সাধকেনাপি বক্তব্যং ভার্য্যা ভব সুশোভনে। কামিতাষ্টৌ দীনারাণি ভোজ্যং যচ্ছতি কামিনী ॥ ৭ ॥

একটী শিবলিঙ্গের নিকট উপবেশন করিয়া রজনীযোগে অষ্ট অযুত (৮০০০০) মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতে হারিণী দেবী শীঘ্র আগমন করিয়া সাধককে বলেন, তোমার কি করিব। তখন সাধক বলিবে, হে সুন্দরি! তুমি আমার ভার্য্যা হও। ভূতিনী তাহাতে সন্তুষ্টা হইয়া অষ্ট স্বর্ণমুদ্রা ও ভোজ্যবস্তু অর্পণ করিবে ॥ ৭ ॥

বজ্রপাণিগৃহং গত্বা সন্নিধৌ প্রতিমাং লিখেৎ। দত্ত্বা পুষ্পং কারবীরং জপেদষ্টসহস্রকং। নট্যর্দ্ধরাত্রে আয়াতি সাধকস্যান্তিকে বশাৎ। সরক্তচন্দনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা জ্ঞাপয়সীতি কিং। বক্তব্যং সাধকেনাপি কিঙ্করীতি ভবেতি চ। বস্ত্রালঙ্করণং ভোজ্যমন্বহং প্রতিযচ্ছতি। ব্যয়ং সর্ব্বং প্রকর্ত্তব্যং ন কিঞ্চিদ্ধারয়েদ্‌গৃহে ॥ ৮ ॥

বজ্রপাণি গৃহে গমন করিয়া প্রতিমূর্ত্তি লিখিবে। তৎপরে করবীর পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে জপ করিলে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে নটী দেবী সাধকের নিকট আগমন করেন। তৎপরে রক্তচন্দনদ্বারা অর্ঘপ্রদান করিবে। তাহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বলিবেন তোমার কি কার্য্য সম্পাদন করিব, সাধক বলিবে হে দেবী! তুমি আমার কিঙ্করী হইয়া থাক। তৎপরে দেবী সাধকের দাসী হইয়া প্রতিদিন বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজ্যবস্তু প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। সপ্তমাহাবসানেষু পূজাং কুর্য্যাদনুত্তমাং। তিরোভাবং গতে ... ধূপয়েচ্চন্দনেন চ। জপেদ্‌যা...

মহানটী। আগতা সা ভবেদ্ভার্য্যা নিত্যং স্বর্ণপলং শতং। প্রভাতে যাতি সন্ত্যজ্য সর্ব্বশেষং ব্যয়েদ্বুধঃ। তদ্ব্যয়াভাবতোভূয়ো ন দদাতি প্রকুপ্যতি ॥ ৯ ॥

নদীসঙ্গম স্থলে গমন করিয়া অষ্টসহস্র মূলমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ সপ্ত দিবস জপ করিয়া বিবিধ উপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিতে হইবে। সূর্য্য অস্ত সময়ে চন্দনদ্বারা ধূপ দান করিলে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মহানটী সাধকের ভার্য্যারূপে আগমন করেন। তৎপরে প্রতি দিন সাধককে শতপল স্বর্ণ প্রদান করি" প্রভাতকালে প্রতি গমন করেন ॥ ৯ ॥

যামিন্যাং স্বগৃহদ্বারে জপেদষ্টসহস্রকং। ত্র্যহং যাবজ্জপান্তেঽসৌ সমায়াত্যন্তিকে পুনঃ। চেটীকর্ম্ম করোত্যেব্যং গৃহসংস্কারকর্ম্ম চ। করোতি ক্ষেত্রজং কর্ম্ম বজ্রপাণিপ্রসাদতং ॥ ১০ ॥

রাত্রিকালে নিজ গৃহের দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে তিন দিবস জপ করিলে সাধকের নিকটে আগমন করিয়া গৃহসংস্কার প্রভৃতি দাসী কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

গত্বা মাতৃগৃহং রাত্রৌ মৎস্যমাংসং প্রদাপয়েৎ। সহস্রন্তু জপেৎ কামেশ্বরীং সপ্তদিনাবধি। আগতা যদি চেত্তস্যার্ঘ্যেণ সন্তোষিতা সতী। বদেৎ কিমাজ্ঞাপয়সি ভব ভার্য্যা প্রিয়া মম। আশাশ্চ পূরয়ত্যেবং রাজ্যং যচ্ছতি কামিতা ॥ ১১ ॥

রাত্রিকালে মাতৃগৃহে গমন করিয়া মৎস্য মাংস প্রদান পূর্ব্বক প্রতি দিন সহস্রসংখ্যক কামেশ্বরীর মন্ত্র জপ করিবে, এইরূপে সপ্ত দিবস জপ করিলে কামেশ্বরী আ... করেন। তখন সাধক ভক্তিপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিবে, ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বলিবে যে, তুমি কি আজ্ঞা কর? সাধক বলিবে, তুমি আমার ভার্য্যা হও। দেবী তাহাতে সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের সকল আশা পরিপূর্ণ ও রাজ্য প্রদান করেন ॥ ১১ ॥

রাত্রৌ দেবগৃহং গত্বা শুভাং শয্যাং প্রকল্পয়েৎ। জাতীপুষ্পেণ বস্ত্রেণ সিতগন্ধেন পূজয়েৎ। ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। জপান্তে শীঘ্রমায়াতি চুম্বত্যালিঙ্গয়ত্যপি। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তা সম্ভোগাদিসমন্বিতা। যচ্ছত্যষ্টৌ দীনারাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। বাসসী ভোজনং দিব্যং কাম্যিকঞ্চ রসায়নং। কুবেরস্য গৃহাদেব দ্রব্যমাকৃষ্য যচ্ছতি। ইত্যাহ ভগবান্ ক্রোধভূপতিঃ স্বয়মেবহি ॥ ১২ ॥

ইতি ভূতডামরে ভূতিনীসাধনং নাম নবমঃ পটলঃ।

রাত্রিকালে কোন দেবালয়ে গমন করিয়া উত্তম শয্যা রচনা করিয়া বস্ত্র ও শ্বেতচন্দনদ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে গুগ্গুলু জপ করিবে। জপান্তে দেবী আগমন

ব্রহ্মাণুখ্যা... ভূতপ্রত্যয়কারক ... হনদ্বয়

সর্ব্বং মারয় মারয়। বজ্রজ্বালেন কূর্চ্চাস্ত্রময়ং মন্ত্রঃ সুরান্তকঃ। ত্রিংশৎসহস্রজাপেন বজ্রজ্বালাকূলা দিশঃ। অদূরে বহুশস্ত্রস্যোচ্চারাদ্ধ্যাজশঙ্করাঃ। শক্রাদ্যা লৌকিকা দেবা যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। এবাং স্ত্রিয়ো বিনাশত্বং খণ্ডখণ্ডং সমাগতাঃ। বোধিশত্বং মুহুঃ প্রাহুর্ব্বিস্মিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। প্রণিপত্য স... দ্দেবানস্মাকং নিগ্রহং কুরু। বয়ং সিদ্ধি প্রয়চ্ছামো জম্বু... প কলৌ যুগে। দুঃশীলপাপযুক্তেভ্যোঽন্যথা জহি সুরান্তক। তথেত্যুক্ত্বা বজ্রপাণির্ভাষতে ভূতিনীমনুং ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন, আমি ব্রহ্মাদি মারণ মন্ত্র বলিতেছি ইহাদ্বারা অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধ হয়। ওঁ হন হন সর্ব্বং মারয় মারয় বজ্রজ্বালেন হুঁ ফট্। এই মন্ত্র দেবতা সকলের অন্তক স্বরূপ। এই মন্ত্র ত্রিশ সহস্র জপ করিলে দিক্ সকল বজ্রজ্বালায় আকুল হয়, অস্ত্র সকল উচ্চারিত হয় এবং ব্রহ্মা, মহাদেব, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ইহাদিগের স্ত্রীগণ সকলেই বিনাশ পায়। এইরূপ মন্ত্র কথিত হইলে দেবগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধরাজকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন আমরা কলিকালে জম্বুদ্বীপে সিদ্ধিপ্রদান করিব ॥ ২ ॥

প্রালেয়ং শ্রীশশীদেব্যা অনাদি শ্রীতিলোত্তমা। সানাদীং শ্রীং মনুং স্মৃত্য যুক্তং কাঞ্চনমালয়া। বিষং শ্রীবর্ম্মসংযুক্তমাভাষ্য কুলহারিণী। তারং বর্ম্মসমাযুক্তাং রত্নমালেতি পঞ্চমী। তাং স ইতি স্তোভাখ্যাং বিষং শ্রীমুর্ব্বশী পরা। অনাদি বীজমাভাষ্য ভূ শীত্যুক্ত্বা শিরসঃ ক্রমাৎ। ক্রোধং নত্বা প্রবক্তব্যং যথা সং... দ্ধি সাধনং ॥ ৩ ॥

ওঁ শ্রীঁ তিলোত্তমা। শ্রীঁ হ্রীঁ কা... মালা। ওঁ শ্রীঁ হুঁ কুলহারিণী। ওঁ হুঁ রত্নমালা। ওঁ হুঁ রম্ভা। ওঁ ... উর্ব্বশী। ওঁ রমাভূষণী। ক্রোধভৈরবকে নমস্কার করিয়া এই সকল ...তনী সাধন মন্ত্র আমি বলিলাম।

জপেল্লক্ষং সমাহিতঃ। পৌর্ণ- … নিবেদয়েৎ। প্রজপেৎ সকলাং … য়ে। চন্দনার্ঘ্যেণ সন্তুষ্টা বরং … ৩। কা… সা ভবেদ্ভার্য্যা … চ্ছতি রসায়ন … হস্রবৎসরং প … শশী দদ্যাদ্‌যথেপ্সি ॥

…বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া লক্ষমন্ত্র জপ করিবে; তৎপরে পূর্ণিমা তিথিতে অর্চনা করিবা ঘৃত প্রদীপ নিবেদন করিবে। সকল রাত্রি জপ করিলে রাত্রিশেষে দেবী আগমন করেন। তৎকালে সাধক চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিলে শশীদেবী সহস্রবর্ষপর্য্যন্ত পালন করেন ॥ ৪ ॥

জপেদযুতমানস্তু ক্ষীরাশী সপ্তবাসরান্। চন্দনেন বিধায়াথ মণ্ডলে সপ্তমে দিনে। সংপূজ্য শক্তিতঃ শুক্লাষ্টম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। প্রজপেৎ সকলাং রাত্রিং সমায়াতি নিশাক্ষয়ে। আগত্য পুরতস্তিষ্ঠেৎ স্মিতবক্ত্রোত্তমস্তনী। চুম্বত্যালিঙ্গয়ত্যাশু ভার্য্যা ভবতি কামিতা। রাজ্যং যচ্ছতি সন্তুষ্টা ত্রিদিবং দর্শয়ত্যপি। পঞ্চবর্ষসহস্রন্তু ভুক্ত্বা ভোগ মনুত্তমং। মৃতে রাজকুলে জন্ম প্রয়চ্ছতি তিলোত্তমা। অন্যথা ম্রিয়তে শীঘ্রং বিপরীতং কৃতে সতি ॥ ৫ ॥

সাধক দুগ্ধপান করিয়া সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত দশসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে সপ্তম দিবসে চন্দনদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া শক্তি অনুসারে পূজা করিবে। শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া জপ করিতে হইবে। সকল রাত্রি জপ করিলে রাত্রিশেষে দেবী আগমন করিয়া সাধকের সমীপে উপস্থিত হন। এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া রাজ্য প্রদান করেন। তৎপরে সাধককে স্বর্গপুর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সাধক এইরূপে পঞ্চসহস্র বৎসর বিবিধ ভোগ করিয়া মরণান্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫ ॥

নীচগাসঙ্গমং গ… ণ্ডলং চন্দনেন চ। ধূপং দত্ত্বাগুরু- বলিঞ্চাপি … য়েৎ। জপেদষ্টসহস্রন্তু নিত্যং ক্ষৈব … কৃত্বা ধূপ- সপ্তদি… সপ্তমে দিবসে পূজাং … প্রদাপয়েৎ। প্রজপেৎ সকলাং রাত্রিং সমায়াতি নিশাক্ষয়ে। চন্দনার্ঘ্যেণ সন্তুষ্টা বরং বরয় ভাষতে। সাধকেনাপি বক্তব্যং মাতৃবৎ পরিপালয়। বস্ত্রালঙ্করণং ভোজ্যং সাধকেভ্যঃ প্রয়চ্ছতি ॥ ৬ ॥

কোন নদীসঙ্গমস্থলে গমন করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অগুরুদ্বারা ধূপ দিয়া বলি প্রদান করিবে, তৎপরে সপ্তদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর সপ্তম দিবসে পূজা করিয়া ধূপ প্রদান করতঃ রাত্রিতে পুনর্ব্বার মন্ত্র জপ আরম্ভ করিতে হইবে। রাত্রি শেষে দেবী উপস্থিত হইলে চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য দিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বরগ্রহণ করি… আমাকে মাতৃবৎ পালন কর … ও ভোজ্যবস্তু প্রদান করিয়া থা…

ন তিথি র্নচ নক্ষত্রং … তীরং সমাস্থ … যুতং মাসং … ভ্যর্চ্চ্য পুনরাত্রৌ জপেত্ততঃ। অর্দ্ধ… দর্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। কামিতা সা ভ… সংপ্রয়চ্ছতি। দীনারাণাং লক্ষমেকং … দর্শয়েৎ পৃষ্ঠমারোপ্য ত্রিদিবং কুলহারি…

কোন তিথিনক্ষত্র বিবেচনা না করিয়া নদীতীরে … সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। এই সাধনাতে উপবাস … এইরূপে এক মাস পর্য্যন্ত জপ করিয়া ধূপ প্রদানকরত …র্ব্বার জপ করিবে। এইরূপ অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জপ করিলে … করেন, তৎক্ষণাৎ সাধক অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী স… সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং প্রতিদিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও … রসায়ন দ্রব্য প্রদান করিয়া পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বর্গপুর … করেন ॥ ৭ ॥

দেবতায়তনং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। মাসমেকং মাসান্তে পৌর্ণমাস্যাং পুনর্জ্জপেৎ। সমভ্যর্চ্চার্দ্ধরাত্রে তু শ্রূয়তে নূপুরধ্বনিঃ। সমায়াত্যন্তিকং দদ্যাৎ পুষ্পাসনমনুত্তমং। কিমচ্ছসি বদ ত্বং মে ভব ভার্য্যেতি সাধকঃ। ভার্য্যাকর্ম্ম করোত্যেবং ভোজ্যং যচ্ছতি কামিকং। পাতি বর্ষসহস্রাণি রত্নমালা মনো রমা ॥ ৮ ॥

কোন দেবালয়ে গমন করিয়া অষ্টসহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। এই রূপে এক মাস পর্য্যন্ত জপ করিয়া মাসান্তে পূর্ণিমাতিথিতে পুনর্ব্বার জপ আরম্ভ করিবে। তৎপরে বিবিধ উপচারে অর্চনা করিলে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে নূপুরধ্বনি শ্রুত হয়। কিয়ৎকাল পরে দেবী সমীপে উপস্থিত হইলে সাধক পুষ্পাসন প্রদান করিবে। তাহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বলিবেন তুমি কি ইচ্ছা কর? তখন সাধক বলিবে, তুমি আমার ভার্য্যা হও। এইরূপে সিদ্ধি হইলে দেবী ভার্য্যাকর্ম্ম করিতে থা… অভিলষিত ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করেন ও রত্নমালা দেবী সহস্র বৎ… কে প্রতিপালন করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

প্রতিপত্তিথি মা… কৃত্বা চন্দনমণ্ডলং। ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ত্রিসন্ধ্যং পৌর্ণমাস্যান্তু পূজাং কৃত্বা সুশোভনাং। প্রজপেৎ সকলাং রাত্রিং সমায়াতি নিশাক্ষয়ে। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা অন্যথা ম্রিয়তে ধ্রুবং। দদাতি কামিকং দ্রব্যং ভোজ্যদ্রব্যং রসায়নং। দশবর্ষসহস্রাণি জীবত্যন্তে মৃতে পুনঃ। জন্ম রাজকুলে দদ্যাৎ রম্ভা ক্রোধপ্রসাদতঃ ॥ ৯ ॥

...াপ করিয়া গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ ...প করিবে। প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমাতে বিবিধ উপচার দ্বারা ...রাত্রি মন্ত্র জপ করিবে। রাত্রি ... ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং সাধকের ... ভোজনীয় বস্তু প্রদান করেন। এই-... সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিয়া রম্ভাদেবীর ...লে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

...গন্ধা চন্দনেন চ মণ্ডলং। কৃত্বা ধূপং ...মাসং জপেন্মনুং। মাসান্তে মহতীং ...রাত্রৌ জপঞ্চরেৎ। নিশাত্যয়ে সমায়াতি ...াসনং। কৃতে চ স্বাগতে প্রশ্নে কিমিচ্ছসি ...। সাধকঃ প্রাহ ভার্য্যা ত্বং ভব যচ্ছ রসায়নং। ...র্ষসহস্রাণি অপ্সরাঃ স্বয়মুর্ব্বশী। পরস্ত্রীং বর্জ্জ-সর্ব্বামন্যথা ম্রিয়তে ধ্রুবং ॥ ১০ ॥

...ত্রিকালে কোন দেবালয়ে গমনানন্তর চন্দনদ্বারা মণ্ডল করিয়া ধূপ ...নপূর্ব্বক উর্ব্বশীর মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিবে। এইরূপে একমাস ...র্য্যন্ত জপ করিয়া মাসান্তে মহতী পূজাপূর্ব্বক রাত্রিতে জপ করিবে। সমস্ত রাত্রি এইরূপে জপ করিলে রাত্রিশেষে দেবী আগমন করিয়া থাকেন। তখন সাধক পুষ্পাসন প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবেন, তুমি কি অভিলাষ করিতেছ? তখন সাধক বলিবে, হে দেবি! তুমি আমার ভার্য্যা হও এবং বিবিধ রস বিশিষ্ট ভোজ্য দ্রব্য আমাকে অর্পণ কর। এই প্রকারে মন্ত্রসিদ্ধি হইলে উর্ব্বশী অপ্সরা সাধককে সহস্র বর্ষ পালন করিয়া থাকেন। এই দেবতা সিদ্ধ হইলে সাধকের অন্য স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ সাধকের মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

একাকী শয়নে স্থিত্বা শুচী রাত্রৌ চ কুঙ্কুমৈঃ। লিখিত্বা ভূষণীং ভূর্জ্জে চন্দনেন তু ধূপয়েৎ। জপেদষ্টসহস্রন্তু মাসং যাবৎ প্রযত্নতঃ। মাসান্তে তু সমভ্যর্চ্চ্য জপেদষ্টসহস্রকং। রাত্র্যর্দ্ধেঽস্তিকমায়াতি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। সিদ্ধিদ্রব্যং হিরণ্যঞ্চ তুষ্টা যচ্ছতি ... ॥

রাত্রিকালে শুচি হইয়া একাকী ... ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা ভূষণীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ...নদ্বারা ধূপ প্রদানপূর্ব্বক ভূষণীর মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। একমাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ জপ করিয়া মাসান্তে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। ইহাতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে দেবী আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং সাধকের প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া নানাবিধ অভিলষিত দ্রব্য ও হিরণ্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

ক্রোধরাজঃ পুনঃপ্রাহ যদি নায়াতি সাধিতা। অনেন ক্রোধযোগেন জপেদপ্সরসং মনুং। বিষং প্রাথমিকং বীজমুদ্ধরেত কটুদ্বয়ং। অমুকীং ... র-সংযুতং। জপেদষ্ট্য সমুদ্ধৃত্য ... ত শীর্য্যতে মূর্দ্ধ্নি প্রস্ফুটত্যপ্সরে... বন্ধ... নং মন্ত্রেণানেন ...কঃ। বিষং ব... প্রোক্ত ... ম্য-মুদীর ...মুকীঃ ক্রোধমন্ত্রাত ...সারাবন্ধকো ... ১২॥

পুনর্ব্বার ক্রোধরাজ বলিতেছেন, যদি উক্তরূপ সাধনাতেও দেবীগণ আগমন না করেন, তবে ওঁ কটু কটু অমুকী হুঁ ফট্ এই মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত দেবীগণ আগমন না করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের মস্তক স্ফুটিত হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে। তৎপরে ওঁ বন্ধ বন্ধ হন হন অমুকীং হুঁ এই মন্ত্রে অপ্সরাগণকে বদ্ধ করিবে ॥ ১২ ॥

অথ বক্ষ্যেঽপ্সরোবশ্যকারকং মনুমুত্তমং। বিষং চলদ্বয়ং প্রোক্ত্বা অমুকীং বশমানয়। সকূর্চ্চাস্ত্রং জপেদেবাপ্সরোবশ্যমিয়াৎ পুনঃ ॥ ১৩ ॥

এইক্ষণ অপ্সরাগণের বশীকারক মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ চল চল অমুকীং বশমানয় হুঁ ফট্ এই মন্ত্র জপ করিলে অপ্সরাগণ বশীভূতা হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অথাতঃ ক্রোধভূপেন মর্ত্যানামুপকারকং। যদুক্তং তদহং বক্ষ্যে অষ্টাপ্সরসসাধনং। অনেনৈব বিধানেন মুদ্রামন্ত্রপ্রভাবতঃ। জননী ভগিনী ভার্য্যা চেটী ভবতি ভূতিনী ॥ ১৪ ॥

অনন্তর ক্রোধভূপতি মনুষ্যের উপকারার্থ যে অপ্সরাসাধন বলিয়াছেন তাহা কথিত হইতেছে। এই বিধানক্রমে মুদ্রা বন্ধনাদি করিয়া সাধন করিলে অপ্সরাগণ জননী, ভগিনী, ভার্য্যা কিম্বা দাসী হইয়া মনুষ্যের বশীভূতা হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

অন্যোন্যমুষ্টিযোগেন পদ্মাবর্ত্তৌ করাবুভৌ।
মধ্যাঙ্গুলীং শুচিং কৃত্বা মুদ্রা দুঃখবিনাশিনী ॥ ১৫ ॥

মুদ্রাবন্ধন প্রণালী এই—উভয় হস্তে ম... করিয়া পদ্মাবৃত্ত করিবে এবং মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় শুচির আকারে ... মুদ্রা দুঃখবিনাশ করে ॥ ১৫ ॥

উভৌ খড়্গাকৃতী কৃত্বা পাণ্যপ্সরবশঙ্করী। সান্নিধ্যকারিণী মুদ্রা সর্ব্বাপ্সরসসাধিনী। মুদ্রাবন্ধনমাত্রেণ বশীভবতি তৎক্ষণাৎ। পদ্মাবর্ত্তাবুভৌ হস্তৌ কৃত্বাপ্সরসসাধিনী ॥ ১৬ ॥

উভয় হস্ত খড়্গাকার করিয়া রাখিবে। এই মুদ্রার নাম সান্নিধ্যকারিণী এই মুদ্রা বন্ধনমাত্রে সকল অপ্সরা তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হন। উভয় হস্ত পদ্মাবৃত্ত করিয়া রাখিলেও অপ্সরা সাধন মুদ্রা হয় ॥ ১৬ ॥

বক্ষ্যাম্যাহ্বানমন্ত্রস্তু যথা ক্রোধেন ভাষিতং। বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বাপ্সরঃ পদন্ততঃ। আগচ্ছদ্বয়মাভাষ্য

...য়মতঃপরং। তারমাদরসংযুক্তং বিদ্যাদাহ্বান ...ং ॥ ১৭ ॥

...ত্র ক্রোধরাজোক্ত আহ্বান মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ সর্ব্বাপ্সর ...গচ্ছ আগচ্ছ হুঁ হুঁ ওঁ ফট্ এই মন্ত্রে আহ্বান করিলে তৎক্ষণাৎ অপ্সরাগণের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

...রং সর্ব্বপদং সি... ...গেশ্বরীপদং। কূর্চ্চা-...ত্র সমুদ্ধৃত্যাপ্সরঃ ... কং। বিষং কামপ্রিয়ে ...চে শিবোঽভিমুখক... বিষং বাং প্রাংসমুদ্ধৃত্য ক্রোধবীজদ্বয়ং পুনঃ। ...হ্নি কালাগ্নিতো মন্ত্রঃ সর্ব্বা-প্সরসম্মোহনঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি ভূতডামরে অপ্সরঃ সাধনং দশমঃ পটলঃ।

ওঁ সর্ব্বসি... যোগেশ্বরী হুঁ ফট এই মন্ত্র অপ্সরাদিগের সন্নিধি কারক। ওঁ ক্লীং স্বাহা এই মন্ত্রে অপ্সরাদিগকে অভিমুখ করিতে পারা যায়। ওঁ বাং প্রাং হুঁ হুঁ যং হ্রৌং এই মন্ত্র অপ্সরাগণের মোহন-কারক ॥ ১৮ ॥

শ্রীউন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

সমস্তদুষ্টশমন সুরাসুরনমস্কৃত।
সন্তুষ্টো যদি দেবেশ যক্ষিণীসাধনং বদ ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন, হে দুষ্টান্তকারক সুরাসুর নমস্কৃত ভৈরব! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক তবে যক্ষিণীসাধন আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

শ্রীউন্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যক্ষিণীসিদ্ধিসাধনং। ক্রোধাধিপং নমস্কৃত্যোৎপত্তিস্থিতিলয়াত্মকং। যক্ষিণ্যোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা যাস্তাসাং সিদ্ধিসাধনং। মন্তুং তমপি বক্ষ্যামি বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কং ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব ব...ছেন হে দেবি, আমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী ক্রোধপতিকে নমস্কার করিয়া যক্ষিণীসাধন তোমার নিকট বলিতেছি। যক্ষিণী অষ্টপ্রকার বিখ্যাত আছে, তাহাদিগের সিদ্ধিসাধন ও মন্ত্র বলিতেছি। এই প্রণালীতে যক্ষিণীসাধন করিলে অভিলষিত ফল পাওয়া যায় ॥ ২ ॥

আদিবীজং সমুদ্ধৃত্য আগচ্ছ সুরসুন্দরি। শক্তিবীজং শিরো যুক্তমুদ্ধরেদ্বহ্নিসুন্দরীং। সৃষ্টিঃ সর্ব্বমনোহারিণীপদস্থিতি সমুদ্ধরেৎ। আদিবীজং শিবে যুক্তঃ সর্ব্বমনোহারিণীমন্তুঃ। ব্রহ্মবীজং সমুদ্ধৃত্য ততঃ কনকবত্যপি। মৈথুনপ্রিয়ে আভাষ্য রৌদ্রাদ্বহ্নিবধূস্ততঃ। খ্যাতা কনকবত্যেষা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। বিষং মাতরাগচ্ছ কামেশ্বর্য্যনলপ্রিয়া। কামেশ্বরীমন্তুরসৌ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী। বিষং ভূতেশ্বরীবীজং কৃতজার্ণমতঃপরং। রৌরবং রতিসংযুক্তং প্রিয়ে জ্বলনবল্লভা। রতিপ্রিয়ামন্তুঃ প্রোক্তো বাঞ্ছিতার্থপ্রদানকৃৎ। বিষং প্রাথমিকং বীজং পদ্মিনীজ্বলনপ্রিয়া। অভীষ্টার্থপ্রদো নৃণামিত্যুক্তঃ পদ্মিনীমন্তুঃ। আদিবীজাচ্চ ভূতেশীং নটীতোঽপি মহানটীং। স্বর্ণাদ্রূপবতীং পশ্চাৎ শিবোঽন্তোসৌ নটীমন্তুঃ। অনাদিরদ্রিজাবীজং উচ্চরেদনুরাগিণীং। মৈথুনপ্রিয় আভাষ্য দ্বিঠান্তোক্তানুরাগিণী ॥ ৩ ॥

ওঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরি হ্রীঁ হৌঁ স্বাহা এই মন্ত্রে সুরসুন্দরীর আরাধনা করিবে, ওঁ সর্ব্বমনোহারিণী ওঁ হৌঁ। মনোহারিণীর সাধনাতে এই মন্ত্র জানিবে। ওঁ কনকবতি মৈথুনপ্রিয়ে হৌঁ স্বাহা। এই কনকবতীর মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। ওঁ মাতরাগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা। এই কামেশ্বরীমন্ত্র বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে। ওঁ হ্রীঁ রতিপ্রিয়ে স্বাহা। এই রতিপ্রিয়ামন্ত্র কথিত হইল, এই মন্ত্র বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে। ওঁ পদ্মিনী স্বাহা। এই পদ্মিনী মন্ত্র মনুষ্যের অভীষ্টার্থ প্রদান করে। ওঁ হ্রীঁ নটী মহানটী স্বর্ণ রূপবতী হৌঁ। এই মহানটী মন্ত্র কথিত হইল। ওঁ হ্রীঁ অনুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা। এই মন্ত্রে অনুরাগিণীর আরাধনা করিবে। অষ্ট যক্ষিণীর এই অষ্ট মন্ত্র কথিত হইল ॥ ৩ ॥

অথাসাং সাধনং বক্ষ্যে একৈকং ক্রোধভাষিতং। বজ্রপাণিগৃহং গত্বা দত্ত্বা ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং। জপেত্রিসন্ধ্যং মাসান্তে আয়াতি সুরসুন্দরী। জননী ভগিনী ভার্য্যা স্বেচ্ছয়া কামিতা ভবেৎ। রাজ্যং দীনারলক্ষঞ্চ রসঞ্চাপি রসায়নং। মাতা ভূত্বা মহাযক্ষী মাতৃবৎ পরিপালয়েৎ। যদি স্যাদ্ভগিনী দিব্যাং কন্যামানীয় যচ্ছতি। রসং রসায়নং সিদ্ধদ্রব্যং ভার্য্যা ভবেদ্ যদি। সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যেবং মহাধনপতির্ভবেৎ ॥ ৪ ॥

এইরূপ উক্ত অষ্ট যক্ষিণীর সাধন-পদ্ধতি যাহা ক্রোধরাজ বলিয়াছেন, তাহা পৃথক্ রূপে কথিত হইতেছে। বজ্রপাণির গৃহে গমন করিয়া গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত প্রতিদিন তিন সন্ধ্যা পূর্ব্বোক্ত সুরসুন্দরীর মন্ত্র জপ করিবে। একমাস এইরূপ জপ করিলে মাসান্তে দেবী আগমন করেন এবং সাধকের ইচ্ছানুসারে জননী, ভগিনী কিম্বা ভার্য্যা হইয়া থাকেন। যক্ষিণী আগমন করিলে যদি সাধক তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করে, তবে দেবী তাহাকে রাজ্য, লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা এবং নানাবিধ রসায়ন দ্রব্য প্রদান করিয়া মাতৃবৎ পালন করেন। যক্ষিণীকে ভগিনীভাবে আরাধনা করিলে দিব্য কন্যা, নানাপ্রকার রসায়ন দ্রব্য দিয়া থাকেন এবং ভার্য্যারূপে সাধন করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার আশা পূর্ণ হয় ও সাধক মহাধনপতি হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

গত্বা সরিত্তটং কৃত্বা চন্দনেন চ মণ্ডলং। পূজাং বিধায় মহতীং দত্ত্বা ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং। আসপ্তদিবসং মন্ত্রং জপে-

দযুতসংখ্যকং। সপ্তমে দিবসে রাত্রৌ কৃত্বা পূজাং মনোরমাং। প্রজপেদৰ্দ্ধরাত্রে তু শীঘ্রমায়াতি যক্ষিণী। সাধকং কিং করোমীতি বদেচ্চেট্যাহ সাধকঃ। শতাষ্টপরিবারাঢ্যা বাঞ্ছিতার্থঞ্চ যচ্ছতি। শতমেকঞ্চ দীনারং সাবশেষং ব্যয়েদ্বুধঃ। তদ্ব্যয়াভাবতো ভূয়ো ন দদাতি প্রকুপ্যতি। ন দদাতি ন চায়াতি ম্রিয়তে সা মনোহরী ॥ ৫ ॥

নদীতটে গমন করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহাপূজা করিবে এবং গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত পূর্ব্বকথিত মনোহারিণীর মন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে। সপ্তদিবস এইরূপে পূজা ও মন্ত্র জপ করিয়া সপ্তমদিবসে রাত্রিকালে মহতী পূজা করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মনোহারিণী যক্ষিণী আগমন করিয়া সাধককে বলিবেন, তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে? তখন সাধক বলিবে, তুমি আমার চেটিকা হইয়া থাক। যক্ষিণী তাহাতে বশীভূতা হইয়া অষ্টোত্তর শত প[illegible]র সহিত সাধকের কার্য্য করিতে থাকেন এবং অভিলষিত [illegible] স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সাধক সেই সকল দ্রব্য অবশিষ্ট না রাখিয়া সমুদায় ব্যয় করিবে না। সমুদয় ব্যয় করিলে দেবী কুপিতা হইয়া পুনর্ব্বার আর তাহা প্রদান করেন না এবং আর সেই দেবীর সাক্ষাৎ হয় না। ৫ ॥

বটবৃক্ষতলং গত্বা মৎস্যমাংসাদি দাপয়েৎ। উচ্ছিষ্টেন স্বয়ং রাত্রৌ সহস্রং সপ্তবাসরান্। প্রজপেৎ সপ্তমেহহ্ন্যর্দ্ধরাত্রেঽভ্যর্চ্চ্য সুগন্ধিভিঃ। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তা সর্ব্বাবয়বসুন্দরী। শতাষ্টপরিবারাঢ্য ধ্যাতা গচ্ছতি সন্নিধিং। প্রত্যহং দ্বাদশানাঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারভোজনং। দদ্যাদষ্টৌ দীনারাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দেবী কনকবত্যেষা সিদ্ধ্যতেবং নচান্যথা ॥ ৬ ॥

বটবৃক্ষতলে গমন করিয়া মৎস্য মাংসাদি প্রদান করিবে এবং সেই উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের সহিত রাত্রিতে পূর্ব্ব কথিত কনকবতী মন্ত্র সহস্রবার জপ করিতে হইবে। এইরূপে সপ্তদিবস জপ করিয়া সপ্তমদিবসে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে সন্তুষ্টা হইয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কনকবতী সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একশত অষ্টপরিবারের সহিত সাধকের নিকট আগমন করেন এবং দ্বাদশ প্রকার বস্ত্র, অলঙ্কার, ভোজ্যদ্রব্য ও অষ্ট সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন। এইরূপে আরাধনা করিলে দেবী কনকবতী সিদ্ধা হন ইহার অন্যথা হয় না। ৬ ॥

গোরোচনেন প্রতিমাং ভূর্জ্জপত্রে বিধায় চ। শয্যামারুহ্য একাকী সহস্রং প্রজপেন্মনুং। মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃত্বা রাত্রৌ পুনর্জ্জপেৎ। ততোঽর্দ্ধরাত্রে আয়াতি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দিব্যালঙ্করণং ত্যক্ত্বা শয়নে প্রত্যহং ব্রজেৎ। পরস্ত্রীগমনত্যাগোঽন্যথা মৃত্যুরদূরতঃ। ইয়ং কামেশ্বরী দেবী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী। চিন্তয়েৎ [illegible] স্বর্ণবর্ণাং দিব্যালঙ্কারভূষিতাং। সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাং [illegible] সর্ব্বজ্ঞানভয়প্রদাং। জাতীপ্রভৃতিভিঃ পুষ্পৈঃ সম[illegible] ঘৃতোৎপলাং। এবং প্রসাধিতে মন্ত্রে মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজা[illegible]য়তে ॥ ৭ ॥

ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনাদ্বারা [illegible] করিয়া রাত্রিকালে [illegible] শয্যাতে বসিয়া পূর্ব্ব কথিত ক[illegible] এবার জপ করিবে [illegible] প্রকারে একমাস মন্ত্র জপ করি[illegible] দেবীর পূজা করিয়া [illegible] পুনর্ব্বার মন্ত্র জপ আরম্ভ করিবে। ইহাতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে কামেশ্ব[illegible] আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং সাধকের সহি[illegible] রাত্রি যাপন করিয়া শয্যাতে দিব্য অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম[illegible] করেন। এই দেবতা সিদ্ধ হইলে অন্য স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিতে হ[illegible] অন্যথা শীঘ্রই সাধকের মৃত্যু হইয়া থাকে। এইরূপে কামেশ্বরীর আরাধনা করিলে দেবী সিদ্ধা হইয়া সাধকের বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। আসপ্ত[illegible] দিবসং সপ্তদিবসান্তে চ বৈষ্ণবীং। পূজাং বিধায় যত্নে[illegible] ঘৃতদীপং বিধায় চ। প্রজপেদর্দ্ধরাত্রেঽসৌ সমায়াতি রতিপ্রিয়া। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা দিব্যং ভোজ্যং রসা[illegible]য়নং। পঞ্চবিংশতি দীনারং বস্ত্রালঙ্করণানি চ। আশাশ্চ পূরয়ত্যাশু সিদ্ধিদ্রব্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৮ ॥

গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত পূর্ব্বোক্ত রতিপ্রিয়া মন্ত্র অষ্টসহস্র বা[illegible] জপ করিবে। সপ্তদিবস এইরূপ জপ করিয়া সপ্তদিবসান্তে যত্নপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্বালিত কা[illegible] মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে রতিপ্রিয়া যক্ষিণী আগমন করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া দিব্য রসায়ন ভোজ্যদ্রব্য, পঞ্চবিংশতি সুবর্ণ মুদ্রা ও বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া সকল প্রকার আশা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

স্বগৃহে বা শিবস্থানে মণ্ডলং চন্দনাদিনা। কৃত্বা গুগ্গুলু ধূপঞ্চ দত্ত্বাভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ। জপেদষ্টসহস্রন্তু মাসমেকং নিরন্তরং। পৌর্ণমাস্যাং সমভ্যর্চ্চ্য যথাবিভবতো নিশি। প্রজপেদৰ্দ্ধরাত্রে তু সমাগচ্ছতি পদ্মিনী। সর্ব্বাশাঃ পূরয়েত্তেষা ভার্য্যা ভবতি কামিতা। রসং রসায়নদ্রব্যং সিদ্ধিদ্রব্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৯ ॥

স্বগৃহে কিম্বা শিবালয়ে গমন করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গুগ্গুলুদ্বারা ধূপপ্রদান করত বিধানক্রমে পদ্মিনী দেবীর অর্চ্চনা করি[illegible] এবং একমাস পর্য্যন্ত নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত পদ্মিনী মন্ত্র অষ্টসহস্র বার জ[illegible] করিতে হইবে। তৎপরে পূর্ণিমার রাত্রিতে আপনার বিভবানুসারে পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পদ্মিনী দেবী আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং নানাবিধ অভি[illegible]

বিত রসায়ন দ্রব্য প্রদান করিয়া সাধকের সকল আশা পরিপূর্ণ করেন॥ ৯॥

অশোকবৃক্ষমাগত্য মৎস্যমাংসং প্রদাপয়েৎ। ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃত্বা প্রাগ্বজ্জপেন্নিশি। অর্দ্ধরাত্রে সমায়াতি জননী ভগিনী বধূঃ। স্বেচ্ছয়া জননী ভূত্বা ভোজ্যং যচ্ছতি বাসসী। ভগিনী চেত্তদা কাম্যং ভোজ্যালঙ্করণাদিকং। সহস্রযোজনাদ্দিব্যাং স্ত্রিয়মানীয় যচ্ছতি। ভার্য্যা চেৎ পূরয়ত্যাশা রসঞ্চৈব রসায়নং। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং পরিতোষিতা॥ ১০॥

অশোক বৃক্ষের নিকট গমন করিয়া মৎস্য মাংস প্রদান করিবে এবং গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত পূর্ব্বোক্ত মহানটী যক্ষিণীর মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। এক মাস এই প্রকার জপ করিয়া মাসান্তে মহতী পূজা পূর্ব্বক রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে যক্ষিণী আগমন করিয়া সাধকের ইচ্ছানুসারে জননী ভগিনী, কিম্বা ভার্য্যা হইয়া থাকেন। সাধকের জননী হইলে ভোজ্যদ্রব্য ও বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করেন। ভগিনী হইলে অভিলষিত ভোজ্যদ্রব্য ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া সহস্র যোজন হইতে দিব্য কামিনী আনিয়া দিয়া থাকেন। ভার্য্যা হইলে সকল প্রকার আশা পূরণ করেন এবং নানাবিধ রসায়ন দ্রব্য ও অষ্ট স্বর্ণ মুদ্রা প্রতিদিন দিয়া থাকেন॥ ১০॥

কুঙ্কুমেন সমালিখ্য যক্ষিণীং ভূর্জ্জপত্রকে। প্রতিপত্তিথিমারভ্য প্রত্যহং পরিপূজয়েৎ। ধূপাদ্যৈঃ প্রজপেদষ্টসহস্রমনুরাগিণীং। পৌর্ণমাস্যাং পুনারাত্রৌ ঘৃতদীপং প্রকল্পয়েৎ। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সকলাং প্রজপেন্নিশাং। প্রভাতেঽসৌ সমায়াতি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। মুদ্রাসহস্রং ভোজ্যঞ্চ রসঞ্চাপি রসায়নং। প্রয়চ্ছতি চ বস্ত্রাণি জীবেদ্বর্ষসহস্রকং। যদি কালমতিক্রামে ন গচ্ছতি ন সিদ্ধ্যতি। বিষং ক্রোধাস্ত্রযুক্ প্রোক্তামুকীযক্ষিণ্যতঃপরং। ভূতেশীং সাদরং যুগ্মং দ্বয়ং ক্রোধাস্ত্রসংযুতং। ক্রোধেনানেন চাক্রম্য জপেদষ্টসহস্রকং। তথাকৃতে সমায়াতি বাঞ্ছিতার্থং প্রয়চ্ছতি। যদি নায়াতি ম্রিয়তে অক্ষিমূর্দ্ধ্নি স্ফুটত্যপি। রৌরবে নরকে ঘোরে পাতয়েৎ ক্রোধভূপতিঃ॥ ১১॥

ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা যক্ষিণীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা ধূপদীপাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে অষ্ট সহস্র অনুরাগিণীমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে প্রত্যহ পূজা ও জপ করিয়া পূর্ণিমার রাত্রিতে ঘৃত প্রদীপ দিবে। এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি নানাপ্রকার উপকরণদ্বারা পূজা করিয়া সকলরাত্রি মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে প্রভাত সময়ে দেবী আগমন করেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া অভিলাষপূর্ণ করিয়া থাকেন। অপর, সাধককে সহস্র মুদ্রা, নানা রসযুক্ত ভোজনীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করেন। এই দেবতা সিদ্ধি হইলে সাধক সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে। যদি উক্তপ্রকার সাধনা করিলে যথাসময়ে দেবী আগমন না করেন, তবে আগমন কাল অতীত হইলে ওঁ হুঁ ফট্ ফট্ অমুক যক্ষিণী হ্রীঁ যঃ যঃ হুঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে দেবী আগমন করিয়া অভিলষিত অর্থ প্রদান করেন। ইহাতেও যক্ষিণী আগমন না করিলে চক্ষু ও মস্তক স্ফুটিত হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে এবং ক্রোধভূপতি তাহাকে ঘোরতর নরকে পাতিত করেন॥ ১১॥

মুষ্টিমন্যোঽন্যমাস্থায় কনিষ্ঠে বেষ্টয়েদ্ভুভে। প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েত্তর্জ্জন্যৌ কার্য্যৌ তারঙ্কুশাকৃতী। ইয়ং ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমা॥ ১২॥

অনন্তর যক্ষিণীমুদ্রা কথিত হইতেছে। উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে। তৎপরে তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া অঙ্কুশাকৃতি করিবে। ইহার নাম ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা। এই মুদ্রাদ্বারা ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারা যায়॥ ১২॥

পাণী সমৌ বিধায়াথ বিপরীতমধ্যমাদ্বয়ং। কৃত্বা তির্য্যগনামান্তে বাহ্যতঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ। তর্জ্জন্যাভিনিবিষ্টেন কনিষ্ঠা গর্ভসংস্থিতা। জ্যেষ্ঠাঙ্গ [illegible] য়েদ্ যক্ষিণীং সর্ব্বাং হি মুদ্রয়া॥ ১৩॥

যক্ষিণীর মুদ্রান্তর কথিত হইতেছে। [illegible] করিয়া বিপরীত মধ্যমাদ্বয় তির্য্যক্ ভাবে অনামিকার প্রান্তে [illegible] করিবে। তৎপরে তর্জ্জনীদ্বারা আকৃষ্ট কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়কে হস্তগর্ভে রাখিয়া [illegible] রা আহ্বান করিবে॥ ১৩॥

বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য বীজং প্রাথমিকং ততঃ [illegible] তামসীং গচ্ছ সংযুক্তাং দ্বিঃ সমুদ্ধরেৎ। যক্ষিণ্য [illegible] স্তোঽয়ং যক্ষিণ্যাহ্বানকৃন্মনুঃ। আহ্বানমুদ্রয়া ব [illegible] ষ্ঠেনাপি বিসর্জ্জয়েৎ। যক্ষিণীমনুনানেন বক্ষ্যমাণেন [illegible] তা। প্রালেয়ং রৌদ্রীয়ং বীজং গচ্ছদ্বয়সমন্বিতং। অমু [illegible] ক্ষিণ্যুদ্ধৃত্য পুনরাগমনায় চ। দ্বিঠান্তমুদ্ধরেন্মন্ত্রং যক্ষিণীনাং বিসর্জ্জয়েৎ॥ ১৪॥

ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছাগচ্ছ অমুক যক্ষিণি স্বাহা এই মন্ত্রে যক্ষিণীর আহ্বান করিবে। আহ্বানমুদ্রা কিম্বা বামাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ওঁ হ্রীঁ গচ্ছ গচ্ছ অমুক যক্ষিণী পুনরাগমনায় স্বাহা এই মন্ত্রে যক্ষিণীকে বিসর্জ্জন করিবে॥ ১৪॥

কৃত্বান্যোঽন্যমুভে মুষ্টিপ্রসার্য্য মধ্যমাদ্বয়ং। সংমুখীকরণী মুদ্রা যক্ষিণীনাং প্রদর্শয়েৎ। বিষং মহাযক্ষিণীতি উদ্ধরেন্মৈথুনপ্রিয়ে। বহ্নিজায়াং তথোক্তোয়ং সংমুখীকরণো মনুঃ॥ ১৫॥

উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত করিবে, ইহার নাম সংমুখীকরণ মুদ্রা। যক্ষিণীর আবাহন করিয়া এই সংমুখীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ওঁ মহাযক্ষিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা। সংমুখীকরণে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ॥ ১৫ ॥

অন্যোঽন্য মুষ্টিমাস্থায় প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েদ্ভুভে। কনিষ্ঠে চাপি মুদ্রেয়ং সান্নিধ্যকারিণী স্মৃতা। বিষং কামপদাদ্ যোগেশ্বরী স্বাহেতি সংযুতা ॥ ১৬ ॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত করিয়া আকুঞ্চিত করিবে। ইহার নাম সান্নিধ্যকারিণী মুদ্রা, ওঁ কাম ভোগেশ্বরি স্বাহা এই মন্ত্র সান্নিধ্যকরণে প্রশস্ত ॥ ১৬॥

কৃত্বা মুষ্টিং ততোঽন্যোঽন্যং সাধকানাং হৃদি ন্যসেৎ। বক্ষ্যমাণেন মনুনা মুদ্রাস্থাপনকর্ম্মণি। বিষং বীজং সমুদ্ধৃত্য ত্রৈলোক্যগ্রসনাত্মকং। সংযুক্তং ধূম্রভৈরব্যা নাদবিন্দুসমন্বিতং। হৃদয়ায় শিরোন্তোঽয়ং হৃদি সংস্থাপয়েন্মনুং ॥ ১৭ ॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া ওঁ ক্লোঁ হৃদয়ায় নমঃ এই মন্ত্রে ঐ মুষ্টিদ্বয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিবে। যক্ষিণীর এই মন্ত্র ও মুদ্রা ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে ॥ ১৭ ॥

কৃত্বা মু[illegible]তোঽন্যোঽন্যং তর্জ্জনীমপি মধ্যমাং। প্রসার্য্য প্র[illegible]দ্যা মুদ্রা মন্ত্রসমন্বিতা। বিষং সর্ব্বমনোহারিণী[illegible] সমুদ্ধরেৎ। পঞ্চোপচারমুদ্রায়া মনুরেষ উদাহৃতঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি ভূতডামরে যক্ষিণীসাধনং নাম একাদশঃ পটলঃ।

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীকে প্রসারিত করিবে। ইহার নাম প্রমুখী মুদ্রা, এই মুদ্রাদ্বারা ওঁ সর্ব্ব মনোহারিণি স্বাহা এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে যক্ষিণীর পূজা করিবে ॥ ১৮ ॥

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

সুরাসুরজগত্রাণদায়ক প্রমথাধিপ।
কালবজ্র বদ ত্বং মে নাগিনীসিদ্ধিসাধনং ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী উন্মত্তভৈরবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রমথেশ্বর তুমি সুরাসুরাদি ত্রিজগতের ত্রাণকর্ত্তা এইক্ষণ আমার নিকট নাগিনী সাধন বল ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাষ্টনাগরাজানাং সিদ্ধিসাধনমুচ্যতে। পরিষন্মণ্ডলং নত্বা ক্রোধরাজং সুরেশ্বরং। মন্মুমাসাং প্রবক্ষ্যামি যথা ক্রোধেন ভাবিতং ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন আমি সুরেশ্বর ক্রোধরাজকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট নাগিনীসাধন এবং ক্রোধরাজোক্ত [illegible] তেছি ॥ ২ ॥

পঞ্চরশ্মেঃ পূর্ব্বমনুনা প্রোক্তোনন্তমুখী[illegible]নুঃ। বীজাৎ পূঃ কর্কোটমুখীপ্রোক্তো মহামনুঃ। [illegible] পদ্মিনীপূঃ স্যাৎ পদ্মিনীমনুরীরিতঃ। প্রাল[illegible] কাল-জিহ্বাপূশ্চতুর্থো মনুরীরিতঃ। বিষান্মহাপদ্মি[illegible]ক্তো পদ্মিনীপুরা। প্রালেয়াদ্বাসুকী প্রোক্তো মুখী পূর্ব্বমুখী মুখী। তারাৎ কূর্চ্চদ্বয়াদ্ভূপ মুখী পূর্ব্বপরো মনুঃ। প্রালেয়াৎ শঙ্খিনীং গৃহ্য ততো বায়ুমুখী পদং। কূর্চ্চদ্বয়ান্তমুদ্ধৃত্য শঙ্খিনীমনুরীরিতঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর অষ্টনাগিনীর অষ্টপ্রকার মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ পূঃ অনন্তমুখী স্বাহা এই মন্ত্রে অনন্তমুখী নাগিনীর আরাধনা করিবে। ওঁ পূঃ কর্কোটমুখী স্বাহা এই মন্ত্রে কর্কোটমুখী নাগিনীর পূজাদি করিতে হয়। ওঁ পূঃ পদ্মিনীমুখী স্বাহা। পদ্মিনীমুখী নাগিনীর এই মন্ত্র। ওঁ কালজিহ্বা পূঃ স্বাহা। এই মন্ত্রে তক্ষকমুখী নাগিনীর আরাধনা করিবে। ওঁ মহাপদ্মিনী স্বাহা এই মন্ত্রে মহাপদ্মমুখী নাগিনীর পূজাদি করিতে হয়। ওঁ বাসুকীমুখী স্বাহা। এই মন্ত্রে বাসুকীমুখী নাগিনীর উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ওঁ হূঁ হূঁ পূর্ব্বভূপ মুখী স্বাহা কুলীরমুখী নাগিনীর এই মন্ত্র। ওঁ শঙ্খিনী বায়ুমুখী হুঁ হুঁ এই মন্ত্রে শঙ্খিনী নাগিনীর আরাধনাদি করিবে ॥ ৩ ॥

গত্বা তু নাগভুবনং লক্ষমেকং জপেন্মনুং।
তুষ্টা ভবন্তি নাগিন্যো অনয়া পূর্ব্বসেবয়া ॥ ৪ ॥

নাগলোকে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাগিনী মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে অষ্টনাগিনী সন্তুষ্টা হয় ॥ ৪ ॥

গত্বা নাগভুবং শুক্লপঞ্চম্যাং দাপয়েদ্বলিং। যথোক্তগন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা জপঞ্চরেৎ। সহস্রং শীঘ্রমায়াতি নাগকন্যান্তিকং স্বয়ং। ক্ষীরেণার্ঘ্যং নিবেদ্যাথ বক্তব্যং স্বাগতং পুনঃ। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা চাষ্টৌ মুদ্রা প্রযচ্ছতি ॥ ৫ ॥

নাগলোকে গমন করিয়া শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতিথিতে বলিদান করিবে। তৎপরে গন্ধ পুষ্পাদি উপচারদ্বারা পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ জপ সময়ে সহস্র নাগকন্যা আগমন করে। তখন সাধক ক্ষীরদ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে। এইরূপে সাধন করিলে নাগিনী ভার্য্যা হইয়া অভিলাষ পূর্ণ করিয়া সাধককে অষ্ট মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা ক্ষীরাহারী জপঞ্চরেৎ। সহস্রমষ্টহং দিব্যা নাগিন্যায়াতি সন্নিধিং। চন্দনেন নিবেদ্যার্ঘং ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দীনারমষ্টহং পঞ্চ ভোজ্যং যচ্ছতি কামিকং ॥ ৬ ॥

কোন নদীর সঙ্গমস্থলে গমন করিয়া ক্ষীরাশন করত নাগিনী মন্ত্র জপ করিবে॥ এইরূপ জপ করিলে প্রতিদিন সহস্র নাগকন্যা সাধকের নিকট আগমন করেন। তখন সাধক চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে সেই নাগকন্যা সাধকের ভার্য্যা হইয়া সাধককে পঞ্চ সুবর্ণমুদ্রা ও নানাবিধ ভোজনদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৬॥

নাগস্থানে নিশি স্থিত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। নাগিন্যায়াতি পূজান্তে শিরোরোগেণ সংযুতা। কিং করোমি বদেদ্বৎস ভবমাতেতি সাধকঃ। বস্ত্রালঙ্করণং ভোজ্যং মানঞ্চাপি প্রযচ্ছতি। তদ্বৎ পঞ্চ দীনারাণি ব্যয়িতব্যানি শেষতঃ। তদ্ব্যয়াভাবতো ভূয়ো ন দদাতি প্রকুপ্যতি॥৭॥

নাগলোকে বসিয়া রাত্রিতে নাগিনী মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে নাগিনী শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া সাধকের নিকট আগমন পূর্ব্বক সাধককে বলিবে যে, তোমার কি কার্য্য করিব। তখন সাধক বলিবে তুমি আমার মাতা হইয়া থাক। তৎকালে নাগিনী সন্তুষ্টা হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, মনোভিলষিত ভোজ্যদ্রব্য ও পঞ্চসুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন। সাধক সেই মুদ্রা অবশিষ্ট না রাখিয়া সমুদায় ব্যয় করিবে না। সমুদায় ব্যয় করিলে দেবী কুপিতা হইয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রদান করেন না বরং কুপিত হইয়া থাকেন॥ ৭॥

রাত্রৌ সরোবরং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। নাগিন্যায়াতি জাপান্তে ভার্য্যা ভবতি কামিতা। যদ্যদ্দদাতি দ্রব্যাণি ব্যয়ং কুর্য্যাদশেষতঃ। ব্যয়াভাবেন সা ভূয়ো ন দদাতি প্রকুপ্যতি॥ ৮॥

রাত্রিকালে সরোবরে গমন করিয়া নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপের অবসানে নাগিনী আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন। সাধক ঐ সকল দ্রব্য প্রতিদিন অবশেষ না রাখিয়া সমুদায় ব্যয় করিবে। সমুদায় ব্যয় না করিলে নাগিনী কুপিতা হন এবং পুনর্ব্বার কোন দ্রব্য প্রদান করেন না॥ ৮॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। নাগকন্যা সমায়াতি জপান্তে সাধকান্তিকং। সূর্য্যবর্ণাসনং দত্ত্বা বক্তব্যং স্বাগতং পুনঃ। ভার্য্যা ভূত্বান্বহং স্বর্ণং দদাতি চ শতং পলং॥ ৯॥

কোন নদীসঙ্গমস্থলে গমন করিয়া নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপের শেষ হইলে নাগকন্যাগণ সাধকের নিকট আগমন করিয়া থাকেন। তৎকালে সাধক নাগিনীকে সূর্য্যবর্ণ আসন প্রদান করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাতে নাগিনী সাধকের ভার্য্যা হইয়া প্রতিদিন শতপল স্বর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৯॥

রাত্রৌ সরোবরং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। জপান্তেঽন্তিকমায়াতি নাগকন্যা মনোহরা। অন্বহং ভগিনী ভূত্বা দীনারং বাসসী পুনঃ। তুষ্টা যচ্ছতি যামিন্যাং সাধকায়োরগাত্মজা॥ ১০॥

রাত্রিকালে সরোবরে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপান্তে মনোহরা নাগকন্যা সাধকের নিকট আগমন করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভগিনী হইয়া প্রতিদিন স্বর্ণমুদ্রা ও বস্ত্র প্রদান করেন এবং সাধকের প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া রাত্রিযোগে নাগকন্যা আনিয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন॥ ১০॥

গত্বা নাগভুবং নাভিজলাদুত্তীর্য্য সাধকঃ। জপেদষ্টসহস্রন্তু জপান্তে নাগকন্যকাঃ। স্বয়মন্তিকমায়াতি সপুষ্পং মূর্দ্ধ্নি দাপয়েৎ। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। কামিকং ভোজনদ্রব্যমন্বহং সা প্রযচ্ছতি॥১১॥

নাগলোকে গমন পূর্ব্বক নাভিপরিমিত জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপান্তে নাগকন্যাগণ সাধকের নিকট আগমন করিয়া থাকেন। তখন সাধক তাহাদের মস্তকে পুষ্পপ্রদান করিবে। ইহাতে নাগকন্যা সাধকের ভার্য্যা হইয়া অষ্টসুবর্ণমুদ্রা ও অভিলষিত ভোজনদ্রব্য প্রতিদিন প্রদান করিতে থাকেন॥ ১১॥

রাত্রৌ নাগভুবং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ভূয়শ্চ সকলাং রাত্রিং জপেৎ প্রয়তমানসঃ। সাধকান্তিকমায়াতি সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা। পুষ্পচন্দনতোয়ার্ঘ্যং দত্ত্বা স্বাগতমাচরেৎ। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা সিদ্ধিদ্রব্যং প্রযচ্ছতি। রসং রসায়নং রাজ্যং ভোজ্যং যচ্ছতি নিত্যশঃ॥ ১২॥

রজনীযোগে নাগলোকে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার সংযতচিত্ত হইয়া রাত্রিকালে জপ আরম্ভ করিবে। তৎকালে নাগিনী সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সাধকের নিকট আগমন করেন। সাধক পুষ্প, চন্দন, গন্ধ ও জলদ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবে। নাগিনী সাধকের ভার্য্যা হইয়া তাহার অভিলষিত বস্তু, নানারসপূর্ণ ভোজনীয় দ্রব্য, রাজ্য ও ধন প্রভৃতি প্রতিদিন প্রদান করিতে থাকেন॥ ১২॥

গত্বা নাগভুবং রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকং। জপান্তে নাগকন্যা চ যাতি সাধকসন্নিধিং। কামিতা সা ভবেদ্ ভার্য্যা সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যপি। দীনারং কামিকং ভোজ্যং নিত্যং যচ্ছতি বাসসী॥ ১৩॥

সাধক রজনীযোগে নাগলোকে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্রবার জপ করিবে। জপসমাপনমাত্রেই নাগকন্যা সাধকের নিকটে আগমন করেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া তাহার সকল আশা পরিপূরণ করেন ও প্রত্যহ সাধককে দিব্যবস্ত্র, ভোজনদ্রব্য ও সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন॥ ১৩॥

গত্বা নাগান্তিকং রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকম্। জপান্তে নাগকন্যাসৌ ঝটিত্যায়াতি সন্নিধিং। দদ্যাচ্ছিরসি পুষ্পাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দিব্যবস্ত্রাণ্যলঙ্কারং ভোজনাদীনি যচ্ছতি॥ ১৪॥

সাধক রাত্রিকালে নাগলোকে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নাগিনীমন্ত্র আট হাজার জপ করিবে। জপশেষে নাগকন্যা সাধকের সমীপে শীঘ্র আগমন করেন। তখন সাধক নাগকন্যার মস্তকে পুষ্পপ্রদান করিবে। নাগকন্যা তাহার ভার্য্যা হইয়া তাহাকে উত্তম বসন, অলঙ্কার ও ভোজনদ্রব্য প্রভৃতি প্রদান করেন ॥ ১৪ ॥

নাগিনীসময়মন্ত্রাণি নিরূপ্যন্তে পুনর্যথা। প্রালেয়ং তামসীং চণ্ডং রুদ্রদংষ্ট্রাকপর্দ্দিনং। বিদার্য্যালিঙ্গিতং গৃহ্য নাগিনী চ কপর্দ্দিনং। বিদারীমণ্ডিতং প্রাথম্যাগিন্যাহ্বানকৃন্মনুঃ। তরণীপূর্ব্বিণ্যর্গন্ধপুষ্পাদীনামুদীরিতা। বিষং পূঃ সারদা কালী ভৈরবী চার্য্যকর্ম্মণি। তামসী পূঃ কূজনী পূঃ কূর্চ্চপূর্ন্নাগিনী চ পূঃ। সর্ব্বনাগাঙ্গনানাঞ্চ সময়স্য মনুঃ স্মৃতঃ। কপর্দ্দী তালজভ্যাঢ্যস্তামসী গচ্ছ শীঘ্রকম্। পুনরাগমনায়েতি শিবোঽন্তো মনুরীরিতঃ ॥ ১৫ ॥

পুনর্ব্বার নাগিনীসাধন কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে যেসকল মন্ত্র কথিত হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্রে নাগিনীগণের আরাধনা করিবে ॥ ১৫ ॥

উচ্ছ্রায়াঽধোঞ্জলীশৃঙ্গং তর্জ্জনীমুখসঙ্গতা। অঙ্গুষ্ঠামুদ্রিতা মুদ্রা নাগিনীবশকারিণী। বামদক্ষকরৌ মুষ্টী কনিষ্ঠানখমাক্রমেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন প্রসার্য্যান্যো নাগিনীবশকারিণী ॥ ১৬ ॥

নাগিনীসাধনের মুদ্রা এই—উভয় হস্তে অঞ্জলি যোজনপূর্ব্বক অঙ্গুলীর অগ্রভাগসকল উর্দ্ধমুখে রাখিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযোজিত করিবে। এই মুদ্রাতে নাগিনী বশীভূতা হয়। নাগিনীবশীকারের অপর মুদ্রা এই—উভয়হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা কনিষ্ঠার নখভাগ আক্রমণপূর্ব্বক অপরাঙ্গুলীসকল প্রসারিত করিবে। এই মুদ্রাদ্বারাও নাগিনী বশীভূতা হয় ॥ ১৬ ॥

তথাপি সময়ং তিষ্ঠেন্নাগত্য কুরুতে বচঃ। অনেন ক্রোধযোগেন জপেদষ্টসহস্রকম্। প্রালেয়ং ভীষণপদং বজ্রপ্রাথমিকান্বিতম্। উচ্চার্য্যামুকনাগিনীমাকর্ষয়সমন্বিতম্। ক্রোধবীজদ্বয়ঞ্চাস্ত্রং নাগিনীমারণাত্মকম্। অস্মিন্ ভাবিতমাত্রে তু ক্রোধবজ্রেণ মূর্দ্ধনি। শীর্য্যন্তে বা ম্রিয়ন্তে বা শিরোরোগেণ মূর্চ্ছিতাঃ। অষ্টৌ পতন্তি নরকে শুচৌ বজ্রানলাকুলে। ইত্যাহ নাগিনীসিদ্ধিসাধনং ক্রোধভূপতিঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্ররাজে অষ্টনাগিনীসিদ্ধিসাধনং নাম দ্বাদশঃ পটলঃ।

যদি উক্তরূপ সাধনা ও মুদ্রাদ্বারা নাগিনী বশীভূতা না হয়, তাহা হইলে ওঁ হ্রীঁ বজ্রভীষণ অমুকনাগিনীমাকর্ষয় হুঁ হুঁ ফট এই মন্ত্র অষ্টসহস্র বারজপ করিবে। উক্ত মন্ত্র উচ্চারণমাত্র নাগিনীর মস্তকে ক্রোধবজ্রপাত হয়। নাগিনী শিরোরোগে মূর্চ্ছিতা হইয়া শীর্ণ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে এবং বজ্রাগ্নিসমাকুল নরকে অষ্টনাগিনীর পতন হইয়া থাকে। ক্রোধভূপতি এই প্রকারে নাগিনীসিদ্ধিসাধন বলিয়াছেন ॥ ১৭

শ্রীমত্যুন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

ভিন্নাঞ্জনচয়প্রখ্য রবীন্দ্বগ্নিবিলোচন।
করালবদন ব্রূহি কিন্নরীসিদ্ধিসাধনম্ ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিলেন,—উন্মত্তভৈরব! আপনার তিন চক্ষুতে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি বিরাজিত আছে, আপনার মুখ অতিভীষণ ও দেহ দলিত অঞ্জনসদৃশ, আপনি আমাকে কিন্নরীসাধন বলুন ॥ ১ ॥

শ্রীমদুন্মত্তভৈরব উবাচ।

গুহ্যকাধিপতিং ক্রোধরাজোবাচ মহেশ্বরঃ। কিন্নরীঃ সাধয়িষ্যামি মারয়িষ্যামি দেবতাঃ। ত্রৈধাতুকং মহারাজ্যং দাস্যামি ত্বয়ি নান্যথা। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি কিন্নরীসিদ্ধিসাধনম্। যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ লভ্যন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিলেন,—ক্রোধাধিপতি মহাদেব গুহ্যকরাজ কুবেরকে যে কিন্নরীসাধন কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমি তোমাকে বলিতেছি। এই কিন্নরীসাধনদ্বারা দেবতাগণকেও বিনষ্ট করিতে পারা যায়, ত্রিভুবনের আধিপত্যিত্ব লাভ হয় এবং সকল অভিলষিত সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মনুমাসাং প্রবক্ষ্যামি ক্রোধভূপপ্রসাদতঃ। হালাহলান্মনোহারিণি শিবোঽন্তং মনুমুদ্ধরেৎ। প্রালেয়াং সুভগে বহ্নিপ্রিয়ান্তমপরো মনুঃ। বিষাদ্বিশালনেত্রেঽগ্নিবল্লভান্তস্তৃতীয়কঃ। পঞ্চরশ্মিং সমুদ্ধৃত্য তদন্তে সুরতপ্রিয়ে। বহ্নিজায়ান্ত উক্তোঽসৌ চতুর্থঃ কিন্নরীমনুঃ। বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য সুমুখ্যগ্রে দ্বিঠো মনুঃ। সৃষ্টির্দ্দিবাকরমুখি শিবোঽন্তশ্চাপরো মনুঃ ॥ ৩ ॥

ক্রোধভূপতির প্রসাদে কিন্নরীগণের মন্ত্র বলিতেছি।—ওঁ মনোহারিণী হোঁ ॥ ১ ॥ ওঁ সুভগে স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ বিশালনেত্রে স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ সুরতপ্রিয়ে স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ সুমুখি স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ দিবাকরমুখি স্বাহা ॥ ৬ । ৩ ॥

অথ মনোহারিণীসাধনম্।

শৈলমূর্দ্ধ্নি সমাস্থায় জপেদষ্টসহস্রকম্। জপান্তে মহতীং পূজাং গোমাংসেন প্রকল্পয়েৎ। ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দত্ত্বা যামিন্যাং জপমাচরেৎ। অর্দ্ধরাত্রে সমায়াতি ন ভেতব্যং কদাচন। বদেৎ কিমাজ্ঞাপয়সি ভব ভার্য্যেতি সাধকঃ। ত্রিদিবং পৃষ্ঠমারোপ্য দর্শয়ত্যপি যচ্ছতি। কামিকং ভোজনং স্বর্গং সিদ্ধিদ্রব্যং প্রযচ্ছতি ॥ ১ ॥ ৪ ॥

প্রথমে মনোহারিণীসাধন কথিত হইতেছে,—রাত্রিযোগে সাধক পর্ব্বতশিখরে অবস্থানপূর্ব্বক ওঁ মনোহারিণী হ্রোঁ এই মন্ত্র অষ্টসহস্রবার জপ করিবে। জপ সমাপন হইলে, গোমাংসদ্বারা মহতী পূজা করিবে। তৎপরে গুগ্‌গুল ধূপ প্রদান করিয়া জপ আচরণ করিবে। অর্দ্ধরাত্রে কিন্নরী সাধকের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে দেখিয়া সাধক কদাপি ভীত হইবে না। "কি আজ্ঞা করিতেছ,"—এই কথা কিন্নরী জিজ্ঞাসা করিলে, সাধক বলিবে,—"তুমি আমার ভার্য্যা হও।" সাধককে কিন্নরী পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বর্গলোক দর্শন করান এবং ভোজ্য ও অভিলষিত দ্রব্য প্রভৃতি প্রদান করেন ॥ ১। ৪ ॥

অথ সুভগাসাধনম্।

পর্ব্বতে বা বনে বাপি বিহারে বাযুতং জপেৎ। নিরাহারোঽপি জাপান্তে দিব্যনীরজপাণিনা। উপচার-য়তি সা তুষ্টা ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দদাত্যষ্টৌ দীনা-রাণি প্রত্যহং পরিতোষিতা ॥ ২ ॥ ৫ ॥

অনন্তর সুভগাসাধন কথিত হইতেছে,—সাধক উপবাস করিয়া পর্ব্বতে, বনে বা দেবমন্দিরে গমন করিয়া ওঁ সুভগে স্বাহা এই মন্ত্র দশ-সহস্রবার জপ করিবে। জপের শেষ হইলেই কিন্নরী আসিয়া থাকেন, সাধকের প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া সুন্দরপদ্মহস্তদ্বারা সেবা করেন এবং ভার্য্যা হয়েন। তৎপরে প্রত্যহ সাধককে অষ্টসুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন ॥ ২। ৫ ॥

অথ বিশালনেত্রাসাধনম্।

নীচগাতটমাসাদ্য জপেদযুতসংখ্যকম্। প্রপূজ্য সকলাং রাত্রিং প্রজপেদ্রজনীক্ষয়ে। কিন্নরী শীঘ্রমায়াতি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং পরিতোষিতা ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

তৎপরে বিশালনেত্রাসাধন কথিত হইতেছে,—রজনীযোগে সাধক নদীর তটে গমন করিয়া ওঁ বিশালনেত্রে স্বাহা এই মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিবে, এবং [illegible]দীর পূজা করিয়া সমস্ত রাত্রি উক্ত কিন্নরীমন্ত্র জপ করিবে রজনী[illegible]ে কিন্নরী সাধকের নিকটে আগমন করিয়া তাহার ভার্য্যা হয়েন [illegible] পরিতুষ্টা হইয়া প্রত্যহ অষ্ট সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন ॥ ৩। ৬ ॥

অথ সুরতপ্রিয়াসাধনম্।

নীচগাসঙ্গ[illegible] রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকম্। জপান্তে শীঘ্রমায়াতি [illegible]নং দর্শয়ত্যপি। স্থিত্বা পুরো দ্বিতীয়ে-হহ্নি বচনং [illegible]ষতং পুনঃ। তৃতীয়ে দিবসে প্রাপ্তে ভার্য্যা ভবতি [illegible]মিতা। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং দিব্যবাসসী [illegible] ॥ ৭ ॥

পরে সুর[illegible]সাধন কথিত হইতেছে,—সাধক রাত্রিযোগে নদীর সঙ্গমস্থলে গম[illegible] ওঁ সুরতপ্রিয়ে স্বাহা এই মন্ত্র আটহাজারবার জপ করিবে। প্রথমদিবসে জপশেষে এই সুরতপ্রিয়ানাম্নী কিন্নরী শীঘ্র আসিয়া আপনার দিব্যমূর্ত্তি দর্শন দিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দিবসে ঐরূপ সাধকের জপ-শেষসময়ে কিন্নরী পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক সম্মুখে থাকিয়া কথা কহেন এবং তৃতীয় দিবসে ঐরূপ জপ শেষে আসিয়া ভার্য্যা হয়েন। অনন্তর প্রতিদিন দিব্যবস্ত্র ও অষ্টসুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন ॥ ৪। ৭ ॥

অথ সুমুখীসাধনম্।

শৈলমূর্দ্ধন্যস্বহং মাংসাহারেণাযুতকং জপেৎ। জপান্তে পুরতঃ স্থিত্বা চুম্বত্যালিঙ্গয়ত্যপি। তূষ্ণীম্ভাবেন সন্তুষ্টা ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি দিব্যং কামিকভোজনম্ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

তদনন্তর সুমুখীসাধন কথিত হইতেছে,—সাধক প্রতিদিন পর্ব্বত শিখরে গমনপূর্ব্বক মাংসাহার প্রদান করিয়া ওঁ সুমুখি স্বাহা এই মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিবে। জপ-শেষে কিন্নরী সাধকের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া মৌনভাবেই তাহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করেন এবং সন্তুষ্টা হইয়া তাহার ভার্য্যা হয়েন। তৎপরে প্রত্যহ উত্তম ভোজনসামগ্রী ও অষ্ট সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন ॥ ৫। ৮ ॥

অথ দিবাকরমুখীসাধনম্।

শৈলমূর্দ্ধ্নি সমাস্থায় জপেদযুতসংখ্যকম্। রাত্রাব-ভ্যর্চ্চ প্রজপেন্মন্ত্রমষ্টসহস্রকম্। কিন্নর্য্যন্তিকমায়াতি বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতি। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। রসং রসায়নং সিদ্ধিদ্রব্যং ভোজ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্ররাজে কিন্নরীসিদ্ধি-সাধনং নাম ত্রয়োদশঃ পটলঃ।

অনন্তর দিবাকরমুখীসাধন কথিত হইতেছে,—সাধক রাত্রিযোগে পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থানপূর্ব্বক ওঁ দিবাকরমুখা স্বাহা এই মন্ত্র দশ-সহস্রবার জপ করিবে এবং উত্তমরূপে দিবাকরমুখীর পূজা করিয়া পরে পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র অষ্টসহস্রবার জপ করিবে। জপান্তে সাধকের নিকটে কিন্নরী আগমন করেন ও ভার্য্যা হয়েন। তৎপরে প্রত্যহ যে কোন অভিলষিত দ্রব্য, অষ্টসুবর্ণমুদ্রা ও নানারসপূর্ণ ভোজনদ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৬। ৯ ॥

শ্রীমত্যুন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

ব্যোমকেশ মহাকাল প্রলয়ানলবিগ্রহ। পরিষন্ম-ণ্ডলং ব্রূহি ক্রোধধ্যানং সুরেশ্বর। উন্মত্তভৈরবং নত্বা পপ্রচ্ছোন্মত্তভৈরবী। পরিষন্মণ্ডলং ব্রূহি যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী উন্মত্তভৈরবকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! ব্যোমকেশ! হে মহাকাল! আপনি প্রলয়কালীন-বহ্নিতুল্য

শরীরসম্পন্ন ও দেবতাদিগের ঈশ্বর, যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে পরিষন্মণ্ডলস্থ ক্রোধদেবের ধ্যান আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

শ্রীমদুন্মত্তভৈরব উবাচ।

পরিষন্মণ্ডলং বক্ষ্যে দেবি তে অবধারয়। দুষ্টাত্মশমনং প্রোক্তং ক্রোধরাজেন যৎ পুরা। মহাদেবায় কথিতং বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কম্ ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিলেন,—দেবি! তোমাকে পরিষন্মণ্ডলস্থ ক্রোধধ্যান বলিতেছি, অবধারণ কর। ইহা পূর্ব্বে ক্রোধরাজ মহাদেবকে বলিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা দুষ্টাত্মাদিগের দণ্ড হয় ও অভীষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

চতুরস্রং চতুর্দ্বারং চতুস্তোরণভূষিতম্। ভাগৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং বজ্রপ্রকারশোভিতম্। তন্মধ্যে তু মহাভীমং বজ্রক্রোধং চতুর্ভুজম্। জ্বালামালাকুলাদীপ্তং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্। ভিন্নাঞ্জনমহাকায়ং কপালকৃতভূষণম্। অট্টহাসং মহারৌদ্রং ত্রিলোকেষু ভয়ঙ্করম্। দক্ষিণোর্দ্ধকরে বজ্রং তর্জনীং বামপাণিনা। ক্রোধমুদ্রাঞ্চ তদধঃপাণিভ্যাং ধারণং ভজে। শশাঙ্কশেখরং ত্র্যক্ষং মহাগোক্ষীরপাণ্ডরম্। মহাদেবং চতুর্ব্বাহুং শূলচামরধারিণম্। চাপশক্তিসমাযুক্তং ক্রোধদক্ষে বৃষাসনম্। শঙ্খচক্রগদাচামরাঢ্যং বামে খগাসনম্। পৃষ্ঠভাগে তথা শক্রং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতম্। পীতবস্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ হস্তিস্থং চামরান্বিতং। পুরতঃ কার্ত্তিকেয়ঞ্চ ময়ূরস্থং বিচিন্তয়েৎ। চামরব্যগ্রহস্তাগ্রং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্। আগ্নেয়াদীশপর্য্যন্তং দ্বে দ্বে শক্তী চ কোণগে। সিংহধ্বজান্বিতামগ্নৌ মহাভূতিন্যপি ক্রমাৎ। নৈঋতে সুরপূর্ব্বাঞ্চ হারিণীং দৈত্যনাশিনীম্। রত্নেশ্বরীং ভূষণীঞ্চ বায়ুকোণে ন্যসেৎ পুনঃ। ন্যসেদীশে জগৎপালিনীঞ্চ পদ্মাবতীং পুনঃ। শ্বেতামাদ্যাং পরাং গৌরীমেবমষ্টৌ ক্রমোদিতাঃ। ভূষিতা নীলবস্ত্রেণ মাল্যাদিভিরলঙ্কৃতা। বেষ্টিতা নীলবস্ত্রেণ হুঁকৃতারীন্ বিনাশয়েৎ ॥ ৩ ॥

চতুষ্কোণ, চারিটীদ্বারবিশিষ্ট, চারিটী তোরণে অলঙ্কৃত, ষোলটী অংশযুক্ত এবং বজ্র ও প্রাকারে সুশোভিত পরিষন্মণ্ডলের মধ্যে ক্রোধদেব অবস্থান করিতেছেন, মহাভয়ঙ্কর ক্রোধদেবের মূর্ত্তি অগ্নিশিখার মালাসমূহে উদ্দীপ্ত, যুগপ্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, দলিত-অঞ্জনসদৃশ মহাশরীরবিশিষ্ট, মহারৌদ্র ও ত্রিভুবনে ভয়ানক। ক্রোধদেব নরকপালময় অলঙ্কার ধারণ করিয়া আছেন ও সর্ব্বদা অট্টহাস করিতেছেন। ইহাঁর চারিহস্ত, ইনি দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে বজ্র ও বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে তর্জ্জনীমুদ্রা এবং দক্ষিণ ও বামদিকের নিম্ন দুই হস্তে ক্রোধমুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই ক্রোধদেবের দক্ষিণদিকে মহাদেব বৃষভআসনে উপবিষ্ট আছেন। মহাদেব চারিটি হস্তে শূল, চামর, ধনুঃ ও শক্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহাঁর তিনটি চক্ষুঃ আছে, কিরীটে চন্দ্রকলা সুশোভিত এবং দেহ গোদুগ্ধের ন্যায় মহাপাণ্ডুরবর্ণ। ক্রোধদেবের বামপার্শ্বে বিষ্ণু গরুড় আসনে বসিয়া আছেন। ইহাঁর চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও চামর বিরাজিত আছে। বজ্রক্রোধদেবের পৃষ্ঠের দিকে ইন্দ্র সকলভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া হস্তীর পৃষ্ঠে আসীন রহিয়াছেন। ইহাঁর তিনটি চক্ষুঃ ও হস্তে চামর আছে। ইনি পীতবসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। ক্রোধরাজের সম্মুখভাগে কার্ত্তিকেয় ময়ূরবাহনে আরূঢ় হইয়া রহিয়াছেন। ইহাঁর দেহ হিম, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণকান্তিবিশিষ্ট এবং হস্তে চামর ধারণ করিয়া আছেন, এজন্য হস্তের অগ্রভাগ কিঞ্চিদ্ব্যস্ত রহিয়াছে। ক্রোধদেবের চারিদিকে মহাদেব, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও কার্ত্তিক এই চারিটি দেবতাই ক্রোধরাজকে চামরহস্তে করিয়া বীজন করিতেছেন। ক্রোধরাজের অগ্নি-অবধি ঈশান কোণ পর্য্যন্ত প্রতিকোণে দুই দুইটী করিয়া আটটী শক্তি আছেন। অগ্নিকোণে সিংহধ্বজা ও মহাভূতিনী, নৈঋতকোণে সুরহারিণী ও দৈত্যনাশিনী, বায়ুকোণে রত্নেশ্বরী ও ভূষণী এবং ঈশানকোণে জগৎপালিনী ও পদ্মাবতী এই আটটী শক্তি আছেন। ঐ দুই দুই শক্তির মধ্যে প্রথমটী শ্বেতবর্ণা ও দ্বিতীয়া গৌরবর্ণা এবং নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। শক্তিগণের সমস্তশরীর নীলবসনে পরিবেষ্টিত ও মাল্যাদিদ্বারা পরিভূষিত। ইহাঁরা হুঁকারদ্বারা শত্রুসমূহকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

নাগিন্যোঽপ্সরসো যক্ষকামিন্যো নাগকন্যকাঃ। ভূতিন্যশ্চাম্বিকাঃ ক্রোধমন্ত্রোচ্চারাৎ প্রণশ্যতি। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ মন্ত্রোচ্চারাদ্বিনশ্যতি ॥ ৪ ॥

এই ক্রোধমন্ত্রের উচ্চারণ মাত্রেই নাগিনী, নাগকন্যা, অপ্সরা, যক্ষিণী, ভূতিনী, ভূত, প্রেত ও পিশাচ প্রভৃতি সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

প্রালেয়ং বীজমুদ্ধৃত্য ক্রোধবীজত্রয়ং পুনঃ। অস্ত্রত্রয়াদ্বজ্রপদং ক্রোধদীপ্তমহাপদম্। ক্রো[illegible] জ্বলদ্বয়ং বায়ুসাদরং মারয়দ্বয়ম্। ক্রোধবীজত্রয়া[illegible] ত্রয়ান্তমুদ্ধরেন্মনুম্ ॥ ৫ ॥

বজ্রক্রোধদেবের মন্ত্র—ওঁ হুঁ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ ফট্ বজ্র ক্রোধ দীপ্ত মহাক্রোধ জ্বলজ্বল মারয় মারয়। হুঁ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ ফট্ ॥ ৫ ॥

অস্য ভাষিতমাত্রেণ ম্রিয়ন্তে সর্ব্বদে[illegible]গাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে শুষ্যন্তি প্রক্ষ[illegible]পি ॥ ৬ ॥

এই মন্ত্রের উচ্চারণমাত্র সকলদেবতা শুষ্ক, [illegible] ও মৃত হইয়া থাকে এবং শেষে ঘোর নরকে পতিত হয় ॥ ৬ ॥

উদ্ধরেৎ প্রথমং ক্রোধং মহাকালং [illegible]ম্। শস্ত্রমায়ুধমন্ত্রঞ্চ ক্রোধমন্ত্রোঽয়মীরিতঃ। ক্রো[illegible]দ্রাং বিধায়েত্থং মন্ত্রং শিষ্যায় কীর্ত্তয়েৎ। প্রালেয়া[illegible]বেশ ক্রোধ-

ক্রোধবীজান্তমুদ্ধরেৎ। জ্বালামালাকুলং ধ্যায়ন্ দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ স্মরান্তকঃ ॥ ৭ ॥

হুঁ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ ফট্ ইহার নাম ক্রোধমন্ত্র। ক্রোধমুদ্রা করিয়া এই মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করিবে। ওঁ প্রবিশ হুঁ হুঁ এই দ্বিতীয় ক্রোধমন্ত্র। ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র জপ করিলে দেবগণকেও বিনাশ করিতে পারা যায় ॥ ৭ ॥

অথ তস্যাঙ্গদেব্যো যাস্তাসাং মন্ত্রং বদাম্যহম্। বিষাচ্চক্ষুঃ পদং গৃহ্য শ্রীসিংহধ্বজকারিণী। কূর্চ্চং ভূতেশ্বরীবীজং সাদরং ক্রোধপূর্ব্বতঃ। বিশাদ্ ভূতেশ্বরং রৌদ্রং ক্রোধাৎ পদ্মাবতীপদম্। ধনুর্ব্বাণপদং গৃহ্য ধারিণীকূর্চ্চসংযুতম্। ক্রোধস্য পৃষ্ঠতোঽন্যস্য দক্ষভাগে পুনর্ন্যসেৎ। বিষং নিরঞ্জনং রৌদ্রং বীজং গৃহ্য বিভূতিনীং। ততোঽঙ্কুশধারিণী কূর্চ্চং গৃহ্য বায়ুকলান্বিতম্। ক্রোধবামে ন্যসেদেবং বিষবীজং নিরঞ্জনম্। বহুরূপিণীমাভাষ্য কপালিন্যা দশান্বিতা। স্মরতো হারিণী চিন্তামণিধ্বজপদং ততঃ। বাসিনীতি পদং চোক্ত্বা কূর্চ্চান্তং মনুমুদ্ধরেৎ। বিষাদ্বরপদাজ্জালিনী পদমুদীরয়েৎ। * * * জ্বরপদাদ্ধারিণী পদমুদ্ধরেৎ। পুষ্পহস্তে পদঞ্চাপি ঈশানেশ নিরঞ্জনম্। বিষং রত্নেশ্বরীবীজং ধূপহস্তে নিরঞ্জনম্। আগ্নেয়ে বিন্যসেদ্দেবীং ধূপহস্তাং সুশোভনাম্। বিন্যসেন্নৈঋ‍র্তে ভাগে প্রালেয়াৎ শ্রীবিভূষণী। গন্ধহস্তে মহাকালে বীজং জ্বলনবল্লভা। বায়ব্যে শ্রীজগৎপালিনীপদং সমুদীরয়েৎ। দীপহস্তে পদাৎ কালভৈরবীং সাদরং পুনঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর ক্রোধ ভৈরবের যে সকল অঙ্গদেবতা উক্ত আছে, তাহাদের মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ হুঁ চক্ষুঃ শ্রীসিংহধ্বজধারিণী হুঁ। ওঁ হুঁ হুঁ পদ্মাবতী ধনুর্ব্বাণধারিণী হুঁ এই দুই মন্ত্রে ক্রোধরাজের পৃষ্ঠদেশে অর্চ্চনা করিয়া ওঁ হুঁ হুঁ বিভূতিনী অঙ্কুশধারিণী হুঁ এই মন্ত্রে দক্ষিণভাগে পূজা করিবে। ওঁ হুঁ বহুরূপিণী কপালিনী ধ্বজবাসিনী হুঁ এই মন্ত্রে ক্রোধরাজের বামভাগে অর্চ্চন করিতে হইবে। ওঁ বরজ্বালিনী জ্বরহারিণী হুঁ এই মন্ত্রে ঈশানকোণে অর্চ্চনা করিবে। ওঁ ধূপহস্তে হুঁ এই মন্ত্রে অগ্নিকোণে, ওঁ শ্রীবিভূষণী গন্ধহস্তে স্বাহা এই মন্ত্রে নৈঋ‍র্তকোণে এবং শ্রীজগৎপালিনী দীপহস্তে হুঁ এই মন্ত্রে বায়ুকোণে পূজা করিবে ॥ ৮ ॥

মুষ্টিমন্যোঽন্যমাস্থায় তর্জ্জনীঞ্চাপি বেষ্টয়েৎ ॥ ৯ ॥

অনন্তর মুদ্রাবিধান কথিত হইতেছে। উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে। ইহার নাম সিংহধ্বজা মুদ্রা, এই মুদ্রা স্বয়ং ক্রোধরাজ বলিয়াছেন ॥ ৯ ॥

মুদ্রা সিংহধ্বজাখ্যেয়ং ক্রোধভূপেন ভাষিতা। অস্যা বামকরস্যাপি মুষ্টিং কটিতটে ন্যসেৎ। প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েদ্দক্ষতর্জ্জনীমঙ্কুশাকৃতিকাম্ ॥ ১০ ॥

বামহস্তের মুষ্টি কটিতটে সংস্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণহস্ত প্রথমত প্রসারিত করিয়া পরে সঙ্কুচিত করিবে কিন্তু তর্জ্জনীকে অঙ্কুশাকার করিয়া রাখিবে ॥ ১০ ॥

কৃত্বা তু মুষ্টিমন্যোঽন্যং বেষ্টয়েত্তর্জনীদ্বয়ম্।
প্রসারয়েদুভে বাহুমূলে ধূপাত্মিকং ন্যসেৎ ॥ ১১ ॥

উভয়হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয়কে পরস্পর বেষ্টন করিবে এবং উভয় বাহু প্রসারণ করিবে ॥ ১১ ॥

মুষ্টিং কৃত্বা ততোঽন্যোন্যং প্রসার্য্য তর্জনীদ্বয়ং।
বাহুমূলে উভে স্থাপ্য গন্ধমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১২ ॥

উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধনপূর্ব্বক তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া বাহুমূলে স্থাপন করিবে। ইহার নাম গন্ধমুদ্রা ॥ ১২ ॥

কৃত্বাধো দক্ষিণাং মুষ্টিং মধ্যমাঞ্চ প্রসারয়েৎ।
দীপমুদ্রেতি বিখ্যাতা বজ্রপাণিবিনির্ম্মিতা ॥ ১৩ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্ররাজে পরিবন্মণ্ডলক্রোধ-
ধ্যানবিধির্নাম চতুর্দ্দশঃ পটলঃ।

দক্ষিণহস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীকে অধোমুখে প্রসারিত করিবে। ইহার নাম দীপমুদ্রা এই মুদ্রা বজ্রপাণিকর্তৃক কথিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

শ্রীমত্যুন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

অশেষদুষ্টদলনসিদ্ধগন্ধর্ব্ববন্দিত।
প্রসন্নোঽসি যদা নাথ যক্ষসিদ্ধিং তদা বদ ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী উন্মত্তভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিলেন হেনাথ। তুমি সমস্ত দুষ্টদলনকারী ও সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত। যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে যক্ষসাধন আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

শ্রীমদুন্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ভূতানাং সিদ্ধিসাধনম্। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ লভ্যতে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ। মনুমেষাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদবধারয় ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন, আমি ভূতসিদ্ধির উপায় বলিব। এই সিদ্ধিবিধান জানিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

বিষং ভূতেশ্বরীবীজং বাতসাদরসংযুতম্। অপরাজিতমাখ্যাতং ভূতানামধিদৈবতম্। অনাদিবীজং ভূতেশং গৃহ্য তারকলান্বিতম্। পবনোঽসৌ সমাখ্যাতো বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ। বিষং নিরঞ্জনং বায়ুং সাদরং পাশমুদ্ধরেৎ। প্রণবঞ্চ ততো বাতং কলয়া সমলঙ্কৃতম্।

শ্মশানাধিপতের্ম্মন্ত্রঃ ক্রোধরাজেন ভাষিতম্। প্রালেয়াজ্বালিনীং গৃহ্য যঃ কুলেশ্বর ঈরিতঃ। বিষাদমন্তঃ সকলো বায়ুর্ভূতেশ্বরঃ স্মৃতঃ। সৃষ্টৈরনন্তঃ সকলস্তারাত্মকিঙ্করোত্তমঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ হুঁ যং এই অপরাজিতমন্ত্র ভূতদিগের দেবতা স্বরূপ। ওঁ হুঁ ওঁ এই মন্ত্র বাঞ্ছিতার্থপ্রদ। ওঁ হুঁ যং ওঁ এই মন্ত্র ক্রোধরাজ বলিয়াছেন। ওঁ হুঁ হুঁ যং এই সকল মন্ত্রের সাধন পরে কথিত হইবে ॥ ৩ ॥

বজ্রস্থ পূরতঃ স্থিত্বা জপেল্লক্ষং পুরস্কৃতঃ। অথাতঃ পৌর্ণমাস্যান্তু সমভ্যর্চ্চ্য যথা বলিং। সিতৌদনং ঘৃতং ক্ষীরমৈক্ষবং পায়সং পুনঃ। ধূপয়েদ্ গুগ্‌গুলুং ধূপং সকলাং যামিনীং জপেৎ। প্রভাতেঽন্তিকমায়াতি বদেদাজ্ঞং প্রযচ্ছ মে। সাধকেনাপি বক্তব্যং ভব ত্বং কিঙ্করো মম। ততোঽসৌ কিঙ্করো ভূত্বা রাজ্যং যচ্ছতি কামিকম্। করোতি নিগ্রহং শত্রোর্নারীমানীয় যচ্ছতি। সাধকঃ সপ্তকল্পানি জীবত্যেব ন সংশয়ঃ। যথেষ্টং লভতে মন্ত্রী সাধয়িত্বাঽপরাজিতং। এবমন্যোঽপি সাধ্যন্তে পবনাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসকলের সাধন প্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ পুরশ্চরণ করিয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে পূর্ণিমার রাত্রিতে যথাবিধি পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে। তৎপরে শিততণ্ডুল, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুপায়স নিবেদন করিয়া গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ দিবে এবং সকল রাত্রি মন্ত্র জপ করিবে। প্রভাতকালে দেব আগমন করিয়া সাধককে বলেন, তুমি কি আজ্ঞা কর। তখন সাধক বলিবে তুমি আমার ভৃত্য হইয়া থাক। তৎপরে অপরাজিত দেব সাধকের ভৃত্য হইয়া রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন এবং সাধকের শত্রু বিনাশ করিয়া অভিলষিত কামিনী আনিয়া সাধককে অর্পণ করেন। এইরূপ সাধন করিয়া সিদ্ধি হইলে সাধক সপ্তকল্প জীবিত থাকে। অপরাজিতসাধনে অভিলষিত দ্রব্য লাভ হয় ॥ ৪ ॥

গুরুরচরণসরোজাজ্জাপ্যমন্ত্রস্থ রূপং মুখহৃদয়দৃশাবাপ্যাকৃতির্লক্ষ্য সম্যক্। যদি নিগদিতদেশধ্যানমুদ্রাবিধিজ্ঞো জপতি ফলতি সিদ্ধির্নান্যথা ক্রোধবাক্যম্ ॥ ৫ ॥

সাধক গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া একচিত্তে লক্ষসংখ্যক জপ করিবে। ধ্যান, মুদ্রা ও পূজাবিধি জানিয়া জপ করিলে নিশ্চয় মন্ত্র সিদ্ধি হয়, ইহার অন্যথা হয় না। এইটী ক্রোধরাজের বাক্য ॥ ৫ ॥

তপসোগ্রেণ তুষ্টেন ভক্ত্যা ক্রোধনৃপেণ যৎ। গদিতঃ শাম্ভবং জ্ঞানং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। কষ্টেন মহতা লব্ধং তদহং ভৈরবাননে। বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু প্রকাশ্যন্তেঽপ্রকাশিতম্। কিঙ্করাস্ত্রিদশা যেন দাস্য এবাং বরাঙ্গনাঃ। মোক্ষপ্রভৃতয়ো যেন লভ্যন্তে ত্রিষু দুর্লভাঃ। ভবস্থিতিলয়া যেন ত্রিদশানাং নৃণামপি। পূজ্যন্তে ত্রিষু লোকেষু নশ্যন্তে নারকং তমঃ। ন স্মৃতে বিষয়ো দেয়ো স্মৃতে বাদো গরীয়সী। * * ঽপি ত্বয়া দেয়ো * * শ্বাসোদরায় মে। ভক্তিহীনে দুরাচারে হিংসাব্রতপরায়ণে। অলসে দুর্জ্জনে দুষ্টে গুরুভক্তিবিবর্জ্জিতে। অন্যথা বাদিবিজ্ঞানং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্। অন্যথা ক্রোধবজ্রেণ বিনাশো জায়তে ধ্রুবম্। উন্মত্তভৈরবঃ প্রাহ ভৈরবীং সিদ্ধিপদ্ধতিম্। তন্ত্রচূড়ামণৌ দিব্যে তন্ত্রেঽস্মিন্ ভূতডামরে ॥ ৬—৭ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্ররাজে অপরাজিতাদিমুখ যক্ষ সিদ্ধিঃ প্রথমবিধির্নাম পঞ্চদশঃ পটলঃ।

ক্রোধরাজ কোন সাধকের উগ্রতপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া এই ভক্তিমুক্তিপ্রদ শাম্ভব বিজ্ঞান বলিয়াছেন। এই সাধন ত্রিলোক বিখ্যাত। এই সাধনবলে দেবগণ ভৃত্য ও দেবীগণ দাসী হইয়া থাকেন এবং এই সাধনপ্রসাদে ত্রিলোকদুর্লভ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহার বলে দেবতা ও মনুষ্যের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় হয়। ভক্তিহীন, দুরাচাররত, হিংস্রক, অলস, দুর্জ্জন, দুষ্টচিত্ত, গুরুভক্তিবিবর্জ্জিত, এই সকল লোকের নিকট এই সাধন ও মন্ত্র প্রকাশ করিবে না। যে ভক্তিহীনাদি ব্যক্তির নিকট এই ভূতডামরোক্ত সাধন প্রকাশ করে, ক্রোধরাজ তাহাকে বিনাশ করেন। উন্মত্তভৈরব উন্মত্ত ভৈরবীকে যে যে বিষয় বলিয়াছেন সেই সমুদয় তন্ত্রচূড়ামণি নামক তন্ত্রে সবিশেষ উক্ত আছে ॥ ৬—৭ ॥

শ্রীমত্যুন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

ভূতেশ পরমেশান রবীন্দ্বগ্নিবিলোচন।
যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যোগিনীসাধনং বদ ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন হে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিলোচন ভূতেশ্বর! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে যোগিনী সাধন আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

শ্রীমদুন্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমম্। সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্। অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপিদুর্ল্লভা। যাসামভ্যর্চ্চনং কৃত্বা যক্ষেশো ভুবনাধিপঃ। তাসামাদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সুরাণাং সুন্দরীং প্রিয়ে। যস্যাশ্চাভ্যর্চ্চনেনৈব রাজত্বং লভতে নরঃ ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন হে দেবি! যোগিনীসাধন বলিব। এই সাধনে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। ইহা অতি গোপনীয় এবং দেবতাদিগের ও দুর্লভ। যাহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া যক্ষেশ্বর ত্রিভুবনের অধিপতি হইয়াছেন এবং যাহাদের আরাধনাতে রাজত্বলাভ হয়, তাহাদের সাধন প্রণালী বলিব ॥ ২ ॥

অথ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃত্বা স্নানাদিকং শুভম্। প্রাসাদঞ্চ সমাসাদ্য কুর্য্যাদাচমনং ততঃ। প্রণবান্তে সহস্রারং হুং ফট্ দিগ্বন্ধনং চরেৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। ষড়ঙ্গং মায়য়া কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ। তস্মিন্ পদ্মে তথা মন্ত্রী জীবন্যাসং সমাচরেৎ। পীঠে দেবাং সমভ্যর্চ্চ্য ধ্যায়েদ্দেবীং জগৎপ্রিয়াম্। ওঁ পূর্ণচন্দ্রনিভাং দেবীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং। পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্ব্বজ্ঞামভয়প্রদাং। ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দদ্যাৎ পাদ্যাদিকঃ শুভং। পুনর্ধূপং নিবেদ্যৈব নৈবেদ্যং মূলমন্ত্রতঃ। গন্ধচন্দনতাম্বূলং সকর্পূরং সুশোভনং ॥ ৩॥

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান সন্ধ্যাদি করিয়া হৌঁ এই মন্ত্রে আচমন করিবে। সহস্রারং হুঁ ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে। হ্রাঁ এই মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। ঐ পদ্মমধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পীঠপূজা পূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিবে। দেবী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আভাবিশিষ্টা এবং বিচিত্র বস্ত্র পরিধায়িনী, দেবীর স্তনদ্বয় স্থূল ও তুঙ্গ, ইনি সর্ব্বজ্ঞা ও বরাভয়প্রদা। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পুনর্ব্বার মূলমন্ত্রে ধূপ নিবেদন করিয়া নৈবেদ্য প্রদান করিবে। তৎপরে গন্ধ, চন্দন ও কর্পূরাদিসুবাসিততাম্বূল প্রদান করিবে ॥ ৩॥

প্রণবান্তে ভুবনেশি আগচ্ছ সুরসুন্দরি। বহ্নের্জ্জায়া জপেন্মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ দিনে দিনে। সহস্রৈকপ্রমাণেন ধ্যাত্বা দেবীং সদা বুধঃ। মাসান্তদিবসং প্রাপ্য বলিপূজাং সুশোভনাং। কৃত্বা চ প্রজপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সুন্দরি। সুদৃঢ়ং সাধকং জ্ঞাত্বা যাতি সা সাধকালয়ে। সুপ্রেম্না সাধকাগ্রে সা সদা স্মেরমুখী ততঃ। দৃষ্ট্বা দেবীং সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভং। সচন্দনং সুমনসো দত্ত্বাভিলষিতং বদেৎ। মাতরং ভগিনীং বাথ ভার্য্যাং বা ভক্তিভাবতঃ। যদি মাতা তদা বিত্তং দ্রব্যঞ্চ সুমনোহরং। নৃপতিত্বং প্রার্থিতং যত্তদ্দদাতি দিনে দিনে। পুত্রবৎ পালয়েল্লোকে সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতং। স্ব সা দদাতি দ্রব্যঞ্চ দিব্যং বস্ত্রং তথৈব চ। দিব্যকন্যাং সমানীয় নাগকন্যাং দিনে দিনে। যদ্যদ্ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি তৎ পুনঃ। তৎসর্ব্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি নিশ্চিতং। যদ্যৎ প্রার্থয়তে সর্ব্বং দদাতি সা দিনে দিনে। ভ্রাতৃবৎ পালিতং লোকে কামনাভির্ম্মনোগতৈঃ। ভার্য্যা বা যদি সা দেবী সাধকস্য মনোহরা। রাজেন্দ্রঃ সর্ব্বরাজানাং সংসারে সাধকোত্তমঃ। স্বর্গে লোকে চ পাতালে গতিঃ সর্ব্বত্র নিশ্চিতা। যদ্যদ্দদাতি সা দেবী কথিতুং নৈব শক্যতে। তয়া সার্দ্ধঞ্চ সম্ভোগং করোতি সাধকোত্তমঃ। অন্যস্ত্রীগমনং ত্যাজ্যমন্যথা নশ্যতি ধ্রুবং ॥ ৪ ॥

ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা এই মূলমন্ত্র প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা দেবীর ধ্যান করিয়া একসহস্র করিয়া জপ করিবে। এইরূপ একমাসপর্য্যন্ত জপ করিয়া মাসান্ত দিবসে পূজা করিয়া বলিপ্রদান করিবে। তৎপরে একচিত্তে জপ করিতে থাকিবে। নিশীথসময়ে দেবী সাধককে দৃঢ় ভক্তিযুক্ত জানিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া থাকেন এবং দেবী সদা হাস্যমুখী ও প্রেমবিশিষ্টা হইয়া সাধকের নিকটে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তখন সাধক দেবীকে দেখিয়া পাদ্যাদি প্রদান করিবে। তৎপরে সচন্দন পুষ্প প্রদান করিয়া মনোগত অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিবে। অর্থাৎ সাধক দেবীকে মাতা, ভগিনী, অথবা ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিবে। যদি সাধক দেবীকে মাতৃসম্বোধন করে, তাহা হইলে দেবী বিত্ত, উত্তমদ্রব্য, রাজস্ব এবং যাহা যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই দেবী প্রদান করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। ভগিনী সম্বোধন করিলে নানাবিধ দ্রব্য ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করিয়া দিব্যকন্যা আনিয়া দেন। সাধক এই সাধনবলে ভূতভবিষ্যৎ বলিতে পারে এবং যাহা প্রার্থনা করে, দেবী তৎসমুদায় প্রতিদিবস প্রদান করিয়া থাকেন। যদি দেবী সাধকের ভার্য্যা হন, তবে সাধক সর্ব্বরাজপ্রধান হয় এবং স্বর্গে ও পাতালে গমন করিতে পারে। এই সাধনে দেবী যে যে দ্রব্য প্রদান করেন, তাহা বর্ণন করিবার শক্তি নাই। অন্য স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া এই দেবীর সহিত সম্ভোগ করিতে হয়। অন্য স্ত্রীসম্ভোগ করিলে ক্রোধরাজ তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ততোঽন্যৎ সাধনং বক্ষ্যে নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা। নদীতীরং সমাসাদ্য কুর্য্যাৎ স্নানাদিকং ততঃ। পূর্ব্ববৎ সকলং কার্য্যং চন্দনৈর্ম্মণ্ডলং লিখেৎ। স্বমন্ত্রং তত্র সংলিখ্যাবাহ্য ধ্যায়েন্মনোহরাম্। কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাম্। চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাং সদা কামদুঘাং বিচিত্রাম্। এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবীমগুরুধূপদীপকৈঃ। গন্ধপুষ্পং রসৈশ্চৈব তাম্বূলাদীংশ্চ মূলতঃ। তারং মায়া আগচ্ছ মনোহরে পাবকবল্লভা। কৃত্বাযুতং প্রতিদিনং জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ। মাসান্তদিবসং প্রাপ্য কুর্য্যাচ্চ জপমুত্তমম্। আনিশীথং জপেন্মন্ত্রং জ্ঞাত্বা চ সাধকং দৃঢ়ম্। গত্বা চ সাধকাভ্যাসে সুপ্রসন্না মনোহরা। বরং বরয় শীঘ্রং ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে। সাধকেন্দ্রোঽপি তাং ভক্ত্যা পাদ্যাদ্যৈরর্চ্চয়েন্মুদা। প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মায়য়া চ সমাচরেৎ। সদ্যোমাংসং বলিং দত্ত্বা পূজয়েচ্চ সমাহিতঃ। চন্দনোদকপুষ্পেণ ফলেন চ মনোহরা। ততোঽর্চ্চিতা প্রসন্না সা পু[illegible]